প্রকাশনার ৯৪ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৯ বর্ষ | ৭ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩০ আশ্বিন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ | ১৩ মহররম, ১৪৩৭ হিজরি | ১৫ ইখা, ১৩৯৫ হি. শা. | ১৫ অক্টোবর, ২০১৬ ঈসাব্দ

গত ১১ অক্টোবর, ২০১৬ ইং তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, মিরপুরে নও-মোবাইন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, পুরুলিয়া মসজিদের সামনে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

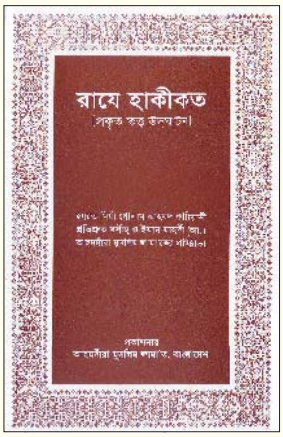

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'রাযে হাকীকত'** পুস্তকটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৮ সালে প্রণয়ন করেন।

এতে তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন, হাদীস, ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ এবং তত্ত্ব-তথ্যের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনের সঠিক ঘটনাবলী এবং ঘোষণাকৃত মুবাহালা সম্পর্কে কিছু হিতোপদেশ ও এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন।

পুস্তিকাটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত পুস্তিকাটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

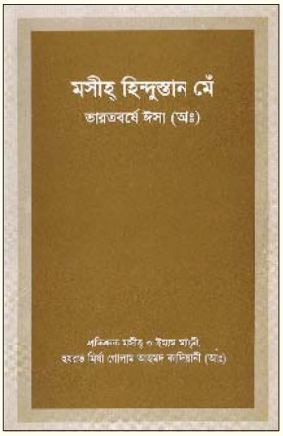

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৯ সালে প্রণয়ন করেন।

এখানে তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন, হাদীস, ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ এবং তত্ত্ব-তথ্যের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষে আগমন এবং স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। এটি অত্যন্ত তথ্যবহুল একটি পুস্তক।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989

E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

ইসলামে আশুরা পালন

দিনটি ছিল হিজরী ৬১ সনের ১০ই মহররম। পবিত্র এই দিনে মহানবী (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র এবং চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) ও তাঁর সহধর্মিনী হযরত ফাতেমা (রা.)-এর পুত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে চক্রান্তকারী ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে কারবালার প্রান্তরে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। সেদিনটিকে স্মরণ করে শিয়া মুসলমানেরা প্রতি বছর আশুরা পালন করে থাকে। ইসলামি পঞ্জিকা অনুযায়ী মহররম মাসের দশম দিনকে **আশুরা** বলা হয়। সে অনুযায়ী গত ১২ই অক্টোবর ছিল আরবী মহররম মাসের ১০ তারিখ। যে দিনে প্রকৃত-ইসলাম ও সত্যের জন্য হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ইয়াজিদ বাহিনীর কাছে মাথা নত না করে যুদ্ধংদেহে বিজয়ীবেশে শাহাদত বরণ করেছিলেন।

ইসলামের ইতিহাসে শাহাদত বরণ নতুন কোন বিষয় নয় কেননা খোলাফায়ে রাশেদীনের তিন জন খলিফা হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) শাহাদত বরণ করেছেন। তবে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) সেদিন ন্যায় ও সত্যের জন্য চরম আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা অকপটে অনুকরণীয়। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। কিন্তু ইসলামে কোন শোক দিবস পালনের সুন্নত জারী নেই। যদি এমন কোন বিধান থাকতো, তাহলে শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওফাত দিবসই শোক পালনের প্রধান দিবস হতো। অথচ বাস্তবে এমনটি ঘটেনি এবং খলীফাদের মৃত্যুতেও শোকদিবস পালনের কোন প্রমাণ ইসলামে পাওয়া যায় না কেননা ইসলামে এর কোন অস্তিত্ব নেই।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই সমস্ত কু-প্রথা এবং সামাজিক রীতি-নীতিকে দূরীভূত করতে এসেছেন, যার কারণে মানবিক মুল্যবোধ পদদলিত হয়। তিনি (সা.) কাফেরদের প্রতিও মার্জনা ও ক্ষমার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু খোদার এই প্রিয় রসূলের বড়ই আদরের দৌহিত্র, যার জন্য তিনি আল্লাহর কাছে এই দোয়া করতেন যে, **"হে আল্লাহ! তুমি এদের ভালোবাস। আমিও এদেরকে ভালোবাসি"** (বুখারী, কিতাব আম্বিয়া কিরাম, হাদীস নম্বর: ৩৪৬৭) তাকে সেই পাষন্ডরা নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। তিনি ইয়াজিদের প্রতিনিধিদের একথাও বলেছিলেন যে, আমি যুদ্ধ চাই না, আমাকে যেতে দাও, আমি গিয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে চাই বা কোন সীমান্তে আমাকে পাঠিয়ে দাও, যেন ইসলামের জন্য যুদ্ধ করতে করতে আমি শাহাদত বরণ করতে পারি বা আমাকে ইয়াজিদের কাছে নিয়ে যাও, যাতে আমি তাকে বুঝাতে পারি যে, আসল ব্যাপার কি? কিন্তু তার প্রতিনিধিরা কোন কথা শুনে নি। শাহাদতের আগ মূহুর্তেও ইমাম হুসাইন (রা.) বলেছিলেন, " আমার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যদি মুহাম্মদের (সা.) দ্বীন (ধর্ম) জীবন্ত হয়, তবে আমাকে তরবারি দ্বারা টুকরো টুকরো করে ফেল।" এজন্যই হয়তো হযরত রসূলে করীম (সা.) তাঁর দুই প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন, **"তারা জান্নাতের যুবকদের সরদার"**।

যাই হোক ইসলাম প্রত্যেকের প্রাপ্ত মর্যাদা প্রদান করে থাকে কিন্তু কোন মানুষকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার শিক্ষা দেয় না। হোক না সেই ব্যক্তি দুই কুলের শিরোমণি, মুসলমানদের চোখের পুত্তলি হযরত মুহাম্মদে আরাবী (সা.)। আমরা যদি তাঁর (সা.) দেখানো পথে চলি তাহলে আর কোন ভ্রান্ত আমল আমাদের দ্বারা সংঘটিত হবে না। উদাহরনস্বরূপ, বদরের যুদ্ধে ১৩ জন, ওহদের যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবি শাহাদত বরণ করেন এবং মহানবী (সা.)-এর চাচা সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত আমীর হামযা (রা.) ওহদের ময়দানে নির্মমভাবে শহীদ হন। তাঁর নাক, কান কেটে মুখাবয়ব বিকৃত করা হয়, বুক চিরে কলিজা পর্যন্ত চিবানো হয়। এ ঘটনায় মহানবী (সা.) খুবই মর্মাহত ও শোকাভিভূত হয়েছিলেন। মর্মান্তিক এ ঘটনার পর তিনি (সা.) প্রায় আট বছর জীবিত ছিলেন। এ দীর্ঘ আট বছরে মহানবী (সা.) হযরত হামযা (রা.)-এর জন্য কোন শোক দিবস পালন করেন নি। পক্ষান্তরে শিয়া সম্প্রদায় হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর জন্য মাতম, তাযিয়া, মর্সিয়া প্রভৃতি শিরক করে থাকে অথচ তাঁর পিতা হযরত আলী (রা.) শহীদ হওয়া সত্বেও কোন শোক প্রকাশ করে না। ফলে এটি যে আবেগ-তাড়িত একটি বিদআত (নবসৃষ্ট) বৈ আর কিছু নয় তা একেবারেই পরিস্কার। তাইতো আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর শাহাদতের দিনকে স্মরণ করে লিখেছেন, **"ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না"**। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে খাঁটি ইসলামের আদেশ-নিষেধ পালন করার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

মাহবুব হোসেন
- প্রকাশক ও সম্পাদক

সূচিপত্রে

১৫ অক্টোবর, ২০১৬

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

যুক্তরাজ্যের অল্টনস্থ হাদীকাতুল মাহদীতে প্রদত্ত ৯
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১২ই আগস্ট, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১৫
(২৭তম কিস্তি)
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৭
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১৫ই এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

রাগের কুফল ২৬
মৌলবী মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান (২য় কিস্তি) ২৯
হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

অহংকার অনেক বড় পাপ ৩৩
মাহমুদ আহমদ সুমন

মরহুমা বেগম শামসুন্নাহার জোনাব সাহেবার সংক্ষিপ্ত জীবনাদর্শ ৩৫

সংবাদ ৩৭

এমটিএ-তে প্রচারিত বাংলা সম্প্রচারের নভেম্বর মাসের সময়সূচী ৪৬

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক ৪৭

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي
الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّيْ
رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ
فِيْهِ سَوَآءٌ ۭ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। আর আল্লাহ্ তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে কোন কোন ব্যক্তির ওপর রিয্‌কের ক্ষেত্রে অধিক সমৃদ্ধি দিয়েছেন। কিন্তু যাদের সমৃদ্ধি দেয়া হয়েছে তারা কখনো তাদের রিয্‌ক[১৫৫৮] তাদের অধীনস্থদেরকে[১৫৫৯] এমন ভাবে দিতে চায় না যাতে এরা এক্ষেত্রে তাদের সমান হয়ে পড়ে। তবুও কি তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে (জেনে শুনে) অস্বীকার করবে?

১৫৫৮। 'মালাকাত আইমানুহুম' বাক্যাংশ স্পষ্টভাবে একের কর্তৃত্বাধীন এক ব্যক্তিকে– যথাঃ যুদ্ধবন্দী, ব্যক্তিগত কর্মচারী, অধীনস্থ শ্রমিক, রায়ত বা প্রজা বা সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করছে।

১৫৫৯। প্রত্যেক যুগেই কোন ব্যক্তি বা জাতি নিজস্ব উচ্চতর বুদ্ধিমত্তা ও কঠোর পরিশ্রম দ্বারা অন্য ব্যক্তি বা জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রভুত্ব অর্জন করে এবং শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে। এটা অসম্মানজনক বা অন্যায় বা অনুচিতও নয়, যে পর্যন্ত এটা কম ভাগ্যবান লোকদেরকে তাদের নিজ জ্ঞান-বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করে জীবনের ভাল দিক ও শ্রেষ্ঠ বস্তু অর্জন করার জন্য উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না করে। কিন্তু ধনী ব্যক্তিরা সর্বদাই দরিদ্রদের নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা এবং ধনশালীদের ক্ষমতা ও সুবিধাসমূহে ভাগ বসাবার সকল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করে বসে। ক্ষমতার অধিকারী সুবিধাভোগী লোকদের অত্যাচার থেকে জগতের রক্ষাকল্পে এবং উৎকর্ষের প্রকৃত গুণাবলী ও বুদ্ধিমত্তার উন্নতির পথ উন্মুক্ত করে মানবজাতির মধ্যে সাম্য এবং ন্যায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য করুণাময় আল্লাহ্ তা'লা সংস্কারক আবির্ভূত করে থাকেন। তাঁদের আবির্ভাব নবযুগের ঘোষণা করে এবং বঞ্চিত ও দরিদ্র লোকদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। সংক্ষেপে অথচ অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই আয়াত ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে ইসলামী আইনের উপস্থাপন করেছে। 'রিয্‌কিহিম' অর্থাৎ 'তাদের ধনসম্পদ' শব্দগুলোর মধ্যে 'তাদের' শব্দটির ওপর গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে ইসলাম ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করেছে। অন্যদিকে "তাদের রিয্‌ক" কথা দ্বারা সকল বস্তুতে সকল মানুষের যৌথ বা এজমালি মালিকানা নির্দেশ করছে। কারণ কোন বস্তু কেবল তখনই কোন ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করা হয় যাতে তার স্বত্ব থাকে। বস্তুতপক্ষে পবিত্র কুরআন সকল বস্তুর ওপরে দ্বৈত মালিকানার নীতি স্বীকার করেছে এবং একই সঙ্গে সেই সম্পত্তিতে সকল মানবের অধিকার স্বীকার করেছে। ইসলাম প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি মালিকানায় অবাধ বা লাগামহীন অধিকারে যেমন বিশ্বাস করে না, তেমনি সম্পদ এবং উৎপাদনের উপায়-উপকরণের উপরও রাষ্ট্র কর্তৃক খোলাখুলিভাবে সম্পূর্ণ দখলের অধিকারও স্বীকার করে না। ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়।

হাদীস শরীফ

সকল কল্যাণের একমাত্র উৎস মহানবী (সা.)

কুরআন ঃ

"হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে। এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপ রূপে" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৬-৪৭)।

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা হবো, আর আমি সেই ব্যক্তি, যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে। আমিই সর্বপ্রথম শাফাআতকারী হবো এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম কবুল করা হবে" (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ জগতের শিরোমণি, তাঁর (সা.) আগমনে তৌহীদ ও স্রষ্টার অপরূপ জ্যোতিতে এ জগত দীপ্তিমান হয়েছে। তিনি এমন সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন যা শুধু এ জগতকেই নয় বরং আ'লামীন বা বিশ্ব চরাচরকে কিয়ামতকাল অবধি স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় রাখবেন। তাঁর (সা.) শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতীত। তিনি সেই সত্ত্বা, যাঁর প্রশংসা স্বয়ং খোদা তাআলা করেন এবং ফিরিশ্‌তা ও মানবমন্ডলী তাঁর (সা.) প্রতি দুরূদ প্রেরণ করে। কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস হতে হযরত নবী করীম (সা.)-এর অনুপম ব্যক্তিত্বের দর্পণ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তিনি (সা.) শুধু যে জগতের দীপ্তিমান সূর্য তা নয়, বরং পরকালেরও আলোকবর্তিকা। তাঁর (সা.) সত্ত্বা এ দুনিয়াতে যেভাবে কল্যাণ বন্টনকারী, পরকালেও তিনি (সা.) মানবমন্ডলীকে স্বীয় কল্যাণের ধারায় উপকৃত করবেন। পৃথিবীতে শুধু একজনই এমন হয়েছেন, যাঁকে দু'জাহানের জন্য সূর্য বানানো হয়েছে, অর্থাৎ যাঁর কল্যাণে দু'জগতেই সমভাবে মানব কল্যাণমন্ডিত হবে। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। কিয়ামত দিবসে খোদা তাআলা যাঁকে সর্বপ্রথম উত্থিত করবেন, যিনি সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবেন এবং যিনি সুপারিশ করার অধিকার লাভ করবেন, তিনি হলেন আমাদের নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ "আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি এই আরবী নবী, যাঁর নাম মুহাম্মদ, হাজার হাজার দুরূদ ও সালাম তাঁর ওপর। তিনি উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয়। খোদা তা'লা, যিনি তাঁর (সা.) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্খাকে তিনি (আল্লাহ্) তাঁর (সা.) জীবদ্দশাতেই তাঁকে (সা.) সফলতা প্রদান করেছেন, সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।" (রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃ- ১৪৪)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে মহানবী (সা.)-এর অনুকরণ-অনুসরণ করার এবং তাঁর (সা.) প্রেমে বিভোর হয়ে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছার তৌফিক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

‘আমি তোমার অনুবর্তী এই জামা’তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের ওপর প্রাধান্য দিব’

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদি কাল হতে আল্লাহ্ তা’লার বিধান এটাই যে, তিনি দুটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দুটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং এখন এটা সম্ভবপর নয় যে, খোদা তা’লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা তা স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না।

কিন্তু যখন আমি চলে যাব, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই ‘দ্বিতীয় কুদরত’ প্রেরণ করবেন, যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে, যেহেতু বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদা তা’লা বলেছেন ঃ

ম্যাঁয় ইস জামা’ত কো জো তেরে প্যায়রু হ্যাঁ কিয়ামাত তাক দুসরোঁ পার গালাবা দুঙ্গা

অর্থাৎ ‘আমি তোমার অনুবর্তী এই জামা’তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের ওপর প্রাধান্য দিব’। সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এর পর সেই দিন আসে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত-দিন। আমাদের সেই খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তোমাদের সবকিছু দেখাবেন যা তিনি অঙ্গীকার করেছেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে, যা এখন অবতীর্ণ হবার সময়, তথাপি সেই সমুদয় বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার তরফ হতে এক প্রকার কুদরত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি হবেন, যাঁরা দ্বিতীয়- বিকাশ হবেন।

অতএব তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়ার (দ্বিতীয় কুদরতের) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাক। প্রত্যেক দেশে সালেহীনের জামা’তের সমবেতভাবে দোয়ায় নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয় যেন দ্বিতীয় কুদরত আসমান হতে অবতীর্ণ হয় এবং তোমাদেরকে এটাও দেখানো হয় যে, তোমাদের খোদা কত মহাপরাক্রমশালী। স্বীয় মৃত্যু সন্নিকটে জানবে, তোমরা জান না যে সেই মুহূর্ত কখন উপস্থিত হবে। জামা’তের পবিত্রচেতা বুযূর্গগণ আমার পরে আমার নামে লোকদের বয়আত (দীক্ষা) নিবে। .....খোদা তা’লা চাচ্ছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু-প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক, তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর ভক্ত-দাসগণকে এক ধর্মে একত্রিত করেন। এটাই খোদা তা’লার অভিপ্রায়, আর এজন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি।

(আল ওসীয়্যত পুস্তক, সেপ্টেম্বর ১৯৯১সংস্করণ [বাংলায় অনুদিত] ঃ পৃঃ ১৫-১৭)

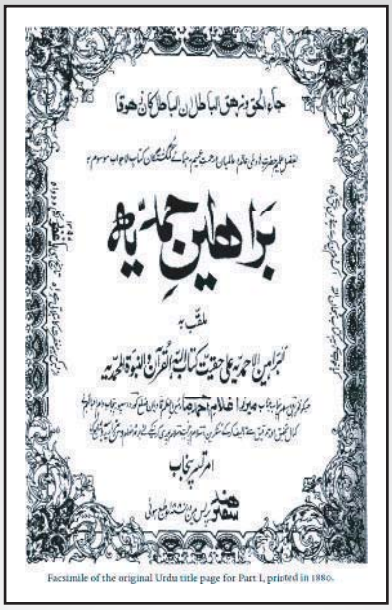

Facsimile of the original Urdu title page for Part I, printed in 1880.

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(২৩তম কিস্তি)

প্রথম অধ্যায়

কুরআন শরীফের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশে বাহিরের ও ভেতরের যেসব সাক্ষ্যসমূহ রয়েছে সেই সব অকাট্য দলীল-প্রমানাদির বিবরণ প্রসঙ্গে:

এ অধ্যায়ে নির্ধারিত প্রমাণাদি উপস্থাপনের পূর্বে ভূমিকামূলক এমন কিছু প্রারম্ভিক বিষয় উপস্থাপন করা আবশ্যক যা পরবর্তীতে বেশিরভাগ প্রমাণাদির মর্ম উদঘাটন এবং সেসবের স্বরূপ ও প্রকৃতি বোঝার জন্য সার্বজনীন মানদন্ড হবে; তাই অবতারনাস্বরূপ নিম্নোক্ত কথাগুলো লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে:

প্রথম প্রারম্ভিক বিষয়: বাহিরের বা এক্সটারনাল সাক্ষ্যাবলী বলতে বাইরের সেসব ঘটনাকে বোঝায় যা কার্যত এমন এক অবস্থায় বিরাজমান থাকা বাঞ্ছনীয়, প্রণিধানে যাতে প্রমাণিত হয় যে, এ গ্রন্থটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে অথবা এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়ার আবশ্যকতা দৃশ্যমান। অপরদিকে ভেতরকার সাক্ষ্য বলতে কোন গ্রন্থের স্বকীয় সেসব বৈশিষ্ট বোঝায় যা স্বয়ং সে গ্রন্থে বিদ্যমান থাকে আর যা সম্পর্কে বিবেক প্রণিধানে নিশ্চিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য যে, তা খোদার উক্তি বা বাণী এবং তা রচনায় মানুষ সক্ষম নয়।

দ্বিতীয় প্রারম্ভিক বিষয়: পবিত্র কুরআনের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বাহিরের বা এক্সটারনাল যেসব সাক্ষ্য রয়েছে তা চার প্রকারের। প্রধানতঃ সেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ সংশোধনের মুখাপেক্ষী বিষয়াবলী থেকে যা নেয়া। দ্বিতীয়তঃ সেসব বিষয়াবলী, যা পূর্ণতার মুখাপেক্ষী বিষয়াবলী থেকে নেয়া। তৃতীয় প্রকার সাক্ষ্য সেসব বিষয় থেকে নেয়া যা ঐশ্বরিক শক্তি বা ঐশী ক্ষমতার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াবলী থেকে গৃহীত। আর চতুর্থ প্রকারের প্রামাণিক সাক্ষ্য তা, অদৃশ্য বিষয়াবলীর সাথে যা সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু যেসব প্রমাণাদি পবিত্র কুরআনের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ভেতরকার সাক্ষ্যস্বরূপ,

তার সবক'টি ক্ষমতা বা শক্তি সংক্রান্ত প্রমাণাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াবলী হতে গৃহীত। উল্লিখিত সাক্ষ্য বা প্রমাণাদির বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ-

সংশোধনের মুখাপেক্ষী বিষয় বলতে সেসব অবিশ্বাস, ঈমানহীনতা, শির্‌ক ও অপকর্ম বোঝায় যা আদম সন্তান সত্য-সঠিক বিশ্বাস ও সৎকর্মের স্থলে ধারণ করে রেখেছে আর যা সার্বিকভাবে পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত হওয়ার কারণে এমন বিকট রূপ পরিগ্রহ করে থাকবে, খোদার চিরস্থায়ী করুণা যার সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

পরিপূর্ণতার মুখাপেক্ষী বিষয় বলতে সেসব শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়াদি বোঝায় যা অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিযুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান আর জ্ঞানের উৎকর্ষতার নিরিখে সেসব যে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ তা এ গ্রন্থে প্রমাণিত হয়। এ কারণে তা এমনই এক ইলহামী গ্রন্থের মুখাপেক্ষী যা তাকে পরম উৎকর্ষতার পর্যায়ে উপনীত করে।

ঐশী ক্ষমতার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় আবার দু'প্রকার :

১-বহিরাগত সাক্ষ্য: (এক্সটারনাল সাক্ষ্য) বহিরাগত সাক্ষ্য বলতে সেসব বিষয় বোঝায় যা মানবীয় প্রচেষ্টার কোন ভূমিকা বা মাধ্যম ছাড়াই খোদার পক্ষ থেকে সৃষ্ট আর তা সকল তুচ্ছ বিন্দুকে সেই মর্যাদা, সম্মান, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করে যা অর্জিত হওয়া যুক্তির নিরিখে সাধারণত অসম্ভব মনে করা হয় এবং যার দৃষ্টান্ত ধরাপৃষ্ঠে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না ।

২-আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য - বলতে ঐশী গ্রন্থের সেসব রূপক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যাবলী বোঝায়, মানবীয় শক্তি-বৃত্তি যার সামনে দাঁড়াতে অক্ষম এবং সত্যিকার অর্থে যা অতুলনীয় ও অনন্য প্রমাণিত হয়ে এমন অদ্বিতীয় ক্ষমতাবান এক সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে যেন তা খোদা দর্শনের আয়নাস্বরূপ।

অদৃশ্য বিষয় বলতে সেসব বিষয় বোঝায় যা এমন এক ব্যক্তির মুখ হতে নিঃসৃত, যার সম্পর্কে নিশ্চিত কথা হলো, সেসব বিষয় বর্ণনা করা সম্পূর্ণভাবে তার শক্তির ঊর্ধ্বে; অর্থাৎ সেসব বিষয় সম্পর্কে ভাবলে এবং সে ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, সেসব বিষয় তার জানা ও দেখা জগতের অন্তর্ভূক্তও নয় আর চিন্তা বা অভিনিবেশের মাধ্যমেও তার দ্বারা তা লাভ হতে পারে না। অধিকন্তু যুক্তির নিরিখে তার সম্পর্কে এই ধারণা করা অযৌক্তিক যে, সে হয়ত কোন পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে তা অর্জন করে থাকবে যদিও সেসব বিষয় অর্জন করা হয়ত অন্য এক ব্যক্তির জন্য সাধ্যাতীত বিষয় নয়। অতএব এই বিশ্লেষনের নিরিখে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, অদৃশ্য সংক্রান্ত বিষয়াদি বলতে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন কিছু বোঝায় আর তা আপেক্ষিক বিষয় অর্থাৎ এমন বিষয়, যা (কেবল) বিশেষ ব্যক্তিবর্গের প্রতি আরোপিত হলে এর জন্য অদৃশ্য বিষয় (শব্দ) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু একই বিষয় অন্য কিছু ব্যক্তির প্রতি যখন আরোপ করা হয়, সেই যোগ্যতা তাদের মাঝে প্রমাণ হয় না।

উপমা

(ক) যায়েদ এক ব্যক্তি যে আমাদের এ যুগে জন্মগ্রহণ করেছে। বকর অপর এক ব্যক্তি যে যায়েদের ৫০ বছর পর জন্মগ্রহণ করেছে, যার যুগ যায়েদ পায়নি এবং তার ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়ার মত কোন জাগতিক বা বাহিরের মাধ্যমও তার ছিল না। অতএব বকর যেসব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে, যদিও তার জন্য তা অদৃশ্য বিষয় নয় কারণ তা তারই ঘটনা, তার দেখা ও জানা জগত। কিন্তু সেসব ঘটনা সম্পর্কে যায়েদ যদি শতভাগ সঠিক সংবাদ আগাম প্রদান করে থাকে, তাহলে বলা হবে, যায়েদ অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দিয়েছে। কেননা, সেসব বিষয় যায়েদের জন্য জানা ও দেখা বিষয় নয়, অধিকন্তু তা জ্ঞাত হওয়ার জন্য যায়েদের আয়ত্তে কোন বাহিরের মাধ্যমও ছিল না।

(খ) বকর একজন দার্শনিক, যে দীর্ঘকাল গভীর মনোযোগ সহকারে দর্শনশাস্ত্রের পুস্তকাদি অধ্যয়ন এবং এতে চিন্তা-প্রণিধানের কল্যাণে সূক্ষ্ম দার্শনিক সত্য উদঘাটনে দক্ষতা অর্জন করেছে। যৌক্তিক জ্ঞান অর্জন, পূর্ববর্তীদের রচনাবলী অধ্যয়ন এবং প্রাচীন পন্ডিতদের গবেষণা ভান্ডার হস্তগতকরণ; অধিকন্তু অব্যাহত প্রণিধান, অনুশীলন, মাথা খাটানো এবং যুক্তি বিদ্যার নির্ধারিত নিয়মনীতি অনুসরণের ফলশ্রুতিতে জ্ঞানের অনেক নিগুঢ় সত্য ও সুনিশ্চিত এবং সুদৃঢ় প্রমাণাদি তার কণ্ঠস্থ। অপরদিকে যায়েদ এমন এক ব্যক্তি, যার সম্পর্কে এটি প্রমাণিত বিষয় যে, সে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের একটি অক্ষরও পড়েনি, না দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান আছে। অধিকন্তু চিন্তা ও অভিনিবেশকে কাজে লাগানোর কোন চর্চা বা অভ্যাস ও অভিজ্ঞতাও তার নেই। কোন জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তির সাথে তার মেলামেশা বা ওঠাবসাও নেই বরং নিরেট নিরক্ষর আর অশিক্ষিতদের সাথে সবসময় ওঠা-বসা করে।

অতএব বকর যেসব জ্ঞান প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে কষ্ট ও সাধনার গুণে অর্জন করেছে তা তার জন্য অদৃশ্য কোন বিষয় নয়, কেননা সে সেই শিক্ষা অর্জন করেছে, দীর্ঘকালের কঠোর শ্রম ও সাধনার ফলশ্রুতিতে। কিন্তু যায়েদ সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষর হয়েও জ্ঞান ও দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যাবলী এত পরিস্কারভাবে যদি বর্ণনা করে যাতে তিল পরিমাণও অসামঞ্জস্যতা থাকে না বরং, উন্নত জ্ঞানের স্পর্শকাতর ও সুমহান শাশ্বত সত্য বিষয়াদিকে এত নিপুণভাবে প্রকাশ করে যে, এতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা দৃশ্যমান হয় না। অধিকন্তু প্রজ্ঞার সূক্ষ্ম দিকগুলোর এমন পূর্ণ এক সমাহার উপস্থাপন করে যা ইতোপূর্বে এত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা অন্য কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভব হয়নি। অতএব সকল বিষয়ে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যাবলীসমৃদ্ধ তার নিখুঁত বর্ণনা অদৃশ্য বিষয়ের অন্তর্গত হবে। কেননা সে সেইসব বিষয় বর্ণনা করেছে যা বর্ণনা করা তার শক্তি, যোগ্যতা এবং জ্ঞান-বুদ্ধির উর্ধ্বে এবং তা বর্ণনা করার জন্য তার কাছে জানা ও সাধারণ উপকরণের কোন কিছুই ছিল না।

(গ) বকর একজন পাদ্রি বা পন্ডিত ব্যক্তি বা অন্য কোন ধর্মের আলেম ও বিদ্বান আর ছোট-বড় সব বিষয়ে সে বিশেষজ্ঞ। নিজ জীবনের বড় একটি অংশ সে বহু বছরের শ্রম ও সাধনায় অতিবাহিত করে

স্বীয় ধর্মের অতি সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য বিষয়াদি উদঘাটন করেছে। আর সে ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থে যেসব সঠিক ও ভ্রান্ত বিষয়াদি রয়েছে বা যেসব সূক্ষ্ম ধর্মীয় তত্ত্ব অন্তর্নিহিত রয়েছে, তার পুরোটাই দীর্ঘদিনের চিন্তাভাবনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সে আয়ত্ত্ব করেছে।

অপরদিকে যায়েদ এমন এক ব্যক্তি যার সম্পর্কে প্রমাণিত বিষয় হলো, সে অশিক্ষিত হওয়ার কারণে কোন বই পড়তে পারে না। বকর যদি সেসব বই-পুস্তক থেকে কিছু বিষয়, মসলা-মসায়েল বা ঘটনাবলী বর্ণনা করে তা অদৃশ্য বিষয় বলে গণ্য হবে না। কারণ বকর উৎকৃষ্ট শিক্ষার মাধ্যমে এবং দীর্ঘকাল অনুশীলনের ফলশ্রুতিতে এসব গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়াদী সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। কিন্তু যায়েদ, যে পুরোপুরি নিরক্ষর, সে যদি এমন সব গভীর সত্য বিষয়াদি বর্ণনা করে যা পুরোপুরী ওয়াকিফহাল ব্যক্তি ছাড়া অবগত হওয়া সাধারণত অসম্ভব, আর সেসব গ্রন্থের এমন সব সূক্ষ্ম সত্য তত্ত্ব-তথ্য তুলে ধরে যা বিশেষ বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তিরা ছাড়া অন্যদের অজানা, একই সাথে এসবের এমন সব দুর্বল দিক এবং ক্ষতিকর প্রেক্ষাপট তুলে ধরে সাধারণত যা চিহ্নিত করা অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছাড়া অসম্ভব। একইসাথে সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণার এই কাজে উৎকর্ষতার দিক থেকে যদি এমন শ্রেষ্ঠত্ব রাখে যা নযীরবিহীন, তাহলে তার সম্পর্কে একথা বলা সত্য ও যথার্থ হবে যে, সে অদৃশ্য বিষয়াদি বর্ণনা করেছে।

ব্যাখ্যা

কোন আপত্তিকারী এই ভূমিকায় হয়ত এই আপত্তি করতে পারে যে, ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে যেসব সহজ ও সাদামাটা সত্য-তথ্য, সংকলিত ও লিপিবদ্ধ রয়েছে তা শ্রুত মাধ্যমকে কাজে লাগিয়েও বর্ণনা করা সম্ভব, এর জন্য শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা, নিরক্ষর ব্যক্তি কোন ঘটনা কোন শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে শুনে বর্ণনা করতেই পারে। এগুলো এমন কোন জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্ম বিষয় নয় যা রীতিমত শিক্ষার্জন ছাড়া অবগত হওয়া অসম্ভব হতে পারে। এমন আপত্তিকারীকে এই প্রশ্ন করা যেতে পারে, তোমাদের গ্রন্থাবলীতে এমন কোন সূক্ষ্ম সত্য আছে কী যা বড় আলেম ও বিদগ্ধ পন্ডিত ছাড়া অন্য কোন মানুষের পক্ষে উদঘাটন করা অসম্ভব, বরং কেবল সেসব লোকের ধ্যান-ধারণা সর্বপ্রথম এসব সত্যের প্রতি নিবদ্ধ হয় যারা দীর্ঘকাল সেসব গ্রন্থ অধ্যয়নে রক্ত পানি করেছে এবং বিভিন্ন বিদ্যাপীঠে গিয়ে দক্ষ শিক্ষকদের কাছে জ্ঞান অর্জন করেছে? এই প্রশ্নের উত্তর সে যদি এটি দেয় যে, এমন উন্নত পর্যায়ের সূক্ষ্ম সত্য আমাদের গ্রন্থে নেই বরং এসব গ্রন্থ অগভীর, ভাসা-ভাসা ও অন্তঃসারশূন্য বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ সাধারণ মানুষও যা সামান্য চেষ্টা করলে অবগত হতে পারে।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

দৃষ্টি আকর্ষণ

সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমতিক্রমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল ইশায়াত (প্রকাশনা) বিভাগের পক্ষ থেকে প্রথমবারের মত **বাংলা নযমের বই** প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আপনারা জানেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় বুযূর্গ মৌলভী মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ্ সাহেবের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হয়ে বাংলাদেশে আরো অনেক প্রতিভাবান নযমের লেখক তৈরী হচ্ছে এবং হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

তাই আপনাদের মধ্যে যারা বাংলা নযম লিখেন তারা অতি সত্বর আমাদের কাছে সেগুলোর একটি কপি পাঠিয়ে দিন। আমরা সেখান থেকে যাচাই-বাছাই করে ইনশাআল্লাহ্ উক্ত বইয়ে ছাপাবো। উল্লেখ্য, এই বইয়ের সাথে আমরা নযমগুলির একটি অডিও সি.ডি দেয়ার চেষ্টা করবো যাতে আপনারা অতি সহজে সেগুলো আত্মস্থ করতে পারেন। একারণে নিজেদের নযমের জন্য যদি আপনাদের কাছে কোন সুর নির্দিষ্ট থাকে তাহলেও আমাদের জানাবেন।

আমাদের কাছে নযম পাঠাবার ঠিকানা:

প্রাপক
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক ও সম্পাদক
৪ নং, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১।
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ।
প্রয়োজনে: ০১৭২৬-৫৪৯৫৪৮ এবং ০১৯১২-৮৩৫৯৮১ (জি.এম. সিরাজুল ইসলাম)

জুমুআর খুতবা

জামা'তের কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব এবং করণীয়

যুক্তরাজ্যের অল্টনস্থ হাদীকাতুল মাহদীতে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ই আগস্ট, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামাত, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা শুরু হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্। নিয়মানুযায়ী বিকেলে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসায় অংশগ্রহণকারীদের নিকট যে প্রত্যাশা রেখেছেন আল্লাহ্ তা'লা করুন এই জলসায় আগমনকারীরা যেন তা পুরোপুরি পালন করতে পারে এবং তারা যেন সেই দোয়ার ভাগীদার হতে পারে যা তিনি (আ.) তাদের জন্য করে গেছেন। প্রত্যেক আহমদী একথা জানে এবং জানা উচিত আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বিশেষভাবে এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, এই জলসায় অংশগ্রহণ করা কোন জাগতিক মেলায় অংশগ্রহণ করার মত নয়। অতএব এ দিনগুলোতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী যেন কেবল ধর্মীয় জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। বরং তিনি (আ.) সেসব লোকের প্রতি চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন যারা এই চিন্তাধারা নিয়ে জলসায় অংশগ্রহণ করে না। জলসার প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠানসূচী এই চিন্তাধারা নিয়েই তৈরি করা হয়ে থাকে আর বক্তাদের বক্তৃতা এবং তাদের বিষয়বস্তুর প্রতি এ মনোভাব নিয়েই একটি কমিটি দৃষ্টি দিয়ে থাকে যেন সর্বপ্রথম ধর্মীয় জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে এগুলো সহায়ক হয়। এরপর বিষয়বস্তুর একটি বিশদ

তালিকা প্রণয়ন করে যুগ খলীফার নিকট অনুমতির জন্য প্রেরণ করা হয়। অতঃপর তন্মধ্যে কিছু বিষয় প্রস্তাব করা হয় যা কিনা বক্তারা এখানে উপস্থাপন করে থাকেন যেন অংশগ্রহণকারীরা ধর্মীয় জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সর্বোত্তম উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে।

সুতরাং জলসায় আগমনকারী সকলের জলসাগাহ্-তে নীরবে বসে জলসার অনুষ্ঠানসূচী মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা উচিত। অনেক সময় পুরুষদের পক্ষ থেকে, আর সাধারণত মহিলাদের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ এসে থাকে যে, জলসাগাহ্-তে বসে জলসার অনুষ্ঠান শোনার পরিবর্তে বাহিরে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মানুষ খোশগল্পে মশগুল থাকে। আর খেলাধূলার সামগ্রি দিয়ে জলসার তাবুর পাশেই শিশুদের খেলাধূলার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এতে করে শিশুদের মাঝেও এই অনুভূতি সৃষ্টি হয় না যে, ধর্মীয় সমাবেশের পবিত্রতা কী। সন্তান যদি এতই ছোট থাকে যে, তার খেলাধূলা করার বয়স এবং তাকে ব্যস্ত রাখার জন্য তার হাতে কিছু দেয়া আবশ্যক তাহলে তাদেরকে বাচ্চাদের বা শিশুদের জন্য নির্ধারিত তাবুতে নিয়ে যান যেখানে তাদের খেলাধূলার সামগ্রিও রয়েছে। কিন্তু যেটা মূল তাবু তা পুরুষদের হোক বা মহিলাদের, সেখানে শিশুদেরকে খেলাধূলায় ব্যস্ত রেখে মা-বাবার তাদের পাশে বসে ছোট ছোট দল বানিয়ে গল্প করা কোনভাবেই সঙ্গত নয়। যখন কর্মীদের পক্ষ থেকে বারণ করা হয় তখন অনেকে একে খারাপ মনে করে এবং বলে, আমাদেরকে কেন নিষেধ করা হলো, অথচ ভুল কর্মীর নয় বরং সেই অতিথিরই। আমি যেমনটি বলেছি, একটি কমিটি বক্তৃতার বিষয়বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ করে এবং বিভিন্ন বিষয়বস্তু প্রস্তাব করে আমার কাছে পাঠায় যার মধ্য থেকে সাত আটটি বিষয় আমি নির্ধারণ করে থাকি। তারপর সেগুলো বক্তাদের নিকট পাঠানো হয়। এরপর বক্তারা সেগুলো নিয়ে অনেক সময় ব্যয় করে প্রস্তুতি নেন বরং অনেকে এমনও আছেন যারা এক মাসের বেশি সময় ব্যয় করে নিজ বক্তৃতা তৈরি করেন আর অনেক পরিশ্রম করে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে একটি বিষয়ের মূল কথাগুলো উপস্থাপনের চেষ্টা করেন।

অতএব এই বিষয়টি প্রত্যেকের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, বক্তা এবং আলেমগণ এত সময় ব্যয় করে পরিশ্রমের মাধ্যমে যেসব বিষয় প্রস্তুত করেন তা যেন মনোযোগ দিয়ে শোনা হয় এবং মনেও রাখা হয়। আমি মনে করি কোন পুরুষ বা মহিলা এসব বক্তৃতার অর্ধেকও যদি মনে রাখে তবে নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক মানকে তারা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, প্রত্যেকের মনোযোগের সাথে বক্তৃতামালা শ্রবণ করা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, পূর্ণ মনোযোগ এবং অভিনিবেশ সহকারে শোন কেননা এটি ঈমানের বিষয়। এই ক্ষেত্রে আলস্য প্রদর্শন এবং উদাসীনতা মন্দ পরিণতি সৃষ্টি করে। যারা ঈমানের ক্ষেত্রে আলস্য প্রদর্শন করে এবং যখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় তখন তা মনোযোগের সাথে শুনে না, তা যত উচ্চাঙ্গের এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী বক্তৃতাই হোক না কেন, সেটি তাদের কোন উপকারে আসে না। তিনি (আ.) আরো বলেন, এদের সম্পর্কেই বলা হয়, তাদের কান আছে কিন্তু তারা শোনে না, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তারা বোঝে না বা অনুধাবন করে না। অতএব স্মরণ রেখো, যা কিছুই বর্ণনা করা হয় তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর কেননা, মনোযোগের সাথে না শুনলে যত দীর্ঘ সময়ই পুণ্যবান মানুষের সাহচর্যে থাক না কেন তাতে কোন উপকার সাধন হতে পারে না।

পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের তাবুতে একটি অংশ এমন রয়েছে যারা পেছনের দিকে বসে থাকে। তাদের সম্পর্কে কর্মীদের পক্ষ থেকে প্রতিবারই একটি অভিযোগ এসে থাকে, এই অভিযোগ যদি সত্য হয় তবে তাদের উচিত হবে এবছর যেন কর্মীরা সেই সুযোগ না পায়। জলসার কার্যক্রম খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং এই নিয়তে শুনুন যে, আমরা কেবল ক্ষণিকের জন্য কোন নতুন জ্ঞান লাভ করছি না বরং স্থায়ী জ্ঞান অর্জন এবং আধ্যাত্মিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য শোনা উচিত। এছাড়া এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যারা নিজেদের পছন্দনীয় বক্তা নির্বাচন করে থাকেন আর কেবল তাদের বক্তৃতা শোনার জন্যই জলসাগাহে আসেন, তাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি আমার জামাত এবং স্বয়ং নিজের জন্যও এটিই চাই এবং পছন্দ করি যে, কেবল বাহ্যিকভাবে বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতামালাই যেন পছন্দ না করা হয় এবং সমস্ত উদ্দেশ্য যেন এটি না থাকে যে, বক্তা কতইনা মন্ত্রমুগ্ধ বক্তৃতা করছেন আর তার ভাষা কতইনা উচ্চাঙ্গের। তিনি (আ.) বলেন, আমি প্রকৃতগত ভাবেই এ ধরণের কথা অপছন্দ করি বরং আমার স্বভাব এবং বৈশিষ্ট্যের দাবি হলো, যে কাজই করা হোক তা যেন আল্লাহ্ তা'লার জন্য হয়, যে কথাই হোক তা যেন আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে বলা হয় কেননা; এর অনুপস্থিতি মুসলমানদের অধঃপতন ও পরাজয়ের অন্যতম কারণ, নতুবা এত কনফারেন্স এবং সমাবেশ ও বৈঠক হয় আর সেখানে নামকরা বক্তারা তাদের বক্তৃতা করে, কবিরা জাতির দুর্দশা নিয়ে কবিতা পাঠ করে, তাহলে কেন এবং কি কারণে এসবের কোন প্রভাব পড়ে না? বরং জাতি দিনে দিনে অধঃপাতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আসল কথা হলো, এসব সমাবেশে আগমনকারী ব্যক্তিরা ইখলাস বা নিষ্ঠার সাথে এতে অংশগ্রহণ করে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জাগতিক মানুষের চিত্র এভাবেই অঙ্কন করেছেন যারা ধর্মীয় বিষয়ে বক্তৃতা করলেও জাগতিক খ্যাতি এবং সুনাম অর্জনই

তাদের মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। বরং তিনি (আ.) এক জায়গায় একথাও বলেছেন, এরূপ বক্তাদের অধিকাংশই এই আকাঙ্খা পোষণ করে না যে, আমাদের বক্তৃতা শুনে মানুষের হৃদয়ে প্রভাব পড়বে, তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এবং তা তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বরং বক্তৃতার সময় তাদের চিন্তা কেবল এটিই থাকে যে, মানুষ যেন তাদের প্রশংসা করে। অর্থাৎ এরূপ বক্তারা যেন বক্তৃতার সময় শ্রোতাদেরকে নিজেদের মা'বূদ বানিয়ে নেয় আর অংশগ্রহণকারীদের অবস্থাও তদ্রূপই হয়ে থাকে।

তিনি (আ.) বলেন, তারাও নিষ্ঠার সাথে তাতে অংশগ্রহণ করে না এবং কথাও শোনে না। যদি তারা নিষ্ঠার সাথে আসতো তবে তাদের ওপর একটি ভিন্ন ধরণের ইতিবাচক প্রভাব পড়তো। যাহোক আমাদের জলসায় বক্তাদের উদ্দেশ্যও এটি নয় আর শ্রোতাদের উদ্দেশ্যও এমন নয়। বিষয়ের গভীরতা অনুধাবন করে নিজের সংশোধন এবং উন্নতি সাধনের পরিবর্তে কেবল ক্ষণিকের জন্য আবেগ বৃদ্ধি করাও উচিত নয়। আমাদের মাঝে যদি কেউ এমন থেকে থাকে তাহলে তার নিজের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার সৌভাগ্য দান করেছেন। আমরা কেবল তখনই এই অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে পারব এবং সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারব যখন প্রতিটি কাজ নিষ্ঠার সাথে করব এবং একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে করব।

সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন এসব ছোট ছোট বিষয়ের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা কেবল এজন্য যে, দু'এক জনের দুর্বলতা যেন সবার চিন্তা-ধারায় রূপ না নেয়। গুটি কতক মানুষকে দেখে নতুন প্রজন্ম যেন এটি মনে না করে যে, জলসায় বসে কথা বলা এবং মনোযোগ না দেয়া বৈধ। এসব উদ্বৃতি উপস্থাপনের কারণ হল স্মরণ করানো এবং কোন দুর্বলতা থাকলে তা যেন সাথে সাথে দূর হয়ে যায়। যেমনটি আমি বলেছি, যাতে করে আমাদের নবাগতরা, আমাদের শিশুরা এবং আমাদের যুবকরা এ কথাগুলো নিজেদের দৃষ্টিতে রাখে যে, জলসার গুরুত্ব কতটুকু। এই জলসা যদি আমাদের জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব না ফেলে এবং মানবীয় দুর্বলতার দরুণ আমরা কতিপয় বক্তৃতা এবং বক্তাদের নিকট থেকে সম্পূর্ণ লাভবান হতে না পারি তবে তা চিন্তার কারণ। পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা বক্তাদের কথায়ও বরকত দিন যেন তারা শ্রোতাদের মন-মস্তিষ্কে বিষয়বস্তু এমন ভাবে প্রবেশ করাতে পারেন যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'লা এবং রসূলের কথা এবং প্রেম ও বিশ্বস্ততা সংক্রান্ত কথা, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কথা, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার কথা, মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তার প্রতি অনুগত হওয়ার কথা, এগুলো যেন মানুষের মন-মস্তিষ্কে ভালভাবে প্রবেশ করে এবং ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

অতএব জলসায় আগমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের হৃদয়ে এ কথা দৃঢ় করে নেয় যে, তাকে তিন দিনের জন্য জাগতিক বিষয়াদি ভুলে যেতে হবে এবং তা ভুলে গিয়ে নিজের ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক মানকে বৃদ্ধি করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন।

এখানে আমি জলসায় অংশগ্রহণকারী সবার দৃষ্টি এদিকেও আকর্ষণ করতে চাই যে, অতিথিদের সেবার জন্য যেসব কর্মি নির্বাচন করা হয়েছে পুরুষদের মাঝেও এবং মহিলাদের মাঝেও, বরং এটি বলা উচিত যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবা করার জন্য যারা এই দিনগুলোতে নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছেন, যাদের মাঝে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীও রয়েছে এবং এমন লোকের সংখ্যাও অনেক যারা ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরী করে। এছাড়া কতক লোক এমনও রয়েছেন যারা বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত আছেন, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার যে স্পৃহা তা এক স্কুল ছাত্র, এক শ্রমিক, এক ব্যবসায়ী, এক উচ্চ পদস্থ কর্মচারী মোটকথা সবাইকে এক কাতারে বা লাইনে নিয়ে এসেছে। তাই যেসব অতিথি কর্মীদের সাথে অসদাচরণ করে থাকে তাদের নিজ আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত এবং কর্মীদের সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। যদিও কর্মীদেরকে এই নসীহত করা হয় যে, আপনারা সর্বাবস্থায় ধৈর্য এবং উৎসাহের সাথে কাজ করবেন কিন্তু মানবীয় দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে কোন কোন কর্মকর্তা কঠোর জবাবও দিয়ে থাকেন। অতএব অতিথিদেরও উচিত কর্মীদের প্রতি সম্মান এবং মর্যাদা প্রদর্শন করা এবং এমন কোন আচরণ না করা যাতে বিবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

এরপর যেসব শিশু এবং যুবকরা সেবার প্রেরণা নিয়ে এখানে কাজ করতে আসে তারা যখন অতিথিদের খারাপ আচরণ দেখে তখন তাদের মাঝে এক প্রকার কুধারণার সৃষ্টি হয়। অ-আহমদী অতিথিরা যদি তাদের কোন অসুবিধার কথা বলে যা সাধারণত কেউ প্রকাশ করে না, তবে তা অবশ্যইআমলে নিতে হবে এবং আমাদের পূর্ণ চেষ্টা করা উচিত যেন তাদের কষ্টের পরিবর্তে আরাম এবং সুযোগ সুবিধা প্রদান করা যায়।

কিন্তু যারা আহমদী তারা যদিও এক হিসেবে অতিথি তবুও কেবল অতিথি সেজে থাকা তাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। তারা তো জলসার মাধ্যমে

কল্যাণমন্ডিত হতে আসে এবং যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, এই মন-মানসিকতা নিয়েই তাদের আসা উচিত যে, থাকার জায়গায় অথবা খাবারের সময় যদি কোন সমস্যা হয়, অনেকেই এখানে থাকেও না, তাদের আসা-যাওয়াতে, পার্কিংয়ের সময় যদি কোন সমস্যা হয় তবে তা উদারতার সাথে সহ্য করা উচিত।

গত জুমুআতেও আমি এ কথা বলেছি যে, এখানে সব আয়োজনই ক্ষণস্থায়ী বা সাময়িক। এখানে কিছুদিনের জন্য পূর্ণ একটি শহর গড়ে তোলা হয় এবং কিছুদিনের মধ্যে তা গুটিয়েও ফেলতে হয় আর কর্মীরা সবাই মিলে এই কাজটি করে থাকেন। তাই যেখানে সবকিছুর ব্যবস্থাই সাময়িকভাবে করা হয় সেখানে কিছু না কিছু কষ্ট তো হবেই। যতই চেষ্টা করা হোক না কেন তারপরও আয়োজনের ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি থেকেই যায় যা কেবল কোন স্থায়ী জায়গাতেই হওয়া সম্ভব।

আমাকে জানানো হয়েছে, গত বছর জলসায় অংশগ্রহণকারী একজন মহিলা বলেছেন, তাবুতে শিতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকা উচিত কেননা আবহাওয়া অনেক গরম থাকে। এটি আমার জানা আছে আর আয়োজকরাও একথা জানে যে, এর ব্যবস্থা হওয়া উচিত কিন্তু এখানে এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন কাজ। যদি পরিস্থিতি তেমন হয় তবে দরজা খুলে দেয়া যেতে পারে, যাতে বাতাস আসে। এটি একটি সাধারণ ব্যাপার। এছাড়া ফ্যানের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। যাহোক এটি একটি সাধারণ বিষয়। কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেক সময় ফ্যানের ব্যবস্থা করাও কঠিন হয়ে যায়। এছাড়া খরচের ব্যাপারটিও দৃষ্টিতে রাখতে হয়। রাবওয়াতে যখন জলসা হতো অথবা কাদিয়ানে যখন জলসা হয় তখন শীতকালে খোলা মাঠে তা হয়ে থাকে।

কখনো কখনো বৃষ্টিতে ভিজেও মানুষ বসে বসে জলসা শুনে থাকে এবং শীতও সহ্য করে। তাই জলসায় অংশগ্রহণকারীদের যদি এরকম ছোটখাট কোন কষ্ট সহ্য করতে হয় বা গরম সহ্য করতে হয় তবে তা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার এ ধরণের লোক যারা বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা ব্যক্ত করে তাদের সম্বন্ধে বলেন যে, দেখ! কোন অতিথি যদি এজন্য এখানে আসে যে, এখানে সে আরাম পাবে, ঠান্ডা শরবত খেতে পারবে অথবা সুস্বাদু খাবার দেয়া হবে, তবে সে নিতান্তই বাহ্যিক জিনিসের জন্য এসে থাকে। যদিও অতিথি সেবকদেরও এটি দায়িত্ব যে, যতদূর সম্ভব আতিথেয়তায় যেন কোন ঘাটতি না থাকে এবং অতিথিদের জন্য যেন যথাসম্ভব আরামের ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু অতিথিদের এমন ধারণা নিয়ে আসা তাদের জন্যই ক্ষতির কারণ। অতিথিদের উচিত সুযোগ সুবিধা যেমনই থাকুক না কেন আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এবং প্রত্যেক বিভাগের কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যারা দিনরাত এক করে আতিথেয়তার চেষ্টা করছে। আর জলসার এই তিন দিনে অতিথিদেরও এই চেষ্টায় রত থাকা উচিত যে, তারা কীভাবে খোদার সন্তুষ্টির উপকরণ কুড়াবো। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যাচনা ও কৃপা কামনা করে, প্রত্যেক মন্দ কাজ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে প্রতিটি দিন অতিবাহিত করা উচিত।

মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবস্থান করতঃ অথবা সাময়িক অবস্থানরত অবস্থায় এই দোয়া করে যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার পূর্ণাঙ্গীন আদেশের আশ্রয়ে আসছি এবং সকল মন্দ বিষয় থেকে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় চাইছি, এমন লোকের সেই আবাসস্থল ছেড়ে যাওয়া অথবা যদি অস্থায়ী আবাস হয়ে থাকে তাহলে সেখান থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত কোন জিনিসই ক্ষতি সাধন করবে না।

এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যারা নিজেদের পছন্দনীয় বক্তা নির্বাচন করে থাকেন আর কেবল তাদের বক্তৃতা শোনার জন্যই জলসাগাহে আসেন, তাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি আমার জামা'ত এবং স্বয়ং নিজের জন্যও এটিই চাই এবং পছন্দ করি যে, কেবল বাহ্যিকভাবে বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতামালাই যেন পছন্দ না করা হয় এবং সমস্ত উদ্দেশ্য যেন এটি না থাকে যে, বক্তা কতইনা মন্ত্রমুগ্ধ বক্তৃতা করছেন আর তার ভাষা কতইনা উচ্চাঙ্গের।

তাই এ দিনগুলোতে বিশেষভাবে দোয়া করতে থাকা উচিত। পৃথিবীতে বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে এটি অনুমান করা খুব দুষ্কর যে, কখন কোন দুষ্কৃতকারী কোন অনিষ্ট করে বসে। অনেক যালেম ষড়যন্ত্রকারী নিজেদের ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে তা থেকে রক্ষা করুন। এছাড়া রোগ-ব্যাধি এবং অন্যান্য কষ্টও রয়েছে। অনেকে শিশুদেরকে সাথে নিয়ে এসেছে আর তাদের অধিকাংশ এক প্রকার বিশেষ আবেগ ও উচ্ছাস নিয়ে এসেছে। কিন্তু এই শিশুদের জন্য মৌসুম বা আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে অনেক কষ্ট হয়। আর এ দিনগুলোতে যারা আগমন করছে তারা বাচ্চা-কাচ্চা থাকা সত্বেও কোন ভ্রুক্ষেপ করে না, অথচ বাচ্চারা খুবই কোমল প্রকৃতির হয়ে থাকে, তারা যে কোন ধরণের কষ্টের সম্মুখীন হতে পারে। তাই দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন সব ধরণের কষ্ট এবং অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা করেন। অতএব সব ধরণের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আমাদের দোয়া করতে হবে। আর সবার এ কথাও জানা আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করাও আবশ্যক, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর আমল করাও আবশ্যক।

অতএব, এই দিনগুলোতে এ দৃষ্টিকোণ থেকেও নিজেদের জীবনকে ঢেলে সাজান। আর শুধু এই দিনগুলোতেই নয় বরং এই যে অভ্যাস সৃষ্টি হবে একে জীবনের স্থায়ী অংশ বানিয়ে নিন। আমি যারা শিশুদের নিয়ে এসেছেন তাদের কথা বলছিলাম। আমি জানতে পেরেছি রাতে অনেকেই এসেছেন আর আয়োজকদের কাছে বিছানা-পত্র ও তোষক ইত্যাদির ঘাটতি ছিল এ কারণে অনেক ছোট শিশুরও বেশ কষ্ট হয়েছে। অনেকেই বাচ্চাদেরকে নিজেদের সাথে নিয়ে আসা কম্বল ইত্যাদি দিয়ে মুড়িয়ে রেখেছেন। আবেগ উদ্দীপনার কারণে মানুষ নিজেদের ছোট ছোট শিশুকেও সাথে নিয়ে আসেন, ৯/১০ মাসের বাচ্চা অথবা ১/২ বছরের শিশুরাও সাথে এসেছে আর তাদের থাকার ব্যবস্থা ঐ ট্যান্ট বা মার্কির মধ্যেই করা হয়।

তাদেরকে যদি বলা হয় যে, এখানে যথাযথ ব্যবস্থা নেই, প্রচন্ড শীত, তাই অন্য কোথাও চলে যান তখন তারা একথাই বলে যে, না, আমরা তা সহ্য করতে পারবো, আর আমাদের শিশুরাও সহ্য করতে পারবে। আমরা এখানেই রাত্রি যাপন করব যেন জলসার পরিবেশ থেকে ষোল আনা কল্যাণমন্ডিত হতে পারি। তাই এমন লোক যারা আরাম আয়েশের কথা বলে থাকে তাদের বিপরীতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অধিকাংশ আহমদী এমনও আছে যারা বলে যে, আমরা জলসা শোনার জন্যই এসেছি, এমন ছোট-খাট কষ্ট কোন বিষয়ই নয়, যদি সহ্য করতে হয় আমরা অবশ্যই সহ্য করব। তারা খুবই দৃঢ় মনোবলের অধিকারী আর সন্তানদেরও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী বানাতে চায়।

বস্তুত এরা এমন অতিথি যারা রহমত সাথে নিয়ে আসে আর এমন অতিথিদের কারণেই আল্লাহ্ তা'লা অতিথি সেবকদের কাজও সহজ করে দেন। যেমনটি আমি বলেছি, রাতে অনেকের কষ্ট হয়েছে, আমি আশা করি গত রাতে যে কষ্ট হয়েছে আর তোষক এবং বিছানাপত্রের যে ঘাটতি ছিল অথবা অতিথিরা অন্যান্য যেসব কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, আজ রাতে আয়োজকরা সেগুলোর সামাধান করবে। আর অতিথিরা গতকাল যে কষ্ট পেয়েছেন আশা করি আজ ইনশাআল্লাহ্ তা'লা সেই কষ্ট আর তাদের হবে না।

জলসায় অংশগ্রহণকারীরা এ বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখবেন যে, নামাযের সময়গুলোতে সঠিক সময়ে এসে বসবেন যাতে শেষ সময়ে আসার কারণে হট্টগোল না হয় আর খাবারের কারণে যদি বিলম্ব হয় তাহলে খাবার খাওয়ানোর দায়িত্বে যারা নিয়োজিত তারা যেন জলসাগাহ্-র ব্যবস্থাপনা অথবা যাদের ওপর নামাযের দায়িত্ব রয়েছে তাদেরকে অবহিত করে দেয় যে, এখনও অতিথিদের খাবার খাওয়া শেষ হয়নি, নামাযের জন্য ১০/১৫ মিনিটি অপেক্ষা করা হোক, আর আমাকেও বিষয়টি অবগত করুন। আর তাদের জন্য যেন অপেক্ষা করা হয়। আমার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ব্যস্ততার কারণে কয়েক মিনিট দেরী হয়ে যায়, আবার অনেক সময় এর চেয়ে বেশিও হয় যখন বাহিরে থেকে অ-আহমদী অতিথিরা সাক্ষাতের জন্য আসেন কিন্তু এ সত্ত্বেও আমি দেখি যে, আমার আসার পরেও এবং নামায শুরু হয়ে যাওয়ার পরেও একটি বড় সংখ্যায় মানুষ ভেতরে আসতে থাকে।

অতএব অতিথিদেরও এবং তরবীয়ত বিভাগের লোকদেরও এ দিকে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক কেননা; তাদের বিলম্বে আসার কারণে আর কাঠের মেঝে হওয়ার কারণে শব্দ হতে থাকে। এই শব্দ যতটুকু দূর করা সম্ভব তা করা হচ্ছে কিন্তু তারপরও শব্দ হচ্ছে। তাই যদি প্রথমেই আসেন আর দোয়া এবং যিকরে ইলাহীতে রত থাকেন তাহলে এর তো একটি সওয়াব রয়েছেই আর আল্লাহ্ তা'লা তো প্রত্যেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজেরও পুরস্কার দিয়ে থাকেন। এছাড়া মসজিদে অপেক্ষারত থাকারও একটি পুণ্য রয়েছে, তাই এই পুণ্যকে নষ্ট করা উচিত নয় আর অযথা বাইরে ঘোরা-ফেরার পরিবর্তে এবং এখানে সেখানে কথা-বার্তায় মগ্ন হওয়ার পরিবর্তে এটাই হলো এই তিন দিনের সঠিক ব্যবহার। আর আমি যখন চলে আসি এবং নামায শুরু হয়ে যায় আর এরপরে যদি অন্যদের আসা শুরু হয় তাহলে আমি যেমনটি বলেছি, ঐ সময় কাঠের মেঝের শব্দের কারণে মুসল্লীদের নামাযে ব্যাঘাত ঘটে।

একইভাবে নামাযের সময় ও জলসার সময় নিজেদের ফোন বন্ধ রাখুন অথবা

জলসায় আগমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের হৃদয়ে এ কথা দৃঢ় করে নেয় যে, তাকে তিন দিনের জন্য জাগতিক বিষয়াদি ভুলে যেতে হবে এবং তা ভুলে গিয়ে নিজের ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক মানকে বৃদ্ধি করতে হবে।

রিংটোন বন্ধ রাখুন। যদি কেউ মনে করেন যে, আমার কোন গুরুত্বপূর্ণ ফোন আসতে পারে তাহলে অন্ততপক্ষে রিংটোন বন্ধ করে নিন। এ বছর আয়োজকরা এখানে মোবাইলের ভালো ব্যবস্থা করেছে আর তাদের দাবি হলো, এখানেও সেভাবেই সিগনাল পাওয়া যাবে যেভাবে শহরে পাওয়া যায়। তাই তাদের একথা শুনে অনেকেই হয়তো তাদের সিম লাগিয়েছেন। আর এ কারণে এমনটি যেন না হয় যে, এখানে বিশেষ সুবিধার জন্য যে আয়োজন সহজলভ্য করা হয়েছে তার ফলে জলসার সময়ে সব ফোনের রিংটোন বাজতে থাকবে আর নামাযের সময়ে অন্যদের ব্যাঘাত ঘটবে, ফলে আরেকটি নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে।

একইভাবে জলসায় অংশগ্রহণকারী যারা নিজেদের গাড়ীতে করে এসেছেন তাদের এদিকেও খেয়াল রাখা উচিত যে, তারা যেন ট্রান্সপোর্ট বিভাগের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে যাতে ব্যবস্থাপনার কোন ধরণের কষ্ট না হয়। এ বছর আয়োজকরা চেষ্টা করেছে পার্কিংয়ের জন্য যে ব্যবস্থা রয়েছে সেটাকে আরো উন্নত করার।

কিন্তু ব্যবস্থাপনা তখনই উত্তম হতে পারে যখন লোকেরা তাতে সহযোগিতা করে। অতএব যেকোন ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম হওয়ার জন্য জলসায় আগমণকারীদের সহযোগিতা আবশ্যক। স্ক্যানিং বিভাগকে পূর্ণ সহযোগিতা করুন। এসব ব্যবস্থাপনা জলসায় অংশগ্রহণকারীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তার জন্যই করা হয়ে থাকে। জামাতে আহমদীয়ার অনিন্দ্য সুন্দর বৈশিষ্ট্যই হল, প্রত্যেক আহমদী ব্যবস্থাপনার অংশ, তা সে কর্মী হোক অথবা এক সাধারণ মানুষ যে জলসায় অংশগ্রহণের জন্য এসেছে। অতএব, বিশেষভাবে পার্কিং ও স্ক্যানিং-এর জায়গা এবং জলসাগাহে সব সময় সবার সতর্ক এবং চৌকস থাকা আবশ্যক ও চারপাশে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যেখানেই কোন অস্বাভাবিক জিনিস দেখবেন অথবা কোন অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড দেখবেন তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনাকে সে সম্পর্কে অবহিত করুন আর নিজেও সতর্ক হয়ে যান।

কিন্তু কোন অবস্থাতেই উদ্বিগ্ন বা ভীত হওয়া উচিত নয়। যারা নিজেদের প্রাইভেট তাবুতে অথবা সমষ্টিগত আবাসস্থলের মার্কীতে রয়েছেন তারা এই বিষয়টিও খেয়াল রাখবেন যে, নিজেদের মূল্যবান জিনিস-পত্র ও টাকা পয়সা ইত্যাদি নিজেদের সাথে রাখুন। বিশেষভাবে মহিলারা স্মরণ রাখবেন, নিজেদের অলংকার ইত্যাদি যা রয়েছে তা পরিধান করে থাকুন। প্রথমত জলসাতে অলংকার ইত্যাদি নিয়ে আসাই উচিত নয়। এখানে ধর্মীয় পরিবেশে দিন অতিবাহিত করার জন্য এসেছেন, কোন জাগতিক অনুষ্ঠানের জন্য আসেন নি। তাই যারা এসব নিয়ে এসেছেন তাদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত আর যারা প্রতিদিন আসবেন তারাও এই বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখবেন। নিজেদের জামা কাপড় ও অলংকারাদীর পরিবর্তে নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত।

জলসার এই দিনগুলোতে কোন কোন বিভাগ তাদের বিভাগের পক্ষ থেকে প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করেছে। যেমন ইতিহাস এবং আর্কাইভ বিভাগ রয়েছে, তারা নিজেদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। অনুরূপভাবে রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন পুরনো কপি ও হযরত ঈসা (আ.)-এর কাফনের বরাতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে, যেভাবে গত বছরও তারা করেছিল, এ বছর হয়তো তাদের ব্যবস্থা আগের চেয়েও ভালো হবে। এই উভয় প্রদর্শনী নিজ নিজ গণ্ডিতে বড় তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে, এটি থেকেও লাভবান হওয়ার চেষ্টা করুন। আমি পুনরায় বলছি, এই দিনগুলোতে দোয়ার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিন। নামায এবং নফল ছাড়াও যিকরে ইলাহী এবং দরুদ শরীফ পাঠ করা এবং অন্যান্য দোয়ায় রত থেকে সময় অতিবাহিত করুন।

আল্লাহ্ তা'লা এই জলসাকে সবদিক থেকে আশিসমণ্ডিত করুন, আমাদের সবার দোয়া গ্রহণ করুন এবং সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(২৭তম কিস্তি)

এক্ষেত্রে এ-ও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, দেহসহ মসীহ্ (আ.)-এর আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া বস্তুতপক্ষে তাঁর দেহসহ আকাশে ওঠা সংক্রান্ত মূল বিষয়ের শাখা বিশেষ। কাজেই হযরত মসীহ্ ইহজীবনে প্রদত্ত দেহ সহকারেই আকাশ হতে অবতীর্ণ হবেন– এ বিতর্কটিও হযরত মসীহ্‌র দেহসহ আকাশে উত্থিত হওয়া সংক্রান্ত দ্বিতীয় বিতর্কটির শাখাস্বরূপ হবে। বিষয়টি যখন এ রকমই সাব্যস্ত হলো, তখন প্রথমত সেই আকিদা বা বিশ্বাসটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার, যেটি মূল বা আসল বলে নির্ধারিত হয়েছে, সেটি কতটুকু কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত। কেননা মূল বা আসলটির যদি যথাযথ মীমাংসা হয়ে যায় তাহলে এর শাখাটি মানতে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হবে না। কমপক্ষে সম্ভাব্যতাস্বরূপ হলেও আমরা গ্রহণ করে নিতে পারবো যে, কোনো ব্যক্তির পক্ষে যখন মাটির দেহসহ আকাশে ওঠে যাওয়া প্রমাণিত হয়েছে তখন সে-দেহ সহকারেই ফিরে আসা তার পক্ষে কী বা কঠিন হবে?! কিন্তু আসল বিতর্কটি যদি পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হতে না পারে, বরং বাস্তব বিষয় যদি এর বিপরীত প্রমাণিত হয় তাহলে আমরা শাখা বিশেষটিকে কোনো ভাবেই স্বীকার করে নিতে পারি না। যদি শাখা বিশেষটির সমর্থনে কিছু হাদীসও থেকে থাকে তবু আমাদের ওপর অবশ্য-কর্তব্য বর্তাবে যেন আসলের সঙ্গে সেগুলোকে সমন্বয় দিতে চেষ্টা করি। আসলটির পরিপ্রেক্ষিতে ওই হাদীসগুলো যদি বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে ধরা না যায় তাহলে আমাদের অবশ্যকর্তব্য হবে, সেগুলোকে রূপক ও উপমামূলক (বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত) বলে গণ্য করি এবং হযরত মসীহ্‌র অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে কোনো 'মসীহ্ সদৃশ' পুরুষের আগমন স্বীকার করি। যেমন স্বয়ং হযরত মসীহ্ (আ.) এলিয়া নবীর সম্পর্কে স্বীকার করেছিলেন (যে, ইয়াহিয়া নবী 'এলিয়া-সদৃশ' হয়ে প্রেরিত হয়েছেন)। অথচ ইহুদীদের এ বিষয়ের ওপরই সর্বসম্মত ঐকমত্য ছিল এবং এখনও আছে যে, এলিয়া আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন।

স্মরণ রাখা আবশ্যক, এলিয়া নবীর আকাশে যাওয়া, আর আকাশ থেকে কোনো যুগে অবতীর্ণ হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীরূপে একটি প্রতিশ্রুতি ছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদীদের আকিদা বা বিশ্বাস এ যাবৎ এটাই যে, হযরত এলিয়া দেহসহ জীবিতাবস্থায় আকাশে উত্থিত হয়েছিলেন এবং আখেরী যুগে তিনি সেই দেহসহ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন। সুতরাং এলিয়ার সশরীরে আকাশে যাওয়া (তৌরাতের) 'রাজাবলী-২, অধ্যায়-২, ১১তম শ্লোকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অতঃপর তাঁর অবতীর্ণ হবার প্রতিশ্রুতি মালাকী নবীর সহীফার ৪র্থ অধ্যায় পঞ্চম শ্লোকে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে দেওয়া হয়েছে। সে-অনুযায়ী ইহুদী এখনও অপেক্ষমান রয়েছে। আর হযরত মসীহ্ যে হযরত ইয়াহিয়ার সম্পর্কে বলেন, "এলিয়া যাঁর আগমনের কথা ছিল তিনি এ ব্যক্তিই অর্থাৎ ইয়াহিয়াই সে আগমনকারী"– মসীহ্‌র এ বাণী সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদীদের সম্মিলিত অভিমত বা বিশ্বাসের পরিপন্থী ছিল। এ কারণেই তারা মসীহ্‌কেও গ্রহণ করেনি এবং ইয়াহিয়াকেও গ্রহণ করেনি। কেননা তারা তো আকাশ পানে তাকিয়েছিল, কখন এলিয়া নবী ফিরিশ্‌তাদের কাঁধে ভর করে নেমে আসেন।

বস্তুত তারা (ঈমান আনার পথে) এসব কঠিন বাধাবিপত্তিরই সম্মুখীন হয়েছিল। কেননা এভাবে এলিয়ার অবতীর্ণ হওয়ার ওপর তাদের 'ইজমা' তথা সর্বসম্মত অভিমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর রাজাবলী ও মালাকীর সহীফাদ্বয়ের ভাষ্যসমূহ আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী এরই প্রমাণ বহণ করছিল। অতএব তারা উল্লিখিত পরীক্ষায় পড়ে হযরত ইয়াহিয়াকে গ্রহণ করেনি। বরং হযরত মসীহ্‌র নবুওতেরও অস্বীকারকারী হয়ে যায়। কেননা তাদের কিতাবসমূহে লেখা ছিল, (প্রতিশ্রুত) মসীহ্‌র আগমনের পূর্বে আকাশ থেকে এলিয়ার অবতরণ

আবশ্যিক ছিল। অতএব আকাশ থেকে যেহেতু এলিয়ার অবতরণ সেভাবে সংঘটিত হয়নি যেভাবে তারা নিজেদের হৃদয়পটে চিত্র অঙ্কন ও নির্ধারণ করেছিল। সেহেতু বাহ্যিকতা ও আক্ষরিকতার ধ্বজা-ধারিত্বের শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে দু'জন সত্য নবীর নবুওয়তের প্রত্যাখ্যানকারী হতে হলো অর্থাৎ হযরত মসীহ্ ও হযরত ইয়াহিয়ার। ইহুদীগণ যদি বাহ্যিকতার ধ্বজাধারী হওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে তৌরাতের রাজাবলী ও মালাকির ভাষ্যগুলোকে 'ইস্তিয়ারা ও মাজায' তথা রূপকতা ও উপমামূলক ধারায় অর্থ গ্রহণ করতো তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে একজন ইহুদীও পরিদৃষ্ট হতো না। সবাই তারা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হতো। কেননা রাজাবলী ও মালাকি সহীফাদ্বয়ে এলীয়া নবীর পুনরাগমন দ্বারা প্রকৃতপক্ষে এটাই বোঝানো হয়েছিল যে, প্রতিবিম্ব ও রূপক অস্তিত্বাকারে তিনি পুনরায় আসবেন যদ্বারা ইয়াহিয়ার আগমন বুঝানো হয়েছিল যিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর দিক দিয়ে এলিয়ার সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি ছিলেন। কিন্তু ইহুদীগণ তাদের দুর্ভাগ্য ও অযোগ্যতার কারণে এ সকল আধ্যাত্মিক অর্থের দিকে দৃষ্টি দেয়নি এবং বাহ্যিকতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে একটু ভেবে দেখুন, হযরত ইয়াহিয়াকে গ্রহণ করার পথে ইহুদীগণ যেসব কঠিন পরীক্ষাস্বরূপ বাধার সম্মুখীন হয়েছিল, আমাদের মুসলমান ভ্রাতাগণ কখনও সে রকম কোনো বাধার সম্মুখীন নয়। কেননা তৌরাতের 'রাজাবলী'-২, ২য় অধ্যায়ে পরিষ্কার ভাষায় এখনও লেখা রয়েছে যে, এলিয়া নবী সশরীরে আকাশের দিকে উত্থিত হয়েছিলেন আর তাঁর চাদর ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়েছিল। এরপর মালাকি, ৪র্থ অধ্যায়, ৫ম শ্লোকে একই ভাবে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে দুনিয়ায় তিনি পুনরায় আসবেন এবং মসীহ্‌র জন্য পথ প্রস্তুত করবেন। কিন্তু আমাদের ভাই মুসলমানগণ এ যাবতীয় কঠিন জটিলতা থেকে একেবারে মুক্ত। কেননা কুরআন করীমে সশরীরে ওঠানোর কোন ইঙ্গিতও নেই। বরং মসীহ্‌র মৃত্যুবরণের সুস্পষ্ট উল্লেখ ও অতি প্রাঞ্জল বর্ণনা রয়েছে। যদিও কিছু হাদীসের ভিত্তিহীন রিওয়ায়াত বা বর্ণনাগুলোতে বিচ্ছিন্ন সনদ সূত্রে পরস্পর বিরোধী বিষয়াবলী ভরা বিষয়বস্তু কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সাথে এ সকল হাদীসেই হযরত মসীহ্‌র মারা যাওয়ার স্পষ্ট বর্ণনাও রয়েছে। এখন এটা স্পষ্ট যে, স্ববিরোধ সত্ত্বেও অযৌক্তিক অংশের দিকে মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজনই-বা কী?! যেখানে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সেই পথও খোলা দেখতে পাওয়া যায় যাতে শরীয়ত ও যুক্তির দিক থেকে কোনো আপত্তির লেশমাত্রও নেই অর্থাৎ মসীহ্‌র মৃত্যুবরণ ও তাঁর আত্মার উত্থিত হওয়ার সুগম পথটি আমরা কেন গ্রহণ করবো না যে দিকে কুরআন করীমের 'বাইয়্যেনাত' তথা উজ্জ্বল যুক্তি-প্রমাণ ও নির্দেশাবলী জোর দিচ্ছে?

আমরা এলিয়া নবীর ঊর্ধগমন ও অবতরণ সম্পর্কিত বৃত্তান্তটি এখানে এ উদ্দেশ্যে সবিস্তারে তুলে ধরেছি, যাতে আমাদের ভাই মুসলমানগণ একটু গভীরভাবে চিন্তা করেন, যে মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের জন্য তারা লড়তে-মরতে উদ্যত, তিনিই এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং সে সিদ্ধান্তেরই কুরআন করীমও সত্যায়ন করেছে। আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া যদি সেইভাবে জায়েজ বা বৈধ নয় যেভাবে এলিয়ার অবতীর্ণ হবার কথা হযরত মসীহ্ বর্ণনা করেছেন তাহলে তো হযরত মসীহ্ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী নন, বরং নাউযুবিল্লাহ্ মসীহের নবুওয়তের সত্যায়ণকারী কুরআন করীমের ওপরও আপত্তি আরোপ হয়! এখন হযরত মসীহকে যদি সত্যনবী বলে মানতে হয় তাহলে তাঁর দেয়া সিদ্ধান্তকেও মানা আবশ্যক।

জোরজবরদস্তিমূলক ভাবে এটা বলা উচিত নয় যে, এ যাবতীয় সব কিতাবই প্রক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত। নিঃসন্দেহে ও নিশ্চিতভাবে এই সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলোর সঙ্গে প্রক্ষেপের কোনো সম্পর্ক নেই। আর তাই উভয়পক্ষ ইহুদী ও খৃষ্টানগণ এই সব ভাষ্য ও বর্ণনার সভ্যতায় বিশ্বাসী ও সমর্থনকারী। তদুপরি আমাদের 'ইমামুল-মুহাদ্দিসীন' তথা শ্রেষ্ঠ হদীসবিদ হযরত ইসমাঈল (রহ.) তাঁর প্রণীত ও সংকলিত সহীহ্ বুখারীতে এ-ও লিখেছেন যে, এসব কিতাবে শব্দগত কোনো 'তাহ্‌রীফ' বা প্রক্ষেপ নেই।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে নতুন সংযোজন করা হচ্ছে যে, এখন থেকে সকল আহমদী সদস্য যারাই লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক তারা প্রকাশক ও সম্পাদক বরাবর লেখা পাঠাবেন। সেক্ষেত্রে নিম্ন ঠিকানায় লিখতে হবে।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক ও সম্পাদক
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

জুমুআর খুতবা

বর্তমান পরিস্থিতিতে আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের করণীয়

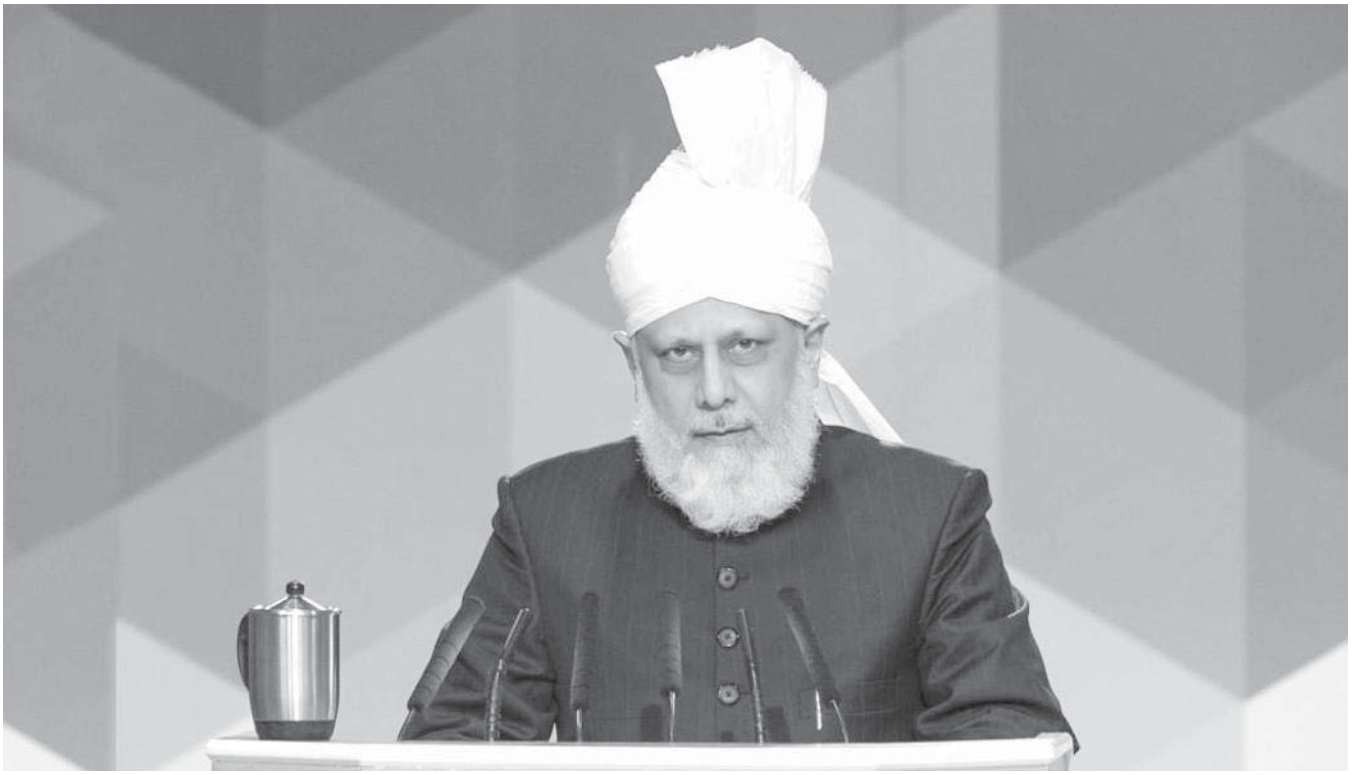

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৫ই এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কুরআন পবিত্র কুরআনে নামায পড়ার প্রতি বেশ কয়েক স্থানে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। কোথাও নামাযের হিফাযত বা সুরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কোথাও নিয়মিত নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে আবার কোন স্থানে সময়মত নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে, আর এর জন্য নির্দিষ্ট সময়েরও উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এই হলো নামাযের সময় যা একজন মু'মিনকে মেনে চলার বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। এক কথায় নামায কায়েম এবং নামাযের আবশ্যকতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বারবার একজন মু'মিনকে নসীহত করেছেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যা বলেছেন তাহলো মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো ইবাদত।

যেমন তিনি বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝

(সূরা আয্-যারিয়াত: ৫৭) অর্থাৎ জ্বিন এবং মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো ইবাদত করা। কিন্তু মানুষ এই উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করে না এবং এটি থেকে দূরে পড়ে আছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য যা নির্ধারণ করেছেন তা হলো তোমরা খোদার ইবাদত কর। কিন্তু যারা এই মৌলিক ও প্রকৃতিগত উদ্দেশ্যকে

বিসর্জন দিয়ে পশুর মত কেবল পানাহার এবং নিদ্রাকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে তারা খোদার কৃপা থেকে বঞ্চিত হয় এবং খোদার ওপর তাদের আর কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না।" অতএব বিশ্বাস বা ঈমানের দাবীদার এক ব্যক্তিকে পুরো চেষ্টা এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে এই লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হওয়া উচিত যেন সে খোদার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে পারে, খোদার কৃপাবারি লাভ করতে পারে। আর ইবাদতের এই উদ্দেশ্য কীভাবে সাধিত হতে পারে? এর জন্য ইসলাম আমাদেরকে পাঁচবেলা নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,"ইবাদতের প্রাণ হলো নামায"। অতএব এই লক্ষ্য অর্জন করার মাধ্যমেই আমরা ইবাদতের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা এ যুগের ইমামকে গ্রহণ করেছি বা মেনেছি, যিনি আমাদেরকে ইবাদতের সঠিক রীতি-পদ্ধতি শিখিয়েছেন, ইবাদতের সত্যিকার প্রজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য শিখিয়েছেন, আমাদেরকে এটিও শিখিয়েছেন যে, ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য কি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে তিনি বারংবার নামাযের প্রতি নিজ জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন, এর খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করেছেন, এর উদ্দেশ্য, প্রজ্ঞা এবং প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করেছেন, যেন আমরা নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করে সুন্দরভাবে ও সুচারুরূপে নামায পড়তে পারি।

এখন আমি এই প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। অনেক সময় চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার কারণে বা রাত অতি সংক্ষিপ্ত বা স্বল্প দৈর্ঘ হওয়ার কারণে ফজরের নামাযের বেলায় আলস্য হয়ে যায়। সচরাচর যোহর আসরের নামায মানুষ হয়তো জমা করে বা অনেককে আমি দেখেছি যারা কাজের চাপের কারণে নামাযই পড়ে না। অতএব চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া হোক বা রাতের ঘুম পূর্ণ না হোক বা কাজের ব্যস্ততাই হোক না কেন এসব কারণে মানুষ হয়তো নামায ছেড়ে দেয় বা অনেকেই এমনও আছে যারা বলে, আমরা তিন বেলার নামায জমা করি বা করেছি।

আজকাল এসব দেশে খুব দ্রুত নামাযের সময় এগিয়ে আসছে। পূর্বের চেয়ে এখন ফজরের নামাযে এক বা দেড় সারি কমে গেছে বা কমতে আরম্ভ করেছে। কিছু মানুষ যারা বাহির থেকে এসেছে বা আসে তাদের কারণে হয়তো কখনও কখনও সংখ্যা বেড়ে যায় কিন্তু স্থানীয়দের এ বিষয়ে মনোযোগ দেয়া উচিত, অর্থাৎ যারা মসজিদের আশেপাশে বসবাস করেন বা যাদের হালকা এটি (তাদের)। আপনারা রীতিমত আপনাদের মসজিদে বা নামায সেন্টারে নামাযের জন্য যাবেন, বিশেষ করে ফজরের নামায পড়ার জন্য। শুধু এখানেই নয় বরং বিশ্বের সব দেশেই মসজিদ আবাদ করার চেষ্টা থাকা চাই। বিশেষ করে ওহদাদার এবং জামাতের কর্মকর্তা-কর্মচারী আর ওয়াকেফে যিন্দেগীগণ যদি এর প্রতি মনোযোগী হয় তাহলে নামাযে উপস্থিতি অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। রীতিমত এবং যথাযথভাবে নামায পড়া এবং নামায কায়েম করা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক বৈঠকে বলেন,

"নামায রীতিমত আবশ্যকীয় দায়িত্ব হিসেবে কায়েম কর। অনেকেই শুধু এক বেলার নামায পড়ে। স্মরণ রাখা উচিত, নামায থেকে ছুটি পাওয়া যায় না বা নামায মাফ হয় না, এমনকি নবীদের নামাযও মাফ করা হয়নি। এক হাদীসে এসেছে, একটি নতুন জামাত মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে এবলে নিজেদের নামায মাফ করাতে চেয়েছিল যে, আমাদের ব্যস্ততা আছে, কাজের চাপ অনেক বেশি তাই আমাদের নামায মাফ করা হোক। তিনি (সা.) বলেন, যে ধর্ম আমল বা কর্মশূন্য সেটি কোন ধর্মই নয়। তাই এ কথা ভালোভাবে স্মরণ রাখ এবং নিজেদের আমল বা কর্মকে আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা বা নির্দেশের অধিনস্ত কর। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মাঝে এটিও একটি নিদর্শন যে, আকাশ এবং পৃথিবী তাঁর নির্দেশেই নিজ নিজ জায়গায় বিদ্যমান।

প্রকৃতিবাদী স্বভাবের মানুষরা অনেক সময় বলে, প্রকৃতি পূজারী ধর্মই অনুসরণের যোগ্য কেননা; স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নীতিসমূহ যদি অনুসরণ না করা হয় তাহলে তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা অর্জনে কী লাভ? বস্তুবাদী মানুষ বলে, থাকে যে, জাগতিক এবং প্রাকৃতিক অনেক নিয়ম-নীতি রয়েছে, সেগুলো অনুসরণ করা উচিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি আছে যে, এই এই জিনিসগুলো মেনে চলতে হবে, এগুলো যদি মেনে না চল , যদি স্বাস্থ্য বজায় না থাকে, তাক্বওয়া এবং পবিত্রতাও বজায় থাকতে পারে না। সুতরাং এমন তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা থেকে লাভ কী?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর একটি হলো, অনেক সময় ঔষধ অকার্যকর হয়ে যায় আর স্বাস্থ্য রক্ষা-সংক্রান্ত নীতিগুলোও কোন কাজে আসে না। ঔষধও কাজে আসে না আর দক্ষ চিকিৎসকও কাজে আসে না, কিন্তু যদি খোদার নির্দেশ আসে তাহলে অগোছালো বিষয়ও সুবিন্যস্ত হয়ে যায়।"

অতএব আসল বিষয় হলো খোদার কৃপা। মানুষের এই ধারণা ভুল যে, স্বাস্থ্যই সব কিছু বা অমুক অমুক কাজ করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, অসুস্থতার সময় অমুক ঔষধ খেলেই স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাবে। এসব কিছু খোদার নির্দেশের অধীনে কাজ করে আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে সবকিছু বৃথা। অতএব যার ইচ্ছা এবং নির্দেশে সবকিছু চলছে তাঁর সামনে আমাদের বিনত হতে হবে এবং তাঁরই ইবাদত করতে হবে, তাঁর সাথেই সম্পর্ক

স্থাপন করতে হবে। কাজেই নামায যেখানে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আবশ্যক সেখানে তা বিপদাপদ এবং সমস্যা থেকেও আমাদের সুরক্ষা করে। আমাদের অনেক কাজ এমন আছে যা বাহ্যতঃ অসম্ভব মনে হয়, কিন্তু খোদার দরবারে সমর্পিত হলে এবং খোদার সাথে সম্পর্কের কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠে। অতএব যা কিছু সাধিত হয় খোদার ইচ্ছা অনুসারেই হয়। সে কারণেই খোদার কৃপাধন্য হওয়ার বেশি বেশি চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "আসল কথা হলো আল্লাহ্ তা'লা যা চান তাই করেন। তিনি বিরান ভূমিকে আবাদ করেন আবার আবাদ ভূমিকে বিরান ভূমিতে পরিণত করেন। দেখ! বাবেল শহরের সাথে তিনি কি ব্যবহার করেছেন। মানুষ যেই জায়গা আবাদ করার পরিকল্পনা করেছিল আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তা বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে এবং পেঁচার বসতিস্থলে হয়ে যায় আর যেই জায়গা সম্পর্কে মানুষ চাইত যে, তা বিরান ভূমিতে পরিণত হোক তা পৃথিবীর সমগ্র মানব মন্ডলীর প্রত্যাবর্তন স্থল বা বার বার ফিরে আসার জায়গায় পরিণত হয়েছে অর্থাৎ মক্কা নগরী।

তাই স্মরণ রেখ! আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে ঔষধ এবং পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করা চরম নির্বুদ্ধিতা। নিজেদের জীবনে এমন পরিবর্তন আনয়ন কর যেন তা এক নতুন জীবন রূপে প্রতিভাত হয়। অজস্র ধারায় ইস্তেগফার কর। যাদের জাগতিক কাজ-কর্মের আধিক্যের কারণে সময় কম থাকে তাদের সবচেয়ে বেশি ভয় করা উচিত। যারা মনে করে, আমাদের জাগতিক ব্যস্ততা অনেক, জাগতিক কাজ-কর্ম আমাদের অনেক বেশি, ইবাদত এবং নামায পড়ার সুযোগ আমাদের নেই, তাদের সবচেয়ে বেশি ভয় করা উচিত। চাকরিজীবিদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্-কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যকীয় দায়িত্ব অধিকাংশ সময় বাদ পড়ে যায়। তাই বাধ্য-বাধকতার ক্ষেত্রে যোহর-আসর এবং মাগরিব-ইশার নামায জমা করে পড়া বৈধ। আমি এটিও জানি শাসকের কাছে বা কর্মকর্তার কাছে যদি নামাযের অনুমতি চাওয়া হয় তাহলে তারা অনুমতি দেয়। মানুষ যেখানে চাকরি করে সেখানে কর্মকর্তাদের ওপর যদি তাদের ভালো প্রভাব থাকে তাহলে নামাযের অনুমতি চাইলে তারা নামাযের অনুমতি দিয়ে দেয়। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাদের এজন্য বিশেষ দিক-নির্দেশনাও দেয়া থাকে। অনেক সময় এমন নির্দেশ সত্যিই দেয়া হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, "নামায পরিত্যাগের প্রেক্ষাপটে এমন অযথা টালবাহানা আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ্ এবং বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যায় এবং সীমালঙ্ঘন করো না। পরম সততার সাথে নিজেদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন কর।"

শুধু নামাযই নয় বরং তিনি আমাদের কাছে এর চেয়েও বড় প্রত্যাশা রাখেন। নামায এবং তাহাজ্জুদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"এই পুরো জীবনকাল যদি জাগতিক কাজকর্মেই কেটে যায় তাহলে পরকালের জন্য কি সঞ্চয় করলে? যদি জীবনের পুরো সময়, প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি মুহূর্ত মানুষ জাগতিক আয়-উপার্জনেই ব্যয় করে তাহলে পরকালের জন্য সে কি সঞ্চয় করলো? তিনি (আ.) বলেন, বিশেষ সচেতনতার সাথে তাহাজ্জুদের জন্যও উঠো আর সুগভীর একাগ্রতা ও আগ্রহের সাথে তা পড়। মধ্যবর্তী নামাযগুলোতে চাকরির কারণে পরীক্ষা এসে যায়। আল্লাহ্ তা'লাই প্রকৃত জীবিকা বিধায়ক।" তাই নামায যথাসময় পড়া উচিত। কোন কোন সময় যোহর-আসরের নামায জমা হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা জানেন, মানুষ দুর্বলই হবে, তাই তিনি এই ছাড় দিয়েছেন। কিন্তু এই ছাড় তিন বেলার নামায জমা করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেখানে চাকরী এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে মানুষ শাস্তি পায় আর সরকার বা কর্মকর্তাদের ক্রোধভাজন হয় সেখানে খোদার খাতিরে কোন কষ্ট সহ্য করা কতইনা প্রশংসনীয় বিষয়। জাগতিক চাকরীতে কাজকর্মের ক্ষেত্রেও মানুষ শাস্তি পেয়ে থাকে, আবার অনেক সময় কষ্টও সহ্য করে। তাই নামায পড়ার জন্য বা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যদি কিছুটা কষ্ট করতে হয় তাহলে এটি তো আগা গোড়াই কল্যাণ।

অতএব একজন মু'মিনের সর্বদা এটি স্মরণ রাখা উচিত। এখন রাত ছোট হয়ে আসছে। তাই এই ছোট রাত নামায কাযা করার কারণ যেন না হয় বা সম্পূর্ণভাবে নামায ছেড়ে দেয়ার কারণ যেন না হয় আর জাগতিক কর্ম ব্যস্ততাও যেন নামাযের পথে বাধ সাধতে না পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সব সময় আত্মজিজ্ঞাসায় রত থাকা উচিত। আমাদের অনেকে আবশ্যকীয় দায়িত্ব হিসেবে নামায পড়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম তারা বুঝে না। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, "নামায কী? এটি একটি বিশেষ দোয়া। কিন্তু মানুষ নামাযকে বাদশাহ্‌দের কর মনে করে, যেন বাধ্য হয়ে পরিশাধ করছে, যেন তাদের ওপর কর চাপানো হয়েছে। নির্বোধ এতটাও জানে না যে, আল্লাহ্ তা'লার এসব কিছুর প্রয়োজন কী? তাঁর ব্যক্তিগত আত্মাভিমান এর মুখাপেক্ষী নয় যে, মানুষ দোয়া করবে এবং আল্লাহ্ তা'লার পবিত্রতা ও আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের ঘোষণা করবে। এতে মানুষের জন্যই কল্যাণ নিহিত অর্থাৎ সে এভাবে তার লক্ষ্যে এবং গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

তিনি (আ.) বলেন, "এটি দেখে আমার খুবই আক্ষেপ হয় যে, আজকাল ইবাদত, তাক্বওয়া এবং ধর্মকর্মের প্রতি ভালোবাসা

নেই। কু-প্রথার একটি সার্বজনীন বিষক্রিয়াই হলো এর মূল কারণ। একারণেই খোদার ভালোবাসা উবে যাচ্ছে আর ইবাদতে যে ধরণের স্বাদ পাওয়া উচিত মানুষ সেই স্বাদ পায় না। এই পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যাতে আল্লাহ্ তা'লা স্বাদ এবং এক প্রকার বিশেষ আনন্দ রাখেননি। যেভাবে একজন রোগী পরম উৎকৃষ্ট সুস্বাদু খাদ্যেরও স্বাদ পায় না এবং সেটিকে তিক্ত ও বিস্বাদ মনে করে, অনেক সময়অসুস্থতার কারণে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, অনুরূপভাবে যারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে আনন্দ বা স্বাদ পায় না তাদের নিজেদের রোগ সম্পর্কে চিন্তিত হওয়া উচিত।

যেমনটি আমি এখনই বলেছি যে, এ পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যাতে আল্লাহ্ তা'লা কোন না কোন স্বাদ অন্তর্নিহিত রাখেননি। আল্লাহ্ তা'লা মানব জাতিকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তাই কী কারণ থাকতে পারে যে, এই ইবাদতে তার জন্য কোন আনন্দ এবং স্বাদ অন্তর্নিহিত থাকবে না? একদিকে তিনি বলছেন, আমি সৃষ্টিই করেছি ইবাদতের জন্য অথচ ইবাদতে কোন স্বাদ বা আনন্দ রাখবেন না?

তিনি (আ.) বলেন, "আনন্দ এবং স্বাদ অবশ্যই অন্তর্নিহিত আছে কিন্তু সেটিকে উপভোগ করার মানুষও তো চাই, সেই স্বাদ অর্জনের চেষ্টা করাও প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٧﴾

(সূরা আয্-যারিয়াত: ৫৭) এখন মানুষ যেখানে সৃষ্টিই হয়েছে ইবাদতের জন্য তাই ইবাদতে পরম মার্গের স্বাদ এবং আনন্দও অন্তর্নিহিত রাখা আবশ্যক। আমরা দৈনন্দিন জীবনের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার আলোকে একথা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি। সব কাজেই আল্লাহ্ তা'লা আনন্দ এবং সুখ অন্তর্নিহিত রেখেছেন তা দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে বোঝা যায় বা অভিজ্ঞতা হয়।

তিনি (আ.) বলেন, "দেখ! খাদ্য শস্য ও সকল খাদ্য-পানীয় যা মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে এগুলো কি সে উপভোগ করে না, সে কি এর স্বাদ পায় না? বরং সুস্বাদু খাবার যদি রান্না করা হয় তাহলে মানুষ পরম আনন্দ পায়। এই আনন্দ এবং স্বাদকে উপভোগ করার জন্য তার মুখে কি জিহ্বা নেই? সুন্দর জিনিস দেখে, উদ্ভিদ হোক বা জড় বস্তু হোক, মানুষ হোক বা পশু, সে কি আনন্দ পায় না? অতএব সে খাবারের স্বাদও পায় আর সৌন্দর্যের স্বাদও চোখের মাধ্যমে উপভোগ করে। মনভোলা এবং সুললিত কণ্ঠ কি তার কান উপভোগ করে না? আল্লাহ্ তা'লা কান সৃষ্টি করেছেন, সুন্দর সুর বা সুন্দর আওয়াজ কানে পড়লে হৃদয় আনন্দিত হয়। অতএব এই বিষয়টি বোঝার জন্য কি আরও প্রমাণ প্রয়োজন যে, ইবাদতে স্বাদ অন্তর্নিহিত আছে। এসব জিনিস যা আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ স্বাদ এবং আনন্দ পায় কিন্তু ইবাদতে স্বাদ থাকবে না এটি কীভাবে সম্ভব। এ সবকিছু এ কথার প্রমাণ যে, ইবাদতেও আল্লাহ্ তা'লা আনন্দ এবং স্বাদ অন্তর্নিহিত রেখেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি নর ও নারীকে জোড়া বা জুটি করে সৃষ্টি করেছি এবং পুরুষের মাঝে এর প্রতি আকর্ষণ রেখেছি। এখন এতে কেবল বাধ্য বাধকতাই নয় বরং আনন্দও রেখেছেন। যদি শুধু বংশ বিস্তারই মূল উদ্দেশ্য হতো তাহলে লক্ষ্য অর্জিত হতো না। আল্লাহ্ তা'লার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো মানব সৃষ্টি। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নর ও নারীর মাঝে তিনি একটি সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন আর প্রসঙ্গত তাতে এক ধরনের স্বাদ ও আনন্দ অন্তর্নিহিত রেখেছেন।

কিন্তু অধিকাংশ নির্বোধের দৃষ্টিতে এটিই মূল উদ্দেশ্য। কিছু দুনিয়ার কীট এবং নির্বোধ মনে করে, আমাদের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এটিই।

তিনি (আ.) বলেন, একইভাবে এই বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝে নাও যে, ইবাদত কোন বোঝা বা কর নয়, এতেও একটি স্বাদ এবং আনন্দ অন্তর্নিহিত আছে। এই স্বাদ এবং আনন্দ জাগতিক সব স্বাদ ও আনন্দ এবং রিপুর সকল ভোগ বিলাস থেকে উন্নত ও মহান।

তিনি (আ.) বলেন, যেভাবে একজন রোগী পরম উৎকৃষ্ট খাবারের স্বাদ থেকেও বঞ্চিত থাকে অনুরূপভাবে, হ্যাঁ অবিকল সেভাবেই চরম দুর্ভাগা মানুষই আল্লাহ্‌র ইবাদতকে উপভোগ করে না। যদি একজন রোগী রোগের কারণে এবং মুখ তিতা হওয়ার কারণে একটি উত্তম খাবার পছন্দ না করে, এর স্বাদ যদি না পায় তার অর্থ এটি নয় যে, সেই খাবার নষ্ট বরং এর অর্থ হলো, সে অসুস্থ। অনুরূপভাবে যে নামায এবং ইবাদত উপভোগ করে না তার অর্থ এমনটি নয় যে, নামাযে কোন আনন্দ বা স্বাদ নেই বা আল্লাহ্ তা'লা রাখেননি। আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তা অন্তর্নিহিত রেখেছেন কিন্তু মানুষের নিজের স্বভাব, প্রকৃতি, অসুস্থতা এবং রুচি বিকৃতির কারণে সে তার স্বাদ পায় না।

অতএব আমাদের উচিত নামায উপভোগ করার চেষ্টা করা। এটিকে মাথার বোঝা হিসেবে ছুঁড়ে ফেলার জন্য পড়া উচিত নয়। এমন পরিস্থিতি যদি হয় তাহলে আমি যেমনটি বলেছি, অনেকেই রাত দীর্ঘ হলে ফজরের নামাযে আসে কিন্তু রাত ছোট হলে ফজরের নামাযে আসা ছেড়ে দেয়। আশা করি, তারা স্বাদ পাওয়ার উদ্দেশ্যে এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করবে এবং অন্যান্য বেলার নামায পড়ার বিষয়েও তারা মনোযোগী হবে।

এরপর নামাযের আনন্দ এবং নামাযের স্বাদ পাওয়া সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, "বস্তুতঃ আমি দেখি, নামাযে

মানুষের ঔদাসীন্য এবং আলস্যের কারণ হলো, তারা সেই আনন্দ এবং স্বাদ সম্পর্কে অনবহিত যা আল্লাহ্ তা'লা নামাযে অন্তর্নিহিত রেখেছেন। এছাড়া শহর এবং গ্রামে আরও বেশি আলস্য এবং ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হয়। শতভাগ তো দূরের কথা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মানুষও সত্যিকার ভালোবাসার সাথে নিজ প্রভুর দরবারে বিনত হয় না বা মাথা নত করে না।

প্রশ্ন দাঁড়ায়, কেন তারা এই আনন্দ এবং স্বাদ সম্পর্কে অবহিত নয় আর কেন তারা কখনও এই স্বাদ পায়নি? ধর্মে এমন ফাঁকা কোন নির্দেশ নেই। অনেক সময় এমন হয় যে, আমরা আমাদের কাজে মগ্ন থাকি, মুয়ায্যিন আযান দেয় অথচ মানুষ তা শোনাও পছন্দ করে না। অর্থাৎ আযানের ধ্বনি কানে পড়লে তারা তা শুনতেও চায় না বা মনোযোগই দেয় না, এভেবে যে এখন তো নামাযে যেতে হবে। এদের অবস্থা বড় করুন। এখানেও অনেকেই এমন আছে, তাদের দোকান মসজিদেরই নিচে কিন্তু কোন সময় গিয়ে নামাযে দাঁড়ায়ও না। অতএব আমি বলতে চাই, হৃদয়ে সুগভীর অন্তর্জ্বালা নিয়ে এবং পরম আবেগ দিয়ে দোয়া করা উচিত, যেভাবে ফলফলাদি এবং হরেক প্রকার জিনিসে বিভিন্ন প্রকার স্বাদ দিয়েছ, তদ্রুপ নামায এবং ইবাদতেরও একবার স্বাদ পাইয়ে দাও।

তিনি (আ.) বলেন, মানুষ মুখে খাবার এবং ফলফলাদির স্বাদ ঠিক সেভাবে তোমরা এ এই দোয়া কর যে, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে নামাযেরও স্বাদ পাইয়ে দাও। সুস্বাদু কিছু খেলে মনে থাকে। দেখ! কেউ যদি গভীর আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে কোন সুদর্শনকে দেখে তাহলে তার তা ভালোভাবে স্মরণ থাকে। এছাড়া কুৎসিত চেহারা ও ঘৃণ্য অবয়বের কাউকে দেখলে তার পুরো অবস্থা এর গঠনের নিরিখে তার সামনে বীমূর্ত হয়। অতএব সুন্দর-অসুন্দর উভয়ের কথা মনে থাকে। তবে, যদি কোন সম্পর্ক না থাকে বা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে কিছুই মনে থাকে না।

অনুরূপভাবে বেনামাযীদের দৃষ্টিতে নামায হলো, এক প্রকার জরিমানা, অর্থাৎ অনর্থক সকালে উঠে প্রচন্ড শীতের মধ্যে ওযু করে আরামদায়ক সুখনিদ্রা বিসর্জন দিয়ে বেশ কয়েক প্রকার সুখ ও আনন্দ জলাঞ্জলি দিয়ে পড়তে হয়। আসল কথা হলো, নামাযের প্রতি তার এক প্রকার অনীহা রয়েছে যা সে বুঝে উঠতে পারে না। সেই স্বাদ এবং প্রশান্তি যা নামাযে অন্তর্নিহিত আছে সে সম্পর্কেও সে অবহিত নয়, তাই নামাযে সেকীভাবে স্বাদ পেতে পারে? তিনি (আ.) বলেন, আমি দেখি, একজন মদ্যপ এবং নেশাখোর যতক্ষণ আনন্দ না পায়, যতক্ষণ না তার নেশা হয় উপর্যুপরি পান করতে থাকে। বুদ্ধিমান এবং পুণ্যবান মানুষ এ দৃষ্টান্ত থেকেও শিখতে পারে। নেশাবাজের এই যে দৃষ্টান্ত তা থেকেও একজন বুদ্ধিমান মানুষ শিখতে পারে বা লাভবান হতে পারে, তা কী? তাহলো নিয়মিত নামায পড়া এবং অবিরত পড়তে থাকাএবং স্বাদ পাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

যতক্ষণ তার কাছে নামায উপভোগ্য না হয়ে উঠে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়াও করা উচিত এবং রীতিমত নামায পড়তে থাকা উচিত। যেভাবে মদ্যপ ব্যক্তির মন-মস্তিকে একটি স্বাদ বা নেশা বিরাজ করে যা হস্তগত করা তার লক্ষ্য হয়ে থাকে অনুরূপভাবে অন্তর এবং সমস্ত শক্তি-বৃত্তির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নামাযে সেই আনন্দ বা স্বাদ পাওয়া। এরপর সেই স্বাদ ও আনন্দ লাভের জন্য নিষ্ঠা এবং আবেগের সাথে হৃদয় থেকে দোয়া উদ্ভূত হওয়া উচিত যা নিজের পক্ষে সেই নেশাখোরের ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব এক প্রকার ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হওয়া দরকার যা দোয়ায় পর্যবসিত হবে। তিনি (আ.) বলেন, আমি বলবো আর প্রকৃত অর্থেই বলছি, নামাযে সেই স্বাদ এবং আনন্দ অবশ্যই লাভ হবে।

এরপর নামায পড়ার সময় সেসব লক্ষ্যও যেন অর্জন যা নামাযের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আর ইহ্‌সান (নামায সুন্দরভাবে পড়া) যেন লক্ষ্য হয়। তিনি (আ.) বলেন,

إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ

(সূরা হূদ: ১১৫) অর্থাৎ পুণ্য পাপকে দূরীভূত করে। অতএব এসব পুণ্য এবং স্বাদ ও আনন্দকে হৃদয়ে জাগ্রত রেখে দোয়া করা উচিত অর্থাৎ সেই নামায যেন ভাগ্যে জোটে যা সত্যবাদী এবং সৎকর্মশীলদের নামায। এই যে বলা হয়েছে, অর্থাৎ পুণ্য বা নামায পাপ মোচন করে, অন্যত্র যা বলা হয়েছে, নামায অশ্লীলতা এবং অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে অথচ আমরা দেখি, অনেকে নামায পড়া সত্ত্বেও আবার পাপ করে।

পৃথিবীতে এমনটিই দেখা যায় যে, অনেকেই আছে যারা বাহ্যতঃ নামায পড়ে আবার পাপেও লিপ্ত থাকে। এর উত্তর হলো, এরা নামায পড়লেও সেই প্রেরণা এবং তাক্বওয়ার সাথে পড়ে না, সত্যের সাথে এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে নামায পড়ে না। তারা প্রথাগতভাবে ও অভ্যাসবশে সিজদা করে মাত্র। তাদের আত্মা মৃত। আল্লাহ্ তা'লা এই নামাযের নাম হাসানাত বা পুণ্য রাখেননি। এখানে অর্থ একই হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা 'সালাত' শব্দের পরিবর্তে 'হাসানাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন যার উদ্দেশ্য হলো, নামাযের বৈশিষ্ট্য আর নামাযের সৌন্দর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা। অর্থাৎ সেই নামায পাপ বিমোচন করে যা নিজের মাঝে সত্যের প্রেরণা রাখে এবং কল্যাণ প্রবাহের বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে ধারণ করে। এমন নামায অবশ্যই পাপ দূরীভূত করে। নামায কেবল ওঠা বসার নাম নয়। নামাযের সত্যিকার প্রাণ এবং সার হলো সেই দোয়া যা নিজের মাঝে এক প্রকার আনন্দ এবং স্বাদ অন্তর্নিহিত রাখে।

এরপর নামাযের বিভিন্ন অবস্থার উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা আর আমাদের ওপর এর যে প্রভাব পড়া উচিত এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! নামাযে বাস্তব এবং বাহ্যিক উভয় অবস্থার সমাহার ঘটা আবশ্যক অর্থাৎ প্রধানতঃ বাহ্যিক বা দৈহিকভাবে নামাযের জন্য দন্ডায়মান হওয়া দ্বিতীয়তঃ এই সচেতনতাও থাকা আবশ্যক যে, মানুষ আল্লাহ্‌র সামনে দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলছে।

তিনি (আ.) বলেন, অনেক সময় রূপকভাবে কোন সংবাদ দেয়া হয় অর্থাৎ রূপক অবস্থা সৃষ্টি হয়। তিনি (আ.) বলেন,কোন কোন সময় ছবির মাধ্যমে কোন কথা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ এমন ছবি দেখানো হয় যার মাধ্যমে দর্শক বুঝতে পারে যে, এটি এর উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে নামায হলো খোদা তা'লার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের প্রতিচ্ছবি। খোদা তা'লা মানুষের কাছে কী চান নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় তার এক রূপক প্রতিফলন সেটি, এক রূপক দৃষ্টান্ত। নামাযে যেভাবে মৌখিকভাবে কিছু পড়া হয় অনুরূপভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উঠা-বসা বা গতিবিধির মাধ্যমে কিছু দেখানো হয়। নামাযে আমরা মৌখিকভাবে যা পড়ি, আমাদের যে অঙ্গ-ভঙ্গি তা-ও সেই শব্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। মানুষ যখন দাঁড়ায়, আর আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা এবং পবিত্রতার গান গায় এর নাম রেখেছেন 'ক্বিয়াম' অর্থাৎ দন্ডায়মান হওয়া। প্রত্যেক ব্যক্তি জানে, খোদার প্রশংসা এবং গুণকীর্তনের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় হলো, ক্বিয়াম বা দন্ডায়মান হওয়া।

তিনি (আ.) বলেন, দেখ! বাদশাহ্‌দের সমীপে কাসিদা বা কবিতা দাঁড়িয়েই পড়া হয়। অতএব যেখানে বাহ্যিক ক্বিয়াম রাখা হয়েছে সেখানে মৌখিক প্রশংসা বা গুণকীর্তন রাখা হয়েছে। এর অর্থ হলো, আধ্যাত্মিকভাবেও তোমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দন্ডায়মান হও। যখন মানুষ দন্ডায়মান হয় আর সূরা ফাতিহা পড়ে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে তখন আধ্যাত্মিকভাবেও হৃদয়ে ক্বিয়াম বিরাজ করা উচিত।

তিনি (আ.) বলেন, কোন কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই প্রশংসা করা হয়। যে ব্যক্তি সত্যায়নকারী হয়ে কারো প্রশংসা করে সে একটি মতামতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই তা করে। মিথ্যা প্রশংসা তো করা হয় না। মানুষ যদি সত্যবাদী হয়, কারো সত্যায়ন করেই সে তার প্রশংসা করে। তাই যে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে, সত্যিকার অর্থে আলহামদুলিল্লাহ্ সে তখন বলতে সক্ষম যখন তার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লারই। এই কথা যদি পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে হৃদয়ে লালন করে তাহলে এটি আধ্যাত্মিক ক্বিয়াম। সব প্রশংসা খোদা তা'লার, তিনিই সব প্রশংসার যোগ্য, তাঁরই প্রশংসা করা উচিত আর তাঁকে বাদ দিয়ে এমন কেউ নেই যার প্রশংসা করা যেতে পারে; এই যদি হৃদয়ের চিত্র হয় তাহলে এটি শুধু হাত বেধে দন্ডায়মান হওয়া নয় বরং এটি আধ্যাত্মিকভাবেও দন্ডায়মান হওয়া বা ক্বিয়াম কেননা হৃদয় এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ধরে নেয়া হয় যে, সে দন্ডায়মান হয়েছে। বাহ্যিক অবস্থা অনুসারে সে দন্ডায়মান হয়েছে যেন এই আধ্যাত্মিক ক্বিয়াম তার ভাগ্যে জোটে। আন্তরিক অবস্থা অনুসারে সে দৈহিকভাবে দন্ডায়মান হয়েছে।

এরপর রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিআল আযীম' বলে। রীতি হলো, কারো মাহাত্ম্য যখন মানুষ স্বীকার করে তখন তার সামনে সে ঝুঁকে। মাহাত্ম্যের দাবি হলো, তার জন্য রুকু করা। মৌখিকভাবেও 'সুবহানা রাব্বিআল আযীম' ঘোষণা করেছে আর ব্যবহারিক ভাবেও ঝুঁকেছে। মুখ আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে আর একই সাথে মানুষ রুকুতে যায় অর্থাৎ ঝুঁকে যায়। এটি সেই উক্তির সাথে বাস্তব অবস্থার সামঞ্জস্য। মুখে শব্দ উচ্চারিত হয়েছে আর দৈহিকভাবেও ঝুঁকেছে।

এরপর তৃতীয় উক্তি হলো, 'সুবহানা রাব্বিআল আ'লা। 'আ'লা' হলো আফআলুল তাফযীল (আরবী ব্যকরণে সবচেয়ে গভীর অর্থ প্রদানকারী ক্রিয়ার রূপ)। শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের পরম বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ হলো, সেজদা। খোদা তা'লার মাহাত্ম্যের সবচেয়ে মহান বহিঃপ্রকাশ হলো সিজদার অবস্থা অর্থাৎ সেই দৈহিক অঙ্গ-ভঙ্গি যা হলো সিজদা। খোদার মাহাত্ম্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর পবিত্রতা এবং গরিমা বর্ণনার এই রীতি সিজদার দাবী রাখে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দরবারে সম্পূর্ণভাবে সিজদাবনত হওয়া। এর বাস্তব ও বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি হলো সিজদাবনত হওয়া। 'সুবহানা রাব্বিআল আলা'র সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ দৈহিক অবস্থাও তাৎক্ষণিকভাবে সে বরণ করল অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যে মহান তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের আন্তরিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি মাটিতে সিজদা করে। এই অবস্থা সে ধারণ করে, এটিই সেই অবস্থার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ।

অতএব এই হলো তিনটি মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি তিনটি দৈহিক অঙ্গ-ভঙ্গি। প্রথমে একটি চিত্র তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। সকল প্রকার ক্বিয়াম করা হয়েছে, জিহ্বা যা দেহের অংশ সে-ও ঘোষণা করল এবং এতে সে যোগ দিল। তৃতীয় জিনিস ভিন্ন তা যদি অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে নামায হয় না – তা কী? তা হলো সেই হৃদয়। হৃদয়ের ক্বিয়ামও এর জন্য আবশ্যক। এর ওপর দৃষ্টিপাতে আল্লাহ্ যেন দেখতে পান, সত্যিকার অর্থে সে প্রশংসা করছে এবং দন্ডায়মান রয়েছে। আত্মাও দন্ডায়মান হয়ে প্রশংসা করে এবং সিজদা করে। কেবল দেহই নয় বরং আত্মাও দন্ডায়মান রয়েছে অর্থাৎ হৃদয়ের অবস্থা আল্লাহ্ তা'লা জানেন, আল্লাহ্ দেখছেন, দেহের পাশাপাশি তার আত্মাও আল্লাহ্‌র প্রশংসা

করছে বা রুকু করছে বা সিজদাবনত। যখন 'সুবাহানা রাব্বিআল আযীম' বলে তখন শুধু মাহাত্মের এই স্বীকারোক্তিইযথেষ্টনয় বরং একই সাথে তাকে ঝুঁকতেও হবে আর একই সাথে আত্মারও ঝুঁকা আবশ্যক। তৃতীয় পর্যায়ে খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়েছে, তাঁর পদমর্যাদার মাহাত্ম্য বা উচ্চতার ঘোষণার পাশাপাশি দেখা উচিত, আত্মাও আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের আস্তানায় সিজদাবনত কি-না অর্থাৎ একইভাবে হৃদয়েরও সিজদা আবশ্যক। বস্তুতঃ যতক্ষণ এই অবস্থা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ যেন সে আশ্বস্ত না হয়। কেননা; "ইউকিমুনাস সালাতা"র অর্থ এটিই।

যদি প্রশ্ন করা হয়, এই অবস্থা কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে, কীভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে? এর উত্তর হলো, রীতিমত নামায পড়া এবং কুমন্ত্রণা ও সন্দেহ সৃষ্টি হলে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত না হওয়া। নামাযের সময় কুমন্ত্রণা আর সন্দেহ সৃষ্টি হলে উদ্বিগ্ন না হয়ে রীতিমত নামায পড়তে থাকো। প্রাথমিক অবস্থায় সন্দেহ ও কুমন্ত্রণার সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হয়, শয়তান আক্রমণ করে, শয়তানের সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে। এর চিকিৎসা হলো, অবিচলতার সাথে ক্লান্তি-শ্রান্তির ঊর্ধ্বে থেকে এবং ধৈর্যের সাথে নামাযে রত থাকা, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে থাকা। অবশেষে সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় যার কথা আমি এখনই বলেছি। অতএব অবিচলতা হলো শর্ত। এটি যদি মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয় তাহলে খোদা তাঁর বান্দার কাছে ছুটে আসেন, এরপর খোদার কৃপাবারীও বর্ষিত হয় । কিন্তু এই সত্য এবং বাস্তবতা অনেকে বুঝে না, তড়িঘড়ি করে খোদা তা'লার দ্বার পরিত্যাগ করে বা এর গুরুত্ব বুঝে না আর দুনিয়ার মানুষের দ্বারে ধরনা দেয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এরপর স্মরণ রাখার যোগ্য বিষয় হলো, এই নামায যা সত্যিকার অর্থেই নামায তা দোয়ার মাধ্যমেই লাভ হতে পারে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে হাত পাতা মু'মিন সুলভ আত্মাভিমানের স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য বিরোধী। কেননা দোয়ার এ ধরণ বা রীতি কেবল খোদা তা'লারই প্রাপ্য। মানুষ সচরাচর দৈনন্দিন জীবনে একে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়েই থাকে, একে অন্যের কাছে কিছু চেয়েই থাকে কিন্তু কারো কাছে এমনভাবে হাত পাতা যা শুধু খোদা তা'লার সামনে পাতা উচিত, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কারও কাছে আশা রাখা এবং অন্য কারও ওপর নির্ভর করা এটি ভুল।

তিনি (আ.) বলেন, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছ জ্ঞান করে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে হাত না পাতবে, তাঁর কাছে না চাইবে, নিশ্চিত জেনো, প্রকৃত অর্থে সেই ব্যক্তি মুসলমান এবং সত্যিকার মু'মিন আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য নয়। ইসলামের প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম হলো, তার সব শক্তি, তা আভ্যন্তরীণ হোক বা বাহ্যিক, পুরোটাই যেন খোদা তা'লার আস্তানায় সিজদাবনত থাকে। যেভাবে একটি বড় ইঞ্জিন অনেক কল-কব্জাকে পরিচালিত করে এক ধরণের গতি সৃষ্টি করে অনুরূপভাবে মানুষ যতক্ষণ তার প্রতিটি কাজ, প্রত্যেক গতিবিধি এবং উঠা বসাকে সেই ইঞ্জিনের মহান শক্তির অধীনস্ত না করবে সে কীভাবে খোদার খোদকারীতে বিশ্বাসী বলে গণ্য হতে পারে? আর

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٠﴾

(সূরা আল্ আন'আম:৮০) বলার সময় প্রকৃত অর্থেই হানিফ আখ্যায়িত হতে পারে কি? মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি তাৎক্ষণিকভাবে এদিকে যদি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সে মুসলমান, সে মু'মিন এবং সে হানিফ বা একত্ববাদী। মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি যদি আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় তাহলে সে মুসলমানও আর মু'মিনও আর হানিফ বা একত্ববাদীও। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে হাত পাতে আর সেদিকেও আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ একদিকে আল্লাহ্‌র কাছে ঝুঁকে অপরদিকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের সামনেও ঝুঁকে, তার স্মরণ রাখা উচিত, সে অনেক বড় দুর্ভাগা এবং বঞ্চিত। তার জীবনে সেই সময় আসবে যখন সে মৌখিকভাবে বা বাহ্যিকভাবেও আল্লাহ্‌র সামনে আর ঝুঁকতে পারবে না অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাকে ছেড়ে দিবেন। একটি সময় এমন আসবে যখন বাহ্যিক অর্থেও সে খোদা তা'লার সামনে সিজদাবনত হতে পারবে না।

তিনি (আ.) বলেন, নামায ছেড়ে দেয়ার আর আলস্যের একটি কারণ হলো, মানুষ যখন আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যের সামনে নতহয় তখন আত্মা এবং হৃদয়ের শক্তি সেই বৃক্ষের ন্যায় হয়ে যায় যার শাখা-প্রশাখাগুলোর প্রথমে একপাশে ফিরিয়ে দিলে সেই অবস্থায়ই তা বড় হয় আর তখন তা সেদিকেই ঝুঁকে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তার হৃদয়ে এক প্রকার কঠোরতা সৃষ্টি হয়ে তাকে পাথর বানিয়ে দেয় আর তা জড় বস্তুতুল্য হয়ে যায়।গাছের ডাল-পালা যদি একদিকে ঘুরিয়ে বেধে দেয়া হয় তাহলে গাছ সে দিকেই ঝুঁকে যায়। অনুরূপভাবে মানুষও যদি বান্দার প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহলে বান্দারই হয়ে যায়। খোদার বিষয়ে তার হৃদয় কঠোর হয়ে যায়।

তিনি (আ.) বলেন, গাছের যেসব শাখা-প্রশাখাবা ডাল-পালা এক দিকে ঝুঁকে যায় সেগুলো আর অন্য দিকে ফিরতে পারে না অনুরূপভাবে হৃদয় এবং আত্মা খোদা তা'লা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যায়। অতএব এটি খুবই ভয়াবহ এবং হৃদয়কে কাঁপিয়ে তোলার মত বিষয় যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'লাকে পরিত্যাগ করে অন্যের

কাছে হাত পাতবে। সেকারণেই যথাযথ প্রস্তুতির সাথে এবং রীতিমত নামায পড়া একান্ত আবশ্যক যেন প্রথম থেকেই তা এক স্থায়ী অভ্যাসের মত হৃদয়ে গ্রথিত হয় আর যেন আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকার বা প্রত্যাবর্তনের মনমানসিকতা সৃষ্টি হয় ; তাহলে ধীরে ধীরে এমন একটি সময় আসে যখন অন্যের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েমানুষ এক জ্যোতির উত্তরাধিকারী হয় এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ করে। প্রথম দিকে ঐকান্তিক চেষ্টা করে নামায পড়তে হয়, কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে, বিশুদ্ধ চিত্তে যদি আল্লাহ্‌র সামনে বিনত হতে থাকে তাহলে খোদার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হয়।

তিনি (আ.) বলেন, আমি বিষয়টি পুনরায় জোর দিয়ে বলব, পরিতাপ যে, আমি সেই শব্দ পাই নি যার মাধ্যমে অন্যের সামনে ঝুঁকার ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা সম্ভব হতো। মানুষের কাছে গিয়ে আকুতি-মিনতি করে, তোষামোদ করে। একাজ খোদা তা'লার আত্মাভিমানে আঘাত হানে। এটি মানুষের খাতিরে নামায পড়ার নামান্তর। অতএব খোদা তা'লা এথেকে পৃথক হয়ে একে দূরে ঠেলে দেন। আমি সাদামাটা ভাষায় এ বিষয়টি বর্ণনা করছি, যদিও বিষয়টি আক্ষরিকভাবে এমন নয় কিন্তু ভালোভাবে বুঝা যায়, এটি একটি জাগতিক দৃষ্টান্ত, বুঝানোর জন্য বর্ণনা করছি। যেভাবে একজন আত্মাভিমানী পুরুষের আত্মাভিমান কখনই এটি দেখা পছন্দ করবে না যে, তার স্ত্রী পর পুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। কিছু মানুষ এমনও হয়ে থাকে যারা এমতাবস্থায় সেই দুঃশ্চরিত্রা মহিলাকে হত্যা করাও আবশ্যক মনে করে।

তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃত দাসত্ব এবং দোয়া বিশেষ করে এই সত্তারই প্রাপ্য। আল্লাহ্ তা'লা চান না যে, অন্য কাউকে মা'বুদ বা উপাস্য আখ্যা দেয়া হবে বা কাউকে এভাবে ডাকা হবে। অতএব স্মরণ রেখ! খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখ! যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের সামনে ঝুঁকা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নামান্তর। নামায বা একত্ববাদ যাই বল না কেন, ব্যবহারিক অর্থে আল্লাহ্‌র সামনে ঝুঁকাই হলো, নামায। এটি তখন কল্যাণশূন্য এবং অর্থহীন হয় যখন তার সাথে আত্মবিলুপ্তি, আত্মপেষণ এবং একত্ববাদী হৃদয় অন্তর্ভুক্ত না হবে।

কেউ কেউ বলে আমরা অনেক কেঁদেছি, অনেক নামায পড়েছি কিন্তু কোন লাভ হয়নি। এমন মানুষের কথা খণ্ডন করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, অনেকেই মনে করে, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আকুতি-মিনতি ও আহাজারি করলে কিছু লাভ হয় না, এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং মিথ্যা। এমন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার সর্বময় ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস রাখে না। যদি তাদের মাঝে সত্যিকার ঈমান থাকত তাহলে তারা এমনটি বলার ধৃষ্টতা দেখাত না। কোন ব্যক্তি যখনই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আসে এবং সত্যিকার অর্থে তওবার সাথে প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহ্ সব সময় তার প্রতি কৃপা করেন। এক কবি পরম সত্য বলেছেন,

"আশেক কে শুদ কে ইয়ার বেহালেশ
নাযার না কারদ্

এ্যা খাঁজা দারদ্ নিস্ত, ওগার না তবীব
হাস্ত"

অর্থাৎ, সে কিসের প্রেমিক হলো যার প্রতি প্রেমাস্পদ চোখ তুলেই তাকায় না, হে মানুষ! কোন ব্যাথাই নেইডাক্তার অবশ্যই উপস্থিত আছে, তাই তোমার ধারণা ভুল। আল্লাহ্ তা'লা চান তোমরা পবিত্র হৃদয় নিয়ে তাঁর কাছে আস। তাঁর অবস্থা অনুসারে নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করাই হলো শর্ত। এটি অনেক বড় কথা, তাঁর অবস্থা অনুসারে নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আন, যেভাবে তিনি বলেছেন সেভাবে জীবনযাপন কর। যা মানুষকে আল্লাহ্‌র দরবারে যাওয়ার যোগ্য করে নিজের মাঝে সেই পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে দেখাও। আমি প্রকৃত অর্থেই বলছি, খোদার মাঝে বিস্ময়কর সব ক্ষমতা রয়েছে। তাঁর মাঝে অনন্ত কৃপা এবং কল্যাণরাজি নিহিত আছে কিন্তু তা দেখার জন্য ভালোবাসার চোখ সৃষ্টি কর। আল্লাহ্‌কে সত্যিকার অর্থে ভালোবাস, যদি সত্যিকার ভালোবাসা থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বেশি দোয়া গ্রহণ করেন, আর সাহায্য এবং সমর্থন প্রকাশ করেন।

অতএব আমাদের নিজেদের মাঝে এমন পরিবর্তন আসা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শোনেন। যারা আপত্তি করে যে, খোদা তা'লা শোনেন না বা গ্রহণ করেন না তাদের অধিকাংশ এমন যারা পাঁচবেলার নামাযই ঠিকমত পড়ে না। নামাযের কথা তাদের কেবল তখন মনে পড়ে যখন জাগতিক কোন সমস্যায় জর্জরিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি অবশ্যই শুনবো কিন্তু আমার নির্দেশও তোমরা মেনে চল। সবার আত্ম-অবস্থান খতিয়ে দেখা উচিত যে, খোদার নির্দেশাবলী সে মেনে চলে কি না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, কুরআনে সাতশত আদেশ-নিষেধ আছে, এখন যদি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তাহলে প্রথমে এ কথার উত্তর দিক, কয়জন এমন আছে যারা এই সাতশত নির্দেশ মেনে চলে? যদি তুলনা করতে হয় তাহলে এখানেও তুলনা করা আবশ্যক। এটি খোদার পরম অনুগ্রহ যে, এসব সত্ত্বেও বান্দার প্রতি করুণা প্রদর্শন করে তাদের ভুল ভ্রান্তিকে তিনি উপেক্ষা করেন, তাদের দোয়াও গ্রহণ করেন। অনেকেই এমন আছে যারা হয়তো রীতিমত নামাযেও অভ্যস্ত নয় কিন্তু তাদের দোয়াও গৃহীত হয়েছে, এটি খোদার অনুকম্পা। বরং আল্লাহ্ তা'লা দোয়া না করা সত্ত্বেও তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর অধীনে মানুষের অভাব মোচন করেন। তাই অভিযোগের কোন সুযোগ নেই।

কাজেই আমাদেরকে খোদার নির্দেশ অনুসারে চলার চেষ্টা করা উচিত। আর সে অনুসারে নিজেদের ইবাদত, নামায এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হবে তার মাঝে ইসলামের ভালোবাসা এবং মাহাত্ম্য সৃষ্টি হতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, নামাযের স্বাদ এবং আনন্দ সে পেতে পারে না। সফলতার চাবিকাঠি হলো নামায, যতক্ষণ নোংরা ইচ্ছা, অভিপ্রায়, নোংরা পরিকল্পনা এবং ষড়যন্ত্র ভস্মিভুত না হবে, আমিত্ব এবং শত্রুতা দূরীভূত হয়ে আত্মবিলুপ্তি এবং বিনয় সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা আখ্যায়িত হতে পারে না। তিনি (আ.) আরো বলেন, পূর্ণ দাসত্ব শেখানোর জন্য সর্বোত্তম শিক্ষক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো নামায। যদি প্রকৃত অর্থে বান্দা হতে হয় এর জন্য সর্বোত্তম জিনিস, সর্বোত্তম উপায় এবং সর্বোত্তম শিক্ষক হলো, নামায। তিনি (আ.) বলেন, আমি আবার তোমাদের বলছি, যদি খোদার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক এবং সত্যিকার যোগসূত্র স্থাপন করতে চাও তাহলে নামাযের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও। এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হও যে, শুধু তোমাদের দেহ এবং জিহ্বাই নয় বরং তোমাদের রূহের প্রতিটি আবেগ অনুভূতি যেন মূর্তিমান নামায হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন নিজেদের নামাযের সেভাবে সুরক্ষা এবং হিফাযত করতে পারি যেন আমাদের আত্মা এবং প্রতিটি আবেগ-অনুভূতি সত্যিকার অর্থে নামায আদায়কারী হয়ে যায়।

নামাযের পর একজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব যা করাচীর সাবেক আমীর শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব-এর স্ত্রী আসগরী বেগম সাহেবার জানাযা। গত ২৭শে মার্চ আমেরিকায় স্বল্পকাল অসুস্থ্য থেকে ৯০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

১৯৪৩ সনে শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়, স্বামীর পূর্বেই তিনি ১৯৪৪ সনে লাহোরে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর হাতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। সারা জীবন খিলাফতের প্রতি, বয়আতের অঙ্গীকারকে পরম নিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতার সাথে পালন করেছেন। সন্তান-সন্ততিকে সব সময় খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখার নসীহত করেন। খিলাফতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যখন থেকে এমটিএ আরম্ভ হয়েছে, এমটিএ দেখা তার সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ ছিল। ওসীয়ত করেছিলেন, ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞ, দোয়াগো এবং তাহাজ্জুদ গুযার ছিলেন, নামায, রোযায় গভীরভাবে অভ্যস্ত ছিলেন, রীতিমত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তার স্বামী করাচীতে জামাতের যে দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেছেন তখন তার পাশাপাশি তিনিও জামাতের সেবা অব্যাহত রেখেছেন। আতিথেয়তা তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। যখন শেখ সাহেব করাচীর আমীর ছিলেন তার ব্যস্ততা ছিল সীমাহীন। সে যুগে আতিথেয়তার দায়িত্ব অনেক বেশি পালন করতে হতো, এই দায়িত্ব তিনি খুব সুচারুরূপে পালন করেছেন। তিনি খলীফা সানী এবং খলীফা সালেসের এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে'র আতিথ্যের সম্মানলাভ করেছেন। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও তিনি অনেক অগ্রগামী ছিলেন। ১৯৫০ সনে জামাতের ওপর আর্থিক অসচ্ছলতার একটি যুগ আসে তখন খলীফা সানী (রা.) আর্থিক কুরবানীর বিশেষ তাহরীক করেন। তখন শেখ সাহেব (অর্থাৎ তার স্বামী) আয়ের একটা বড় অংশ জামাতের জন্য দিতে থাকেন; তিনিও কুরবানীতে তার সমঅংশীদার ছিলেন। খুবই সহজ-সরল জীবন যাপনকারীনি, কৃত্তিমতামুক্ত নারী ছিলেন। তার ছেলে লিখেন, প্রায় সময় খলীফাতুল মসীহ্‌র কাছে দোয়ার পত্র লেখার নসীহত করতেন সন্তানদের।

তিনি পাঁচজন পুত্র, দুইজন কন্যা এবং ৪৩জন পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার এক পুত্র ডা. নাসিম রহমতুল্লাহ্ সাহেব আমেরিকার নায়েব আমীর, আমাদের ওয়েব সাইট ধষরংষধস.ড়ৎম-এর ইনচার্জও। অনুরূপভাবে তাদের জামাতা রহমানী সাহেব এখানে বসবাস করেন, তিনিও দীর্ঘকাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত হিসেবে কাজ করেছেন। তার স্ত্রী জামিলা রহমানী নিজ হালকায় সেক্রেটারী মাল এবং অন্যান্য দায়িত্বও পালন করেছেন এবং করছেন। তার এক পুত্র ফরহাতুল্লাহ্ শেখ সাহেব ফয়সালাবাদের নায়েব আমীর। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততি এবং বংশধরদের জামাত এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

বিজ্ঞপ্তি

পাক্ষিক "আহমদী" পত্রিকার সকল সম্মানিত গ্রাহককে জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের মধ্যে যাদের গ্রাহক চাঁদা বকেয়া রয়েছে তাদেরকে অতিসত্ত্বর পরিশোধ করার বিনীত আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন–

ফারুক আহমদ বুলবুল
মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

রাগের কুফল

মৌলবী মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম

যে সব মানুষ কারণে অকারণে রেগে যায় তাদেরকে বলা হয় রগচটা। রগচটা মানে তিরিক্ষি মেজাজ। যাদের মেজাজ তিরিক্ষি তাদের মাথা সব সময় গরম থাকে। তারা কথায় কথায় রেগে যায়। বিনাকারণে রেগে যাওয়া অর্থহীন। এধরনের মানুষকে সবাই এড়িয়ে চলে, অথবা অনেক কষ্টে সাহায্য করে, কিন্তু পছন্দ করে না। পরিবারের কর্তা যদি তিরিক্ষি মেজাজী হয় তবে তাকে এড়িয়ে চলাটা কঠিন। তার স্ত্রী হয়তো তাকে নীরবে অথবা সরবে সাহায্য করে, কিন্তু ছেলে মেয়েরা সুযোগ পেলেই পালিয়ে যায়। কোন অফিসের কর্মকর্তার মেজাজ তিরিক্ষি হলে অধঃস্তনদের জন্য জীবন অনেক কঠিন হয়ে যায়। মান-সম্মান নিয়ে জীবন নির্বাহ অথবা বেঁচে থাকাটা তখন একটা কষ্টের অভিজ্ঞতা হয়ে দেখা দেয়। তিরিক্ষি মেজাজ তথা ক্রোধ বা রাগের বলগাহীন ব্যবহার মানুষের পাক-পবিত্র সুন্দর-শান্ত জীবন ও সংসারকে সর্বনাশের অতল গহ্বরে তলিয়ে দিতে পারে।

মানুষ যখন কোন কারণে উত্তেজিত হয় বা রেগে যায় তখন তার হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। এ সময় মানুষ আর মানুষ থাকে না, তার ভিতরে বিদ্যমান মানবাত্মার ওপর সাময়িক সময়ের জন্য হলেও শয়তানের আত্মা একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এসময় একজন মানুষ নিজের মেজাজ-মর্জি সামলাতে না পেরে প্রতি পক্ষের বিরুদ্ধে অশ্লীল-অশ্রাব্য, কুবাক্য প্রয়োগ করা আরম্ভ করে দেয় এবং প্রতিপক্ষের প্রতিউত্তরে খড়্গ হস্তে ঝাপিয়ে পড়তেও কুণ্ঠিত হয় না। যার শেষ পরিণতি ব্যক্তি, পরিবার বা গোটা সমাজের জন্য শুধু ধ্বংসই ডেকে আনে। পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল ধর্মেই তিরিক্ষি মেজাজ, রাগ, উত্তেজনা তথা ক্রোধকে হারাম করা হয়েছে। সব ধর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে, 'সব মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'লা, মানুষ হিসাবে সবাই পরস্পর ভাই ভাই। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া সৃষ্টি হতে পারে এমন কথা ও কাজকে পরিহার করে চলার মাঝেই সার্বিক মঙ্গল নিহিত। কোন কারণে কারো সাথে রাগারাগী হলে সাথে সাথে মিটিয়ে ফেলা উচিত, এর ফলে বড় ধরণের কোন অঘটন হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। মানুষ সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ট জীব। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে শত-সহস্র বিপদাপদের মোকাবেলায় সুন্দর-শান্ত, পাক-পবিত্র জীবন যাপনের উপযোগী বিবেক বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা, প্রজ্ঞা-হিকমত তথা পাহপাড় সমান ধৈর্য্যশক্তি প্রদান করেছেন।

আমরা মুসলমান, আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম, আমাদের নবী সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট নবী, আমাদের ধর্ম গ্রন্থ কুরআন মজীদ অনাদী-অনন্ত, অপরিবর্তনীয় জীবন বিধান। আমাদের সামনে সর্বপ্রকার বিপদাপদ মোকাবেলা করে জীবনের পথে এগিয়ে চলার জীবন্ত আদর্শ হিসাবে বিদ্যমান রয়েছেন, 'আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত খলীফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)'। আমাদের আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা, চলন-বলনের উপর নির্ভর করছে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় ও তালিম-তরবীয়তের মত মহান কাজ। সুতরাং জীবন চলার পথে অন্য দশ জন যেভাবে তাদের তিরিক্ষি মেজাজ, ক্রোধ বা রাগের বলগাহীন ব্যবহার করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্য হিসেবে আমরা তা করতে পারি না।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, যারা সচ্ছল এবং অসচ্ছল অবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, যারা ক্রোধ দমন করে এবং মানুষকে মার্জনা করে আর আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন' (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫)। উক্ত আয়াতে করীমার ***'আফউন'*** শব্দের মাঝে তিনটি অবস্থার উল্লেখ রয়েছে। প্রথমটি হল, যে বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি অপরাধ করা হলো তিনি নিজের রাগকে সংযত করলেন। দ্বিতীয় অবস্থা হলো, তিনি অপরাধীকে নিজ হতেই ক্ষমা করে দিলেন। তৃতীয় অবস্থা হলো, তিনি তাকে কেবল ক্ষমাই করলেন না বরং অপরাধীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেন এবং কিছু উপকার সাধন করলেন। এ তিনটি স্তরে 'আফউন' এর দৃষ্টান্ত আমরা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নাতী, হযরত আলী (রা.) এর পুত্র হযরত ইমাম হাসান (রা.) এর জীবনের একটি ঘটনায় দেখতে পাই। হযরত হাসান (রা.) এর এক গোলাম অপরাধ করলে তিনি খুব রাগ করলেন এবং তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। তখন সেই গোলাম এ আয়াতাংশ আবৃত্তি করলেন, 'যারা ক্রোধ দমন করে।' এটা শোনা মাত্র হযরত হাসান (রা.) থেমে গেলেন। গোলাম এ সময় আবৃত্তি করলো, 'যারা মার্জনা করে।' এ কথা শুনে হযরত হাসান (রা.) সাথে সাথে গোলামকে ক্ষমা করলেন। অত:পর গোলাম আয়াতের শেষাংশ আবৃত্তি করলেন, 'আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন'। আল্লাহ্‌র এ কথা শোনামাত্র হাসান (রা.) গোলামকে আজাদ বা মুক্ত করে দিলেন। (সূত্র কুরআন মজীদ, টিকা ৪৮১) কুরআন করীমের সূরা আশ্ শূরা ৩৮ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, "এবং (এটা তাদের জন্যও) যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কাজ বর্জন করে এবং তারা যখন রেগে যায় তখন ক্ষমা করে"।

এই আয়াতের শব্দগুলো সব ধরণের পাপ ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য ব্যবহার হয়েছে। তথাপি রাগকে একটু পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা সীমা অতিক্রম করলে এই তিরিক্ষি মেজাজ তথা রাগ বা ক্রোধ থেকে বড় বড় পাপের সৃষ্টি হতে পারে। পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে। "আর মুমিনদের মাঝে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের জন্য তোমার (মমতার)ডানা মেলে ধর" (সূরা আশ্ শো আরা ঃ ১১৬)। আমাদের মনিব ও মাথার মুকুট হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর অনুসারিদের প্রতি সদাসর্বদা নরম হৃদয়ে ঠান্ডা মেজাজে কথা বলতেন এবং সাহাবাদেরও অনুরূপ ব্যবহারের শিক্ষা দিতেন। যেমন হযরত মারূর (রা.) বর্ণনা করেছেন, "আমি এক বার হযরত আবু যার (রা.) এর সাথে রাবামা নামক স্থানে দেখা করেছিরাম। তিনি এবং তাঁর খাদেম তখন একই ধরনের লুঙ্গী ও চাদর পরিধান রত অবস্থায় ছিলেন। আমি তাঁকে উক্ত সাম্যের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি একবার এক জন (নিজ ক্রীতদাস)কে গালি দিয়েছিলাম। আমি তার মায়ের নিন্দা করে তাকে লজ্জা দিয়েছিলাম। এতে নবী (সা.) আমাকে বললেন, হে আবু যার! তুমি তাকে তার মায়ের নামে লজ্জা দিলে ? তুমিতো এমন লোক যার মধ্যে এখনো মূর্খতা রয়ে গেছে। তোমাদের চাকররা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই কারো অধীনে তার ভাই থাকলে, সে নিজে যা খায় এবং যা পরে তাকেও যেন তাই খাওয়ায় ও পরায়। আর তাদেরকে বেশি কষ্টকর কাজ করতে না দেয়। এরূপ কাজ করতে দিলে তাদেরকে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন।"(বুখারী, কিতাবুল ঈমান) হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন, 'তোমরা শুনেছ, আগের লোকদের কাছে এ কথা বলা হয়েছে, খুন করো না; কিন্তু আমি তোমাদের বলেছি, যে কেউ তার ভাইয়ের উপর রাগ করে সে বিচারের দায়ে পড়বে। যে কেউ তার ভাইকে বলে, তুমি অপদার্থ, সে মহাসভায় বিচারের দায়ে পড়বে। আর যে কেউ তার ভাইকে বলে, 'তুমি বিবেকহীন; সে জাহান্নামের আগুনের দায়ে পড়বে। কেউ তোমাদের নামে মামলা করলে আদালতে যাওয়ার আগেই তার সঙ্গে তাড়াতাড়ি মীমাংসা করে ফেল। তা না হলে সে তোমাকে বিচারকের হাতে দিবে, আর বিচারক তোমাকে পুলিশের হাতে দিবে, আর পুলিশ তোমাকে জেলে দিবে। আমি তোমাকে সত্যি বলছি, শেষ পয়সাটা খরচ না হওয়া পর্যন্ত তুমি সেখান থেকে মুক্তি পাবে না' (মথি ৫: ২১,২২,২৫)।

তিনি (আ.) আরো বলেন, তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছে, 'তোমার প্রতিবেশিকে মহব্বত করো এবং শত্রুকে ঘৃণা করো। কিন্তু আমি বলছি, তোমরা শত্রুদেরকেও মহব্বত করো, যারা তোমাদের উপর জুলুম করে তাদের জন্য মুনাজাত করো। যেন লোকে দেখতে পায় যে, তোমরা সত্যিই তোমাদের বেহেশতি পিতার সন্তান' (মথি: ৪৩)। মুহাম্মদী মসীহ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাঁর জামাতের সদস্য-সদস্যাদের নসীহত করতে গিয়ে বলেছেন, 'তোমাদের যারা গালি দেয় তাদের জন্য দোয়া করবে। আর যারা কষ্ট দেয় তাদের জন্য আরামের ব্যবস্থা করবে' (কিশতিয়ে নূহ)।

হযরত শেখ সাদী (রহ.) বলেছেন, "আমি ঐ পিঁপড়া, যাকে প্রতিদিন মানুষেরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পদদালিত করে চলে যায়। আমি বল্লা নই যে, মানুষকে দংশন করে কান্না-কাটি করাব এবং দুঃখ দিব" (গুলিস্তা, বয়ান-১২৪)। হযরত শেখ সাদী (রহ.) মানুষকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষকে যদি পিঁপড়ার ন্যায় পায়ের তলাতে পিষে ফেলার চেষ্টা করা হয় তবুও বল্লার মতো পাল্টা আক্রমণ করে কারো গায়ে হুল ফুঁটিয়ে কষ্ট দেয়া উচিত নয়। তিনি আরো বলেন, "তুমি যখন লড়াইয়ের উপক্রম দেখ, তখন তুমি ধৈর্য ধারণ কর। কেননা নম্রতা লড়াই বন্ধ করে; নম্র ব্যবহার ও মিষ্টি ভাষার মাধ্যমে একটি উম্মত্ত হাতীকেও চুল দিয়ে বেঁধে রাখা যায়। অতএব তুমি যেখানেই লড়াই দেখ নম্র ব্যবহার কর। কেননা রেশম অত্যন্ত নরম কিন্তু তা ধারাল ছুরি দ্বারা কাটা যায় না" (গুলিস্তা, বয়ান-১৫৩)।

"তুমি দুর্গের দেওয়ালের ওপর পাথর ছুঁড়ে মেরো না। কেননা হতে পারে দুর্গ হতে পাথর এসে তোমার শরীরেই লাগবে"(গুলিস্তা, বয়ান-১৫৫)। "অনেক মশা একত্রিত হয়ে হাতীকে মেরে ফেলতে পারে, যদিও হাতী অনেক শক্তি রাখে। পিপড়ারা যদি একত্রিত হয় তবে রাগান্বিত হিংস্র বাঘের চামড়া খসিয়ে ফেলতে পারে" (গুলিস্তা, বয়ান-১৫৬)। কোন অফিস বা সমাজের কর্তা-ব্যক্তি যদি তার অধঃস্তনদের সাথে কারণে অকারণে তিরিক্ষি মেজাজ, রাগারাগি বা ক্রোধ প্রদর্শন করেন অথবা তাদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করতে থাকেন, তবে কোন এক সময় অধিনস্তরা ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যাবার কারণে কর্তা-ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় অফিস বা সমাজের কর্তারা পালিয়েও জীবন বাঁচাতে পারেন না। সর্বস্তরের কর্তা-ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে যে, হাতে ক্ষমতা আছে বলেই কারণে অকারণে অধিঃনস্তদের প্রতি ক্ষমতার অপব্যবহার ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'সে ব্যক্তি বীর পুরুষ নয় যে কুস্তিতে অপরকে ধরাশায়ী করে দেয় বরং বাহাদুর তো সেই ব্যক্তি যে ক্রোধ ও উত্তেজনার সময় আত্মসংযমী হয়" (বুখারী)। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) আরো বর্ণনা করেন যে, একবার একজন লোক নবী করীম (সা.) এর খেদমতে আরয করল, 'আমাকে নসিহত করুন। তিনি (সা.) বললেন, উত্তেজিত হয়ো না। লোকটি বার বার নবী করীম (সা.) কে নসহিত করতে আরয করতে থাকলেন। আর নবী করীম (সা.) বার বার বলতে থাকলেন, উত্তেজিত হয়ো না'(বুখারী, কিতাবুল ঈমান)।

জন্মগত ভাবে মানুষের মাঝে মাটি, আগুন, পানি আর বাতাসের উপাদান রয়েছে, সুতরাং সমাজ জীবনে চলার পথে মানুষের মাঝে রাগ বা উত্তেজনা সৃষ্টি হতেই পারে। যদি কোন কারণে কোন

ব্যক্তি উত্তেজিত হন তবে সেই উত্তেজনাকে দমন করার ঔষধ নিম্নরূপ: হযরত আতিয়াহ্ ইবনে উরওয়াহ্ সাদীরা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, 'হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, ক্রোধ শয়তানের পক্ষ হতে আর শয়তান আগুনের তৈরী, বস্তুত আগুন পানি দ্বারা নিভানো হয়। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ উত্তেজিত হয় তখন সে যেন অযু করে নেয়' (আবু দাউদ)। মেশকাত শরীফের এক হাদিসে উত্তেজিত অবস্থাকে শীথিল করতে পানি পানের উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবু যার (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'যখন তোমাদের মাঝে কারো উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তখন সে যদি দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে তবে যেন বসে পড়ে, যদি এতে রাগ চলে যায় তো ভাল, অন্যথায় যেন সে মাটিতে শুয়ে পড়ে' (আহমদ, তিরমিযি)। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম(সা.) বলেছেন, 'কোন লোকের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি রাগ করে এভাবে সালাম-কালাম বন্ধ করে থাকা উচিত নয় যে, দুই জনের দেখা হলে, এক জন একদিকে আরেকজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের দুই জনের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে সালাম দ্বারা আগে কথা-বার্তা শুরু করে' (বুখারী, কিতাবুল আদব)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেন, "আদিকাল হতেই আল্লাহ্ তা'লা বলে এসেছেন যে, পবিত্র হৃদয় হওয়া ছাড়া পরিত্রাণ নেই। সুতরাং তোমরা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যাও এবং কুপ্রবৃত্তি, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ও উত্তেজনা হতে মুক্ত হও' (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন)।

বয়আত করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে দাখিল হবার সময় যে দশটি শর্ত পাঠ করতে হয় তার দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে: "মিথ্যা, ব্যভিচার, কুদৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হোক না কেন তার শিকারে পরিণত হবে না"। আর চার নম্বর শর্ত হচ্ছে: "উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে সাধারণত: আল্লাহ্‌র কোন জীবকে বিশেষত: কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না" (ইশতেহার তকমীলে তবলীগঃ ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)।

তিরিক্ষি মেজাজ, রাগ বা ক্রোধ পরিবার, সমাজ ও ধর্মীয় জগতে যেমন গ্রহণীয় নয়, তদ্রুপ মেডিকেল সাইন্সেও গ্রহণযোগ্য নয়। ২৩শে মার্চ, ২০১২ইং দৈনিক কালের কণ্ঠ ডেক্স-এ রাগ বিষয়ক এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'আপনি কি বদমেজাজি ? সামান্য কোন কারণে চট করে রেগে যান? কিছুতেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না? ব্যক্তিত্বের এই বৈশিষ্ট আপনার সামাজিক সম্পর্কের জন্য যেমন নেতিবাচক তেমনি শরীরের জন্যও ক্ষতিকর। কিছুটা অদ্ভূত শোনালেও গবেষকরা বলেছেন, বেশি রাগ বা উত্তেজনা ফুসফসের জন্য ক্ষতিকর। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের একদল বিজ্ঞানী বদমেজাজি লোকদের ওপর আট বছর যাবত গবেষণা চালান। এতে তারা দেখতে পান, স্বভাবগত ভাবে রাগী বা উত্তেজিত লোকদের ফুসফুসের কার্যক্ষমতা যারা সহজে রাগে না তাদের তুলনায় অনেক কমে গেছে। ড. জন মুরে গিলান বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তি রেগে যায়, তখন শরীরের ভিতর কিছু হরমোন নিঃসৃত হয়। এই রাসায়নিকগুলো ফুসফুসের শ্বাস-প্রশ্বাস নালীর কোষের ক্ষতি করে। তিনি বলেন, ধুমপানের ক্ষতিকর প্রভাবের তুলনায় এর মাত্রা কম হলেও দীর্ঘমেয়াদে এটি ফুসফুসের অপূরণীয় ক্ষতি করে থাকে। পরামর্শ হিসাবে গবেষকরা বলেন, ব্যস্ত রাস্তায় জানজটে আটকে আছেন, গাড়ি একটুও নড়ছে না-এমন পরিস্থিতিতে রাগে হৈ চৈ শুরু করার আগে গভীর ভাবে একবার শ্বাস নিন, ধীরে ধীরে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনুন, আর চিন্তা করে দেখুন, এক্ষেত্রে উত্তেজিত হলে কী লাভ, এতে কী গাড়ী নড়তে শুরু করবে ? নাকি আপনি অযথাই আপনার ফুসফুসকে বাড়তি কষ্ট দিতে যাচ্ছেন? বরং চট করে রেগে না যাওয়াই আপনার শরীরের জন্য মঙ্গল।'

অতীতের রাগে ভবিষ্যতের রোগ:- 'হাসি আনন্দের মতো রাগ-ক্ষোভও জীবনেরই অংশ। কিন্তু প্রতিনিয়ত রাগ ধরে রাখলে তো আর আনন্দের জীবন উপভোগ করা যায় না। তা না হয় না-ই করলেন, এমনকি পুরানো রাগ মনে করাও ক্ষতিকর। কেবল মনের ওপর নয় শরীরের ওপরও এর প্রভাব অনেক। পুরানো রাগ মনে করে জীবন অতিবাহিত করলে ভবিষ্যতে আপনি অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন। সাম্প্রতিক এক গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা এই সতর্কবার্তা দিয়েছেন। গবেষণায় এটাও দেখা গেছে যে, অতীত নিয়ে না ভেবে ভবিষ্যত নিয়ে ভাবলে অসুস্থতা এড়ানো যায়। তবে ভবিষ্যত নিয়ে বেশি ভাবলে আবার জীবন উপভোগ করা যায় না। স্পেনের গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক এ গবেষণা চালান। গবেষণায় তারা দেখতে পান, যারা অতীতের রাগ-দুঃখ নিয়ে বেশি চিন্তা করেন, তারা বেশী যন্ত্রনায় ভোগেন। এর চেয়ে যারা অতীতকে ভুলে বর্তমানকে মেনে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন তারাই সুখী ও স্বাস্থবান। ৫০জন নারী পুরুষের ওপর এ গবেষণা চালানো হয়। তাদের অতীত ও ভবিষ্যতের অনুভূতির পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং জীবনের মান নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। এ সব প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করেই গবেষকরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন' (কালের কণ্ঠ ডেক্স, মার্চ, ৩১/০৩/২০১২ ইং)।

সব শেষে ভাববাদি সমাজে বহুল প্রচলিত মন্ত্র স্মরণ করিয়ে প্রবন্ধের ইতি টানছি, মন্ত্রটি হচ্ছে: 'দিন-রাত হারাম খাও আর নাচতে নাচতে বেহেশতে যাও।' অর্থাৎ জীবনে চলার পথে বৈরী পরিবেশে যারা নিজের মেজাজ-মর্জি, রাগ বা উত্তেজনাকে দাঁতে দাঁত কামড়িয়ে হজম করতে পারেন, তাদের পক্ষে খোদার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করাটা কোন কঠিন কাজ নয়।

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(২য় কিস্তি)

নবুওতের সার্বজনীনতা

এ সম্পর্কে কুরআন যা বলে, তা হচ্ছেঃ

"এবং নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রসূল পাঠিয়েছিলাম (এই শিক্ষা সহ) যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং পুন্যের পথে বাধা-সৃষ্টিকারী বিদ্রোহী শয়তান থেকে বেঁচে চলো"। (আন্ নহল-১৬:৩৭)

দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে যে, হে আল্লাহ্‌র নবী! তুমি পৃথিবীতে একমাত্র নবী নও।

"এবং আমরা তোমার পূর্বেও অনেক রসূল পাঠিয়েছিলাম যাদের মধ্য থেকে কারও কারও বিষয় তোমার নিকটে আমরা বর্ণনা করেছি, এবং তাদের মধ্য থেকে কতকের উল্লেখ আমরা তোমার নিকট করি নি"। (আল্ মুমিন- ৪০:৭৯)

পবিত্র কুরআন ইসলামের পবিত্র নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্মরণ করিয়ে দিয়েছে :

'তুমি কেবল একজন সতর্ককারী। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি এবং এমন কোন জাতি নেই যার নিকটে সতর্ককারী আগমন করেনি'। (আল্ ফাতির- ৩৫:২৪, ২৫)

উপর্যুক্ত আয়াতগুলিতে এটা সম্পূর্ণরূপে বলা হয়েছে যে, অপরাপর ধর্মসমূহের উৎখাতসাধন দ্বারা সত্যের ওপরে একচেটিয়া অধিকার দাবী করে না। বরং সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, খোদা তা'লা সকল যুগের এবং পৃথিবীর সকল অঞ্চলের মানুষদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে আসছেন এবং সেই লক্ষ্যে তাঁর রসূলগণকেও প্রেরণ করেছেন, যাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ জাতির কাছে- যাদের মধ্যে তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন- ঐশী বাণী প্রচার করে গেছেন।

সকল নবীই সমান

প্রশ্ন উঠে যে, যদি পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন যুগে আল্লাহ্‌র নবীদের আগমন হয়ে থাকে, তাহলে কি তাঁদের সকলের ঐশী অথরিটি অভিন্ন? কুরআন শরীফের মতে সকল নবীরাই আল্লাহ্‌র। এবং সে কারণেই, ঐশী অথরিটির ব্যাপারে তাদের সকলেই সমভাবে সেই অথরিটি সমান তৎপরতা ও সমান শক্তিতে প্রয়োগ করে থাকেন। একজন নবীর সঙ্গে আর এক নবীর পার্থক্য সৃষ্টির কোন অধিকার কারো নেই। তাঁদের বাণীর প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে তাঁরা প্রত্যেকেই সমান। অন্যান্য ধর্ম এবং সেগুলির প্রবর্তকগণের প্রতি এবং সেই সঙ্গে ছোট ছোট নবীদেরও প্রতি ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে। যেহেতু প্রত্যেক নবীর প্রতি একই খোদার পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হয়েছে ফলে এই নীতিকে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্যসাধনের ক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে অন্যান্য ধর্মের নবীদের ঐশীবাণীর প্রতি যে বৈরিতার মনোভাব রয়েছে, তা সম্মান ও শ্রদ্ধার মনোভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রেও, পবিত্র কুরআনের অবস্থান সুস্পষ্ট এবং যুক্তিযুক্ত-

'এই রসূল (ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা) স্বয়ং ঈমান রাখে তার ওপরে যা তার প্রতি তার প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে, এবং অন্যান্য মু'মিনরাও, তারা সকলেই আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশ্‌তা এবং তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রসূলগণের উপরে ঈমান রাখে, (এবং তারা বলে) 'আমরা তাঁর রসূলগণের কারো মধ্যে

কোনও পার্থক্য করি না' এবং তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং আমরা আনুগত্য করলাম'। (আল্ বাকারা-২:২৮৬)

এ বিষয়টির কথা কুরআন মজীদের আরো অনেক আয়াতে বলা হয়েছে-

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলগণকে অস্বীকার করে, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় এবং বলে 'আমরা কতকের ওপর ঈমান আনি এবং কতককে অস্বীকার করি' এবং তারা চায় যেন তারা এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে।

"তারাই প্রকৃত কাফের এবং আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

"এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের উপরে ঈমান আনে এবং তাদের কারো মধ্যেই পার্থক্য করে না, তারাই ঐ সকল লোক যাদেরকে তিনি শীঘ্রই তাদের পুরস্কার দিবেন। বস্তুতঃ, আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়"। (আন্ নিসা-৪:১৫১-১৫৩)

প্রামাণিকত্ব (Authenticity) সমান হলে কি পদমর্যাদা ভিন্ন হতে পারে?

সকল নবীর প্রামাণিকত্ব সমান হলে কি তাঁদের পদমর্যাদাও সমান হবে? এই প্রশ্নের জবাব এটাই যে, বহুক্ষেত্রে নবীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন, তাঁদের ব্যক্তিগত গুণাবলীর ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে, পার্থক্য রয়েছে তাঁরা প্রত্যেকে কীভাবে তাঁদের দায়িত্বাবলী পালন করেছেন সে ক্ষেত্রেও। আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁদের নৈকট্যের ব্যাপারে এবং আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে যে পারস্পরিক মর্যাদা তাঁরা লাভ করেছেন সে ব্যাপারে নবী ও রসূলদের কারো কারো সঙ্গে অপরের পার্থক্য রয়েছে। পবিত্র কুরআন, বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলিতে নবীদের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তা থেকেও প্রমাণিত হয় এই সিদ্ধান্ত।

কুরআন করীম স্বীকার করে যে, এই পদমর্যাদার পার্থক্যটা এরূপ যে, এতে মানুষের শান্তি নষ্ট হয় না। যে কুরআন শরীফ ঘোষণা করে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঐশীবাণী লাভের প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে এক নবীর সঙ্গে অপর নবীর কোন পার্থক্য নেই, সেই কুরআন শরীফই ঘোষণা করছে:

'এই রসূলগণ-যাদের মধ্য থেকে আমরা কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি-তাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাদের সঙ্গে আল্লাহ্ ব্যাক্যলাপ করেছেন, এবং তাদের মধ্যে কতককে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন'। (বাকারা-২:২৫৪)

এই প্রস্তাবনা গৃহীত হওয়ার পরও, যে কেউ স্ববিস্ময়ে বলতে পারে যে, তাহলে নবীদের মধ্যে কে সর্বোচ্চ পদ মর্যাদার অধিকারী! এটা একটা স্পর্শকাতর ইস্যু: তবু এই প্রশ্নটা সম্পর্কে কেউ তার চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। সকল ধর্মের অনুসারীরাই এই দাবী করে থাকে যে, তাদের ধর্মের প্রবর্তক অপরাপর সকল ধর্মের প্রবর্তকগণের চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং চারিত্রিক উৎকর্ষে, মহত্বে, ধর্মপরায়ণতায়, সম্মানে- এক কথায় একজন নবীর জন্য অপরিহার্য সকল গুণাবলীতে- কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। তাহলে ইসলামও কি এই দাবী করে যে, ইসলামের পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সমস্ত নবীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন? হ্যাঁ, ইসলাম দ্ব্যর্থহীনভাবে এই দাবী করে যে, হযরত রসূলে পাক (সা.) হচ্ছেন পৃথিবীর সকল নবীগণের মধ্যে সকল গুণাবলীতে সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তথাপি, এই দাবীর ক্ষেত্রে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা অতি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমে, এটা মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মই নবুওতের সার্বজনীনতা স্বীকার করে না। যখন ইহুদীরা দাবী করে (যদি তারা তা করেই) যে, মূসা (আ.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তখন তারা মূসার সাথে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু ও মুহাম্মদ (তাঁদের সকলের ওপরে আল্লাহ্‌র শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হোক)-এর তুলনা করে না। কারণ, তারা উল্লিখিত মহান ধর্ম-প্রবর্তকগণের কারো দাবীকেই সত্য এবং গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করে না। অতএব, নবীদের যে তালিকা ইহুদীরা দেয় তাতে পুরাতন নিয়মে (Old Testament) নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত নবীদের নাম ছাড়া অপর কোন নবীর নাম নেই। এমনকি, অন্যত্র কোথাও নবী আগমনের সম্ভাবনাও সেখানে বাতিল করা হয়েছে। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে, যে কোন ইহুদী নবীর শ্রেষ্ঠত্বের যে দাবী তারা করে, তা ইসলামের দাবীর সমপর্যায়ে পড়ে না। কেননা ইহুদী ধর্মমতে, বাইবেলের বাইরে কোন নবী নেই। এক্ষেত্রে, বৌদ্ধ ধর্ম, যরাথুস্ট্রের ধর্ম, হিন্দুধর্ম প্রভৃতির দাবীও ঠিক একই প্রকারের।

তথাপি, একটা পার্থক্যের কথা মনে রাখতে হবে। যখন আমরা তাদের নবীদের কথা বলি, তখন আমরা এও জানি যে, তারা তাদের ধর্ম পুরুষদের সব সময় নবী বলে উল্লেখ করে না। নবী ও রসূল সম্পর্কে যে ধারণা ইহুদী, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্ম দান করে তা অন্যান্য ধর্মগুলিতে নেই। বরং তারা তাদের ধর্মের প্রবর্তকদের এবং ধর্মগুরুদের মনে করে যে, তারা সবাই পবিত্র ব্যক্তিসত্তা, অথবা ঈশ্বরের অবতার, অথবা স্বয়ং ঈশ্বর, অথবা তদনুরূপ একটা কিছু। সম্ভবতঃ, এ ব্যাপারে, খ্রিষ্টান ধর্মের দিক থেকে যীশু খ্রিষ্টকেও ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করাই উচিত। কিন্তু ইসলামের মতে, তথাকথিত এই সকল ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের অবতার, অথবা তথাকথিত ঈশ্বর পুত্র বা ঈশ্বর সন্তানরা সকলেই ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী ও রসূল, যাঁদের ওপরে পরবর্তীকালে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছে তাদের অনুসারীরাই। বস্তুতঃ, আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, ইসলামের মতে, বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র পুরুষদের প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপের যে ব্যাপার তা ঘটেছে একটা ধীর প্রক্রিয়ায়,

এটা নবী-রসূলদের সমসাময়িক কোন স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার ছিল না। কিন্তু, এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো।

অবশ্য ইসলাম যখন এই দাবী করে যে, এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতাই হচ্ছেন সকল নবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তখন সে পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্মের পবিত্র পুরুষদেরকেও ইহুদী ও ইসলামিক ধারণা মোতাবেক নবীরূপেই গণ্য করে। পুনরুক্তি হলেও বলতে হচ্ছে যে, ইসলাম সমস্ত ঐশী ধর্মের প্রবর্তকদের কেবল মানুষরূপে গণ্য করে যাঁদেরকে আল্লাহ্ নবুওতের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।

এই সার্বজনীন ব্যাপারটাতে কোন ব্যতিক্রম নেই। যেমন, পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে-

'অতএব, তখন (তাদের) কেমন অবস্থা হবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং তোমাকেও এই সব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো'। (আন নিসা- ৪:৪২)

এই প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দান করার পর, আমরা এখন কুরআন করীম অনুযায়ী ইসলামের পবিত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মর্যাদা অনুধাবন করার চেষ্টা করবো। ইসলামের পবিত্র নবী সম্পর্কে সবচেয়ে সুস্পষ্ট এবং অকাট্য দাবী পেশ করা হয়েছে কুরআন করীমের নিম্নোক্ত বহুবিদিত এবং ব্যাপক আলোচিত আয়াতে-

'মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়, কিন্তু সে আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের মোহর এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।' (আহ্‌যাব- ৩৩ঃ৪১)

এই আয়াতের খাতাম শব্দটির বহু গূঢ় অর্থ রয়েছে, কিন্তু এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, খাতামান নবীঈন' উপাধির মর্ম হচ্ছেঃ সর্বোত্তম; সর্বশ্রেষ্ঠ; শেষ কথা; চূড়ান্ত অথরিটি; সবাইকে পরিবেষ্টনকারী; অন্য সকল সত্যতার তসদীক বা সত্যায়নকারী। (আরবি ভাষায় সকল অভিধান পি, ডব্লিউ লেন; আকরাব আল্ মুওয়ারিদ; ইমাম রাগিবের মুফ্‌রাদাত; ফাত্‌হ্ ও যুরকানী)।

অন্য একটি আয়াত, যাতে ইসলামের পবিত্র নবীর চরম উৎকর্ষের কথা বলা আছে, তাতে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, নবী করীম (সা.)-এর শিক্ষাই বিশুদ্ধ এবং চূড়ান্ত। আয়াতটি হচ্ছে :

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (ধর্মকে) পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপরে আমার নেয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম।' (মায়েদা- ৫ঃ৪)

এ দাবী থেকে এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, পৃথিবীর সকল শরীয়তবাহী নবীদের মধ্যে এবং পৃথিবীকে সবচেয়ে পূর্ণ ও বিশুদ্ধ শিক্ষাদান করার ক্ষেত্রে তিনি (সা.) সকল নবী-রসূলদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। এই মর্মকথাকে আরো জোরদার করে রসূলে পাক (সা.)কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, যে কিতাব তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হচ্ছে তা সর্বদা রক্ষা করা হবে এবং তাকে সর্বপ্রকারের প্রক্ষেপ থেকেও মুক্ত রাখা হবে। সুতরাং, এই শিক্ষাকে শুধু যে পারফেক্ট বা সম্পূর্ণ বলেই দাবী করা হয়েছে তাই নয় বরং সেই সঙ্গে এই ঘোষণাও দেয়া হয়েছে যে, এই কিতাব চিরস্থায়ী হবে, একে বিশুদ্ধ রাখা হবে, এর প্রতিটি শব্দকে ঠিক তেমনি হুবহু রাখা হবে যেভাবে সেগুলি অবতীর্ণ করা হয়েছিল ইসলামের প্রবর্তক রসূলে পাক (সা.)-এর ওপরে। এই সত্যের প্রামাণ্য সাক্ষ্য বহন করছে বিগত চৌদ্দশ' বছরের ইতিহাস।

এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কিছু আয়াত আছে :

'নিশ্চয়ই আমরাই অবতীর্ণ করেছি এই যিকর (কুরআন) এবং নিশ্চয়ই আমরাই এর হেফাযতকারী।' (আল-হিজর- ১৫:১০)

'নিশ্চয়ই, এ অতি গৌরবময় কুরআন, যা রয়েছে সুরক্ষিত ফলকে।' (আল্ বুরুজ- ৮৫:২২, ২৩)

উল্লিখিত আয়াতগুলির আলোকে সিদ্ধান্ত এটাই দাঁড়ায় যে, ইসলামের পবিত্র প্রবর্তক শুধু নিশ্চিতরূপে সর্বশ্রেষ্ঠই ছিলেন না, অধিকন্তু তিনি ছিলেন চূড়ান্ত ও সর্বশেষ শরীয়ত আনয়নকারী নবী। এবং তাঁর (সা.) সেই অথরিটি বা কর্তৃত্ব বলবৎ থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত।

এই কথা বলাতে কেউ হয়ত ভাবতে পারেন যে, ইসলামের পবিত্র প্রবর্তকের চরম শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এই দাবীটি কি অন্যসব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে একটা বিরূপ মনোভাবের এবং ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করবে না? তাহলে, ইসলামের যে দাবী, ইসলাম মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রেই শান্তির গ্যারান্টি দান করে, তার সঙ্গে উক্ত দাবীর তাৎপর্যের সঙ্গতি কোথায়?

এই প্রশ্নটির কথা মনে রেখেই এই দাবীর ব্যাপারে আমাকে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। এই প্রশ্নের উত্তর পক্ষপাতমুক্ত ও অনুসন্ধানী মনের সন্তুষ্টির জন্য একাধিকভাবে দেয়া যায়। পূর্বেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্যান্য অনেক ধর্মের অনুসরীরাও অনুরূপ দাবী করে থাকে। তবে এতে উত্তেজিত না হয়ে প্রত্যেকের জন্য উচিত হবে যে, পরস্পরের এরূপ দাবীর গুণাগুণ নিয়ে অনুসন্ধান করে দেখা, বিচার বিবেচনা করে দেখা। কারো শুধু দাবী-ই যেন অপরাপর ধর্মের অনুসারীদের অনুভূতিতে আঘাত হানার কারণ না হয়। কেননা, অনুরূপ দাবী তো তারা সবাই করে থাকেন।

কিন্তু, ইসলাম এক্ষেত্রে আরো একধাপ অগ্রসর হয় এবং তার অনুসারীদেরকে বিনয় ও শালীনতার শিক্ষা দেয়, যাতে করে রসূলে পাক (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাদের যে বিশ্বাস তা প্রকাশ করতে গিয়ে তারা যেন অসতর্কতার কারণে অন্যদের মনে আঘাত না দেয়।

ইসলামের পবিত্র প্রবর্তকের (সা.) নিম্নোক্ত বাণী (হাদীস) দু'টি আলোকবর্তিকারূপে এই বিষয়টির ওপরে পর্যাপ্ত আলোকপাত করছে :

(১) একদা হযরত রসূলে পাক (সা.)-এর একজন সাহাবী (সঙ্গী), হযরত ইউনুস (আ.) যাঁকে একটা বিরাট মাছ (তিমি) গিলে ফেলেছিল, তাঁর একজন গোড়া ভক্তের সঙ্গে এক উত্তপ্ত বিতর্কে লিপ্ত হয়। বিতর্কে উভয় পক্ষই এই দাবী করছিলেন যে, তাঁর নবীই হচ্ছেন গুণে গরিমায় অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মুসলমান ব্যক্তিটি (অর্থাৎ সেই সাহাবী রা.) মনে হয় এমন ভাবে খোঁটা দিয়ে কথা বলেছিলেন যে, তাতে ইউনুস নবীর (আ.) সেই ভক্ত মনে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এলেন এবং তাঁর প্রতিপক্ষ ঐ সাহাবীর বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। তখন রসূলে পাক (সা.) সাধারণভাবে সবাইকে সম্বোধন করে যে নির্দেশ দিলেন, তা হচ্ছে:

'তোমরা আমাকে মাত্তার পুত্র ইউনুসের চেয়ে বড় বলে (এভাবে) প্রচার করো না।' (বুখারী)

হাদীসের অনেক মুসলিম ভাষ্যকার এই হাদীসটি নিয়ে বিব্রত বোধ করেন। কেননা দৃশ্যতঃ এই হাদীসটি পবিত্র কুরআনের সেই দাবীর বিরোধী, যাতে রসূলে করীম (সা.)-কে শুধু ইউনুস নবীরই (আ.) নয়, বরং সকল নবী রসূলের (আ.) চাইতে বড় বলা হয়েছে। কিন্তু সম্ভবতঃ তারা এই বিষয়টি লক্ষ্য করেন না যে, তিনি (সা.) যা বলেছিলেন তার অর্থ এই ছিল না যে, তিনি ইউনুস (আ.)-এর চেয়ে ছোট ছিলেন কিংবা তাঁর চেয়ে বড় ছিলেন; বরং তার অর্থ এই ছিল যে, তাঁর (সা.) অনুসারীদের এটা উচিত নয় যে, তারা তাঁর বড় হওয়ার বিষয়টাকে এমনভাবে প্রকাশ করে যাতে অন্যান্যদের মনে আঘাত লাগে। এই প্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়, তা হচ্ছে নবী করীম (সা.) এ উক্তির মাধ্যমে মুসলমানদেরকে শিষ্টাচারের একটা সবক দিতে চেয়েছিলেন। তাদের তিনি এ শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, তারা যেন দম্ভ বা অহমিকায় পতিত না হয়। তারা যেন তাঁর (সা.) মর্যাদা নিয়ে এমনভাবে আলোচনা না করে যাতে অন্যান্যদের মনে আঘাত পায়। অন্যথায়, অনুরূপ মনোভাব ইসলামের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। কেননা তাতে ইসলামের নবীর জন্য মানুষের মন ও হৃদয়কে তো জয় করা যাবেই না বরং তাতে উল্টোটাই ঘটবে।

(২) হযরত রসূলে পাক (সা.)-এর এই মনোভঙ্গির সমর্থন পাওয়া যায় অপর একটি হাদীসে। উল্লিখিত বিতর্কের মতই এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন একজন মুসলমান একজন ইহুদীর সঙ্গে। উভয়েই এই দাবী ও পাল্টা দাবী করছিলেন যে, তার ধর্ম গুরুরাই অপরের ধর্মগুরুদের চেয়ে বড়। এক্ষেত্রেও, অমুসলিম লোকটি তার প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে নালিশ পেশ করলো। রসূলে পাক (সা.) তাঁর অভ্যাস মতবিনয় ও প্রজ্ঞা প্রদর্শন করলেন এবং মুসলমানদেরকে শালীনতা ও শিষ্টাচারের শিক্ষা দিয়ে বললেন-

'আমাকে মূসার চেয়ে বড় বলে ঘোষণা করো না'। (বুখারী)

মোদ্দা কথা হলো খোদা তা'লার সান্নিধ্য লাভের ক্ষেত্রে নবীদের মধ্যে কে কতটা মর্যাদার অধিকারী তা কেবল খোদা-ই নির্ধারণ করতে পারেন এবং তিনিই কেবল তা ঘোষণা করতে পারেন। এটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, বিশেষ যুগের বিশেষ কোন ধর্মের প্রেক্ষিতে সেই যুগের নবী সম্পর্কে খোদা তা'লা তাঁর সন্তোষ এমন ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন যাতে মনে হবে যে, সেই নবীই হচ্ছেন সেই যুগের সর্বোত্তম ব্যক্তি। যাহোক এটাও ঠিক যে, স্থান ও কালের সীমার প্রেক্ষাপটে তুলনার ক্ষেত্রে চরমত্ব প্রকাশক বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। এবং এই ব্যাপারটিই যে কোন পবিত্র পুরুষের অনুসারীদেরকে এ ধারণায় উপনীত করে যে, তাদের সেই ধর্মগুরুই হচ্ছেন সকল যুগের, এবং অনাগত সকল সময়েরও সর্বোত্তম ও পবিত্রতম ব্যক্তি। এ বিষয়ের প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস রাখাই অন্যের প্রতি আঘাত বলে মনে করা উচিৎ নয়। একটি সভ্য দৃষ্টিভঙ্গির জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, এই বিষয়গুলোকে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কলহ-কোন্দল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা। এবং এটাই ছিল প্রকৃত অর্থে রসূলে পাক (সা.)-এর উপরোক্ত নির্দেশবাণীর মর্মকথা। যদি বিনয়ের এবং শিষ্টাচার-শালীনতার এই নীতিকে সকল ধর্মই মান্য করে চলে তাহলে ধর্মীয় বাদানুবাদের জগতে একটি শুভ পরিবর্তন সূচিত হবে।

(চলবে)

অনুবাদ: **শাহ মোস্তাফিজুর রহমান**

অহংকার অনেক বড় পাপ

মাহমুদ আহমদ সুমন
মুয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আর (অহংকারবশে) মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং ঔদ্ধত্যের সাথে পৃথিবীতে চলাফেরা করো না। আল্লাহ্ কোনো অহংকারী ও দাম্ভিককে পছন্দ করেন না' (সূরা লুকমান: ১৮)। এ বিষয়ে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যার অন্তরে এক কণা পরিমাণ অহংকার আছে সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' একজন সাহাবী বললো, যদি কেউ সুন্দর পোশাক ও জুতা পছন্দ করে? তিনি (সা.) বললেন, অহংকার বলতে আত্মাভিমানে সত্যকে অস্বীকার করা এবং অন্যকে হেয় চোখে দেখা বুঝায়' (মুসলিম)। পবিত্র কোরআন এবং হাদিস থেকে বিষয়টি স্পষ্ট যে, কোনো অহংকারীকে আল্লাহ্ পাক পছন্দ করেন না। আমরা সাধারনত দেখি, অনেকেই এমন আছেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ধন-সম্পদ বা জ্ঞানের অধিকারী করেছেন। তারা নিজেকে অনেক কিছু মনে করে আর অন্যদের কিছুই মনে করে না। তারা নিজেদের অর্থের বা জ্ঞানের অহংকার করে, যার ফলে সাধারণ লোকদের সাথে কথা পর্যন্ত বলতে লজ্জাবোধ করে, তাদেরকে সম্মান করে না, এমনকি নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথেও খারাপ আচরণ করতেও দ্বিধা করে না। আর এমনটি করতে করতে তারা আল্লাহ্ থেকেও অনেক দূরে সরে যায়। সে ব্যক্তি শয়তানের আশ্রয়ে চলে যায়, তখন সে যা করে সব শয়তান করায়। আসলে অহংকার প্রদর্শনের পর থেকে শয়তান সূচনাকালেই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে, আমি এই অহংকারীকে বক্রতার পথে নিয়ে যাব, আর এতে শয়তান জোর প্রচেষ্টা চালানো শুরু করে আর মানুষকে আল্লাহ্‌র বান্দায় পরিণত হতে বাধা দিতে থাকে। শয়তান মনে করে যে, এই অহংকারীকে আমি বিভিন্ন পদ্ধতিতে এমন ভাবে ফাঁসাবো যে, মানুষ যদি সৎকর্ম সম্পাদন করতেও পারে তবুও নিজ প্রকৃতিগত অহংকারের কারণে আত্মম্ভরিতা তাকে ধীরে ধীরে ঔদ্ধত করে তুলে। এই ঔদ্ধ্যত্ব শেষ পর্যন্ত তাকে সেই কৃত সৎকর্মের পুণ্য থেকে বঞ্চিত করে দেয়। কেননা শয়তান প্রথম থেকেই এই সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল, সে মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করবে আর সে নিজেই তো অহংকারের কারণে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অমান্য করেছিল। এজন্য এটাই সেই যুদ্ধ, যা শয়তান অমূলক বিভিন্ন বাহানায় মানুষের ওপর চেপে বসে তাকে পরীক্ষায় ফেলে। তবে রহমান খোদার বান্দা যারা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা, ইবাদতে একনিষ্ঠ হয়ে এই আক্রমণ থেকে তারা আত্মরক্ষা করে চলে। তাছাড়া সাধারন ভাবে অহংকারের এই পদ্ধতি, যার মাধ্যমে শয়তান মানুষকে নিজ করায়ত্বে আনতে সক্ষম হয়ে যায়, এটা এমন এক বিষয় যাকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। কেননা অহংকার এমন একটি রোগ যা একবার কারো ঘাড়ে চেপে বসলে তা থেকে মুক্তি পাওয়া বড়ই কষ্টকর।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌পাক বলেন, 'আর পৃথিবীতে দম্ভ ভরে চলো না। কেননা তুমি কখনো পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতার পর্বতসমও হতে পারবে না' (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৭)। এই আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয় মানুষের অত্যন্ত নগন্য জীব, ফলে তার এতো কিসের অহংকার ? আমরা দেখতে পাই এমনও কিছু মানুষ আছেন যারা নিজেকে এমন বড় মনে করেন যে, অন্যকে মানুষই মনে করেন না আর নিজের গন্ডির বাইরে মিশতেই চায় না। অনেকের এই অহংকার ধীরে ধীরে এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে যার ফলে সে আল্লাহ ও রসূল (সা.) এর নৈকট্য থেকে এমনকি সকল প্রকার কল্যাণরাজি থেকেও দূরে চলে যায়।

হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, কেয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় আর সবচেয়ে আমার নৈকট্য লাভ করবে তোমাদের মধ্যকার সেই লোকেরা যারা সর্বোত্তম

নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হবে। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত আর আমার থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে সেই সব 'ছরছার' লোকেরা অর্থাৎ যারা কথা বানিয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলে 'মুতাসাদ্দিক' অর্থাৎ বড়াই করে মুখ ফুলিয়ে কথাবার্তা বলে আর 'মুতাফাইহিক' অর্থাৎ মানুষের ওপর ঔদ্ধত্য ফলায়। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! ছরছার আর মুতাসাদ্দিক-এর অর্থ তো আমরা জানি তবে মুতাফাইহিক কারা? তিনি (সা.) জবাবে বললেন, মুতাফাইহিক হলো তারা যারা আত্মম্ভরিতা, অহংকার ও ঔদ্ধত্যের সাথে কথা বলে' (সুনানে তিরমিযী, আবু আবুল বিররে ওয়া সিলাহ, বাব ফি সামালিল আখলাক)।

অপর এক হাদিসে রয়েছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক পাপের মূলে রয়েছে ৩টি বিষয় যা থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত, প্রথমত ঔদ্ধত্য থেকে বাঁচো, কেননা ঔদ্ধত্যই শয়তানকে প্ররোচিত করেছে, যেন সে আদমকে সিজদা না করে। দ্বিতীয়ত লোভ সংবরণ করো কেননা এই লোভই আদম (আ.)-কে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেতে উস্‌কিয়ে দিয়েছিল। তৃতীয়ত ঈর্ষা থেকে বাঁচো কেননা এই ঈর্ষার কারণেই আদমের দুই পুত্রের মধ্য থেকে একজন নিজের ভাইকে হত্যা করেছে। (আর রিসালাহ, আল কুশাইরিয়া, বাব আল হামাদি, পৃ: ৭৯)। আরও একটি হাদিসে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'জাহান্নাম ও জান্নাতের পরস্পরের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনা হবে। জাহান্নাম বলবে, আমার ভেতর ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অহংকারী লোকেরা প্রবেশ করবে আর জান্নাত বলতে শুরু করবে যে, আমার মাঝে দুর্বল আর গরীবেরা প্রবেশ করবে। এতে আল্লাহ্ তা'লা জাহান্নামকে বলেন যে, তুমি আমার শাস্তির প্রকাশকারী যাকে আমি চাই তোমার মাধ্যমে শাস্তি দিয়ে থাকি এবং জান্নাতকে তিনি (আল্লাহ) বললেন, তুমি আমার কৃপার বিকাশস্থল, আমি যাকে চাই তোমার মাধ্যমে কৃপাবর্ষণ করি। আর তোমাদের যা প্রাপ্য তোমরা উভয়ই তা পুরোপুরি পাবে' (সহিহ্ মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত, ওয়া সিফাতি নিয়ামেহা ওয়া আহলেহা)।

আল্লাহ্ করুন, আমরা সবাই যেন বিনয়, নম্রতা আর সৎ ব্যবহারের উত্তম পথে চলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাদৃষ্টি লাভকারী হই, আল্লাহ্ তা'লার জান্নাতে প্রবেশকারী হই আর প্রতিটি গৃহ যেন অহংকারের গুনাহ থেকে পবিত্র থাকে, আমীন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের তালীম দপ্তর-এর পক্ষ থেকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

তালীম দপ্তর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি যে, হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছরে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সর্বশেষ (২০১৬ সালে) ঘোষিত ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় সম্মাননা প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। অষ্টম শ্রেণী এবং তদুর্ধ্ব পরীক্ষার্থীরা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে।

এতদোপলক্ষ্যে সকল স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরুব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবানের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার জামা'তের কোনো ছাত্র বা ছাত্রী যদি এ সম্মাননা পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে স্থানীয় আমীর বা প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ জানুয়ারী ২০১৭ এর মধ্যে তথ্য কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত তারিখের পর কোন আবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আমাদের জন্য কষ্টকর।

জামালউদ্দিন আহমদ
তালীম দপ্তর

মরহুমা বেগম শামসুন্নাহার জোনাব সাহেবার সংক্ষিপ্ত জীবনাদর্শ

সুন্দরবন জামাতের সদস্যা বেগম শামসুন্নাহার জোনাব, স্বামী মরহুম শেখ জোনাব আলী হেডমাষ্টার সুন্দরবন উচ্চ বিদ্যালয়, সাতক্ষীরা বিগত ২৬/০৯/২০১৬ সোমবার রাত্র প্রায় ১০.৪৫ মিনিট ঢাকার বকশী বাজারস্থ দারুত তবলীগ মসজিদ কমপ্লেক্সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন- ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজেউন। মৃত্যু কালে মরহুমার বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর। সুন্দরবন জামাতের প্রতিষ্ঠা লগ্ন ১৯৬৩ সন হতে স্বামীর সাথে একত্রে তিনি বয়আত গ্রহন করেন। তিনি এক জন পরহেজগান, মোত্তাকী, বিনয়ী, অতিথী পরায়ন, তাহাজ্জুদ গুযার ও সর্বদা দোয়াকারিনী সর্বপরি তিনি আহমদীয়াতের খেদমতকারীনি এক অসাধারন মহিলা ছিলেন। ২০০১ সনের জুলাই মাসে তিনি ওসীয়্যত করেন (ওসীয়্যত নং-৩৩২৩৯) এবং জীবদ্দশাতেই সমুদয় হিস্যায়ে জায়েদাদ পরিশোধ করেন। যথা সময়ে নামায আদায়, রোযা পালন, প্রতি রমযানে এতেকাফে বসা এবং প্রতিদিন দীর্ঘ সময় ধরে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত ও মসিহ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক পাঠ ছিল তার নিয়মিত অভ্যাস।

সুন্দরবন জামাতে লাজনা ইমাইল্লাহ প্রতিষ্ঠা লগ্নে মরহুম মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ, মুরুব্বী সিলসিলা (মরহুম মাহমুদ আহমদ বাঙ্গালী, মোহতরম আমীর, অষ্ট্রেলিয়া-এর পিতা) তাঁকে মেয়ের মতো আদর করতেন এবং তিনিও তাঁকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে আদর আপ্যায়ন করতেন এবং তাঁর কাছ থেকে জামাতী তরবিয়ত শিক্ষা লাভ করতেন। তাঁরই উৎসাহে এবং স্বামীর পূর্ন সহযোগিতায় দীর্ঘ প্রায় দেড় দশকের উপর লাজনা ইমাইল্লাহ সুন্দরবনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পায়ে হেঁটে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামের মানুষের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে মিটিং করে মেয়েদের মধ্যে নামায, কোরআন, দোয়া এবং মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক পড়াতেন এবং পড়তে উৎসাহিত করতেন। সাতক্ষিরার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহনকারী ও শেখ জোনাব আলী হেডমাষ্টার সাহেবের স্ত্রী হওয়ার সুবাদে তিনি জামাতে আহমদীয়ার তবলীগ ও তরবিয়তসহ যাবতীয় কাজ স্বামীর সাথে একত্রে অত্যন্ত নির্ভিক চিত্তে, গর্বের সাথে প্রচার করতেন ও শিক্ষা দিতেন। তাদের স্বামী-স্ত্রী জুটি সম্পর্কে উভয়েরই এক অসাধারন অবদান ছিলো। স্বামী চাকুরীতে অবসর গ্রহনের পর উভয়ই ঢাকাস্থ জামাতের কেন্দ্রে অবস্থান করে ওয়াকেফে যিন্দেগীর ন্যায় অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন এবং বাংলাদেশের প্রায় ১০০টির অধিক জামাত সফর করে তবলীগ ও তবিয়তের কাজ করেছিলেন। তাঁর তবলীগে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে বহু সংখ্যক বয়আত হয়েছে। তার তবলীগের সফলতার কথা তিনি খুব উৎফুল্ল চিত্তে বর্ননা দিয়ে সকলকে তবলীগ করতে উৎসাহিত করতেন। তিনি প্রত্যহ এশার নামাযের পরপরই ঘুমাতেন এবং মধ্য রাত হতে সারা রাত্র তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। তিনি নিয়মিত ভাবে নামাজে যুগ খলিফা ও জামাতের সার্বিক উন্নতিসহ বুযূর্গ ব্যক্তি, ওয়াকেফে যিন্দেগী এবং সকল খেদমতকারীদের জন্য বিশেষ দোয়া করতেন। একই সাথে তিনি নাম নিয়ে অনেকের জন্য দোয়া করতেন। কেউ দোয়ার আবেদন জানালে তিনি কাগজে তার নাম ও সমস্যার কথা লিখে মুখস্থ করতেন এবং সমস্যা দূর না হওয়া পর্যন্ত তার খোঁজ খবর নিতেন এবং দোয়া করতে থাকতেন। কোন কোন সময় তাঁর এই দোয়া করার পদ্ধতি এবং নিয়মিত মুখস্ত করা দোয়া গুলো আমাদেরকে শুনাতেন যেন আমরাও তা করি।

মরহুমা বিগত ৩০/০৮/২০১৬ তারিখ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত অসুস্থতার কারনে অজ্ঞান হয়ে পড়লে ঢাকাস্থ হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের আই.সি.ইউ.তে রেখে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শক্রমে

হাসাপতাল হতে ১৮/০৯/২০১৬ তারিখ রিলিজ করা হলে মোহতরম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেবের পরামর্শ ও মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশে দারুত তবলীগ মসজিদ কমপ্লেক্সে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

বিগত ২৩, ২৪, ও ২৫ সেপ্টেম্বর -২০১৬ লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় বাৎসরিক ইজতেমা ও শুরা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত শত শত লাজনা ও নাসেরাত সদস্যাগণ অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে দল বেধে গভীর রাত পর্যন্ত তার কক্ষে দেখতে যেতেন। তাঁর কর্ম জীবনের স্মৃতিচারন করে কেদে কেদে দোয়া করতে করতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। কেউ বলেন আমার এই নানী / দাদীর কাছ থেকে আমরা নামায, কোরআন, জামাতের কাজ ইত্যাদি শিখেছি বলতে বলতে তাঁর হাত ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ইজতেমা ও শুরা শেষ হওয়ার ঠিক পরদিনই অর্থাৎ ২৬/০৯/২০১৬ তারিখ রাত্র ১০.৪৫ মিঃ তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ শব্দ করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মরহুমার পুর্ব ঘোষিত ইচ্ছা অনুযায়ী ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ মসজিদ প্রাঙ্গনে মোবাল্লেগ ইনচার্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব প্রথম জানাযার নামায পড়ান এবং সুন্দরবন জামাতস্থ গোরস্থানে শহীদদের সারির নিকটে মুসী / মুসীয়াদের সারিতে তাঁকে দাফন করা হয়। পরদিন অর্থাৎ ২৭/০৯/২০১৬ মরহুমার লাশ সন্ধ্যার পর সুন্দরবন জামাতে পৌঁছানোর পর তার বাড়ীতে অপেক্ষমান আহমদী, অ-আহমদী আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী মহিলাগণ মরহুমার স্মৃতিচারন করতে করতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। অতঃপর মরহুমার লাশ সুন্দরবন জামাতের মসজিদ প্রাঙ্গনে নেয়া হয়। কিছুক্ষণ পূর্বে মুষলধারায় বর্ষিত বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে শত শত পুরুষ ও পর্দার আড়াল থেকে মহিলাগণ কাদা পানির মধ্যে দাড়িয়ে মরহুমার দ্বিতীয় জানাযায় অংশগ্রহন করেন। মরহুমার ছেলের ঘরের এক নাতি মাওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, মুরুব্বী সিলসিলাহ্ কর্তৃক তাঁর দ্বিতীয় হাজির জানাযার নামাজ পড়ানো হয় এবং দাফনের পর খাকসারের দোয়ার মাধ্যমে দাফন কাজ সমাপ্ত করা হয়।

মরহুমা ৪-ছেলে ও ২- মেয়ে এবং ১৬-জন নাতি নাতনিসহ বহু আত্মীয় সজন ও গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর পরিবারের সদস্য সদস্যাদের অধিকাংশই মুসী ও মুসীয়া এবং সরাসরি জামাতের খেদমতে নিয়োজিত আছেন। মরহুমের একজন নাতি মাওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান পলাশ বর্তমানে বাংলাদেশ জামাতে ওয়াকেফে যিন্দেগী মুরুব্বী হিসেবে কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করছেন এবং এক নাতি জনাব শেখ জাকারিয়া শিমুল লন্ডনের জামেয়া আহমদীয়ার শেষ বর্ষের ছাত্র। বিদেশে বসবাসকারী তাঁর এক ছেলে শেখ মাগফুরুর রহমান এর বাড়ীতে বেলজিয়ামস্থ লিয়ের জামাত নামায সেন্টার অবস্থিত। তিনি উক্ত জামাতের সেক্রেটারী ফাইন্যান্সের দায়িত্ব পালন করছেন এবং এক নাতি আবুল বাশার তসলিম নায়েব সদর, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বেলজিয়াম ও একই সাথে লিয়ের জামাতের সেক্রেটারী তবলীগের দায়িত্ব পালন করছেন। বেলজিয়াম জামাতের মিশনারী ইনচার্জ বাগেজ সেকেন্দ্রাবাদ সাহেব গত ২৮/০৯/২০১৬ তারিখ এবং ২৯/০৯/১৬ তারিখ মোহতরম ন্যাশনাল আমীর ডাঃ ইদ্রিস আহমেদ সাহেবসহ একটি কেন্দ্রিয় টিম যার মধ্যে ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ জনাব আমার হোসাইন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত জনাব মনোয়ার আহমেদ ভাট্টি এবং সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বেলজিয়াম জনাব আফজাল আহমদ তৌকির, ন্যাশনাল জেনোরেল সেক্রেটারী জনাব এ্যাড. মুজিব ও ন্যাশনাল সদর, মজলিসে আনসারুল্লাহ জনাব এন এ শামিম আহমদ মরহুমার রূহের মাগফেরাত কামনা করতে ও পরিবারের সকল সদস্য সদস্যাকে ধৈর্যধারণ ও সমবেদনা প্রকাশ করতে জনাব শেখ মাগফুরুর রহমান সাহেবের বাসায় যান এবং সংক্ষিপ্ত যিকরে খায়ের অনুষ্ঠানের পর দোয়া করেন। বেলজিয়ামের কেন্দ্রিয় জামাত ব্রাসেলসে গত ০১/১০/২০১৬ মরহুমার গায়েবানা জানাযা এবং ০২/১০/২০১৬ তারিখ বাংলাডেক্স বেলজিয়ামের উদ্যোগে মরহুমার যিকরে খায়ের ও বিশেষ দোয়ার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩৮-জন উপস্থিত ছিলেন। মরহুমার নেক আদর্শ ও জামা'তের সেবার অসাধারন অবদানের কথা উল্লেখ করে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব হুযুর (আই.) সমীপে মরহুমার গায়েবানা জানাযার জন্য অনুরাধ জানিয়েছেন। মরহুমাকে আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মকামে স্থান দিন এবং পরিবারকে ধৈর্য ধারন ও অভিভাবক হারানোর সান্ত্বনা দান করুন ও সকলকে তাঁর আদর্শ জীবনের অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করুন- আমীন।

মোহাম্মাদ আব্দুল আজিজ
মরহুমার ছোট জামাতা এবং
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ফাইন্যান্স
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
ফারুক আহমেদ বুলবুল
মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

সংবাদ

নাখালপাড়া হালকার মসজিদ বাইতুল হুদায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে নাখালপাড়া হালকার মসজিদ বায়তুল হুদায় গত ২৬ আগষ্ট ২০১৬ শুক্রবার বাদ জুমুআ ১০৩ জন সদস্যের উপস্থিতিতে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। যয়ীমে আলার অনুমতি ক্রমে মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার প্রতিনিধি হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করি খাকসার, মোহাম্মদ গোলাম মোর্তুজা, মোন্তাযেম তবলীগ, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকা। পর্যায়ক্রমে আসন গ্রহণ করেন মোহাম্মদ লুতফর রহমান সাহেব ভাইস প্রেসিডেন্ট নাখালপাড়া হালকা, মোহতরম মুরুব্বি সিলসিলাহ মাওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলম ও মোহতরম নাসের আহমদ আনসারি, মোয়াল্লেম নাখালপাড়া হালকা। সভাপতির অনুমতিক্রমে অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মোহতরম মোহাম্মদ নাসির আহমদ, যয়ীম নাখালপাড়া হালকা।

সভাপতির অনুমতিক্রমে অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত ও এর বাংলা তরজমা পাঠ করে শুনান মোহতরম ফারুক আহমদ। অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী সুললিত কণ্ঠে রসূল (সা.)-এর শানে উর্দু নযম পরিবেশন করেন মোহতরম মোহাম্মদ নাসির আহমদ, যয়ীম নাখালপাড়া হালকা। সভায় রসূল (সা.)-এর সীরাতের উপর উপস্থিত শ্রোতা মন্ডলির উদ্দেশ্যে জ্ঞানগর্ভ ও তেজোদীপ্ত মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনের মাধ্যমে সমসাময়িক নৈরাজ্যের সমাধানে ২৩ মিনিটের বক্তব্য পেশ করেন মোকাররম মোহাম্মদ নাসের আহমদ আনসারী। আনুগত্য ও দোয়া কবুলিয়াতের উপর সমাপ্তি বক্তব্য পেশ করেন মোকাররম মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, মুরুব্বি সিলসিলাহ। এর পূর্বে শরিফ আহমদ যিনি একজন নও-মুবাঈন ১০ মিনিটের আবেগঘন বক্তব্য দেন। সেই সাথে সাবেক মেজর গোলাম আহমদ সাহেব ও নায়েব যয়ীম নাসির আহমদ সাহেব দুই জন নসিহতমুলক মূল্যবান বক্তব্য রাখেন, জাযাকুমুল্লাহ। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের সম্মানিত শ্রোতামন্ডলিরা ক্লান্তিহীন গভীর আগ্রহ নিয়ে রূহানি আলোচনা শ্রবণ করেন এ জন্য আমরা বিনম্রচিত্তে আল্লাহ্ তা'লার নিকট কৃতজ্ঞ, তিনি আমাদের এই সামান্য চেষ্টা কবুল করুন।

শফিকুল হাকিম আহমদ

বীরগঞ্জ জামা'তের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১২/০৮/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত বীরগঞ্জে বাদ জুমুআ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, প্রেসিডেন্ট বীরগঞ্জ জামাত। জনাব এম. এ. আনসারীর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ ওয়াহেদ। মহানবী (সা.)-এর জীবনের কিছু দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মৌ. রাশিদুল ইসলাম, জনাব এম. এ. আনসারী এবং মাওলানা শেখ শরীফ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্ রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪৬ জন উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শেষে মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। সবশেষে সভাপতির বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম

হেলেঞ্চাকুড়ি জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, হেলেঞ্চাকুড়ি জামাতে দীর্ঘদিন পরে হলেও গত ০২/০৮/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আফছার আলী, প্রেসিডেন্ট, হেলেঞ্চাকুড়ি। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মোছাদ্দেক হোসেন লিমন। নযম পরিবেশন করেন মাসরুর আলম খান প্রভাত। মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব মোতাহার হোসেন, যয়ীম আনসারুল্লাহ্, জনাব পয়জার আলী, কায়েদ খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং মৌ. শাহ আলম খান, মোয়াল্লেম। অনুষ্ঠানে ২ জন মেহমানসহ মোট ৪৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

শাহ আলম খান

ক্ষুদ্রপাড়া জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৩/০৮/২০১৬ রোজ বুধবার বাদ আসর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ক্ষুদ্রপাড়ায় মাওলানা শেখ শরীফ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ-এর সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী (সা.) শুরু হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। দোয়া পরিচালনা করেন সম্মানিত সভাপতি সাহেব। নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ সুমন আহমেদ। এরপর মহানবী (সা.) এর জীবনের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করেন মৌ. মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম ও মাওলানা শরীফ আহমদ। জলসার শেষে মেহমানদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। এতে মোট ৬৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম

মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকার উদ্যোগে নও-মুবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২রা সেপ্টেম্বর শুক্রবার নও-মুবাঈন সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয় সকাল ১০ ঘটিকায়। উক্ত সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন জনাব গোলাম মোর্তুজা, মোন্তাযেম তবলীগ এবং পরিচালনা করেন জনাব জাকির হোসেন হেলাল, মোন্তাযেম নও-মুবাঈন, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকা ।

সর্ব প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয় এবং কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব নজরুল ইসলাম। দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মাওলানা সোলায়মান সুমন। তারপর একটি আরবী কাসিদা পড়ে শুনান জনাব ইকরাম আহমেদ ফাহিম। তরবীয়তমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন মোহতরম মাওলানা সোলায়মান সুমন। প্রত্যেক নও-মুবাঈন তাদের ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করেন, তারা কি বুঝে আহমদী হলেন এবং আহমদী হওয়ার পরে তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা কি ?। এরপর জুমআর নামায আদায় করেন এবং নামাযের পর দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়। দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩.০০ ঘটিকায়। দ্বিতীয় অধিবেশন যোগদান করে মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। প্রথমে তিনি সকলের সাথে পরিচিত হয়ে একটি তরবীয়তমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন যা ছিল নও-মুবাঈনদের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ। এতে উপস্থিত ছিলেন ৪০ জন।

বটিয়াপাড়া ও চুয়াডাঙ্গা আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে বটিয়াপাড়া মসজিদে ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৩০/০৯/২০১৬ তারিখ শুক্রবার দিনব্যাপী বটিয়াপাড়া ও চুয়াডাঙ্গা আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে বটিয়াপাড়া মসজিদে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় তাহাজ্জুদের মাধ্যমে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা নাযেম মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন সাহেব। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মোহাম্মদ আমিনুজ্জামান সাহেব, নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন। কুরআন তিলাওয়াত, নযম উর্দু, বাংলা, লিখিত পরীক্ষা ও কুইজ এবং ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রথম স্থান অধিকারীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে সভাপতির ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট

আমীন অনুষ্ঠান

গত ০৪/০৯/২০১৬ তারিখ রোজ রবিবার বাদ এশা আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জামালপুর (হবিগঞ্জ) এর সদস্য জনাব তৌফিক আহমদ চৌধুরীর বড় মেয়ে আমাতুল ওয়াকিল অর্পার 'আমীন' অনুষ্ঠান হয়। সে একজন ওয়াকফে নও। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব রফিক আহমদ চৌধুরী। এরপর পবিত্র কুরআন হতে অংশবিশেষ তিলাওয়াত করে আমাতুল ওয়াকিল অর্পা। বাংলা নযম পাঠ করে আদনান আহমদ চৌধুরী। পবিত্র কুরআন পাঠের উপকারিতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন মৌ. হুমায়ুন কবির। এরপর নিয়মিত কুরআন পাঠের ফজিলত সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন। সবশেষে সভাপতি সাহেব সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন। পরিশেষে খাকসার ইজতেমায়ী দোয়া পড়াই। দোয়ার পরে সে পরিবারের পক্ষ থেকে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

কিশতিয়ে নূহ্ পুস্তকের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

মাদারটেক হালকার **"মসজিদুল হুদায়"** মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর **"কিশ্‌তিয়ে নূহ্"** পুস্তকের উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, বক্তাগণ কিশ্‌তিয়ে নূহ্ বইয়ের পটভূমি হতে উপসংহার পর্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে নিজের ভাষায় বক্তব্য পেশ করেন। অনুষ্ঠানটি ২ ঘন্টা ব্যাপি অনুষ্ঠিত হয়, দু'জন অ-আহমদীসহ সর্বমোট উপস্থিতি ছিল ৮২ জন। উক্ত অনুষ্ঠানটি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করা হয়, কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ সুমন আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব গোলাম কিবরিয়া রানা, এরপর বক্তব্য রাখেন জনাব আকবর হোসেন, জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ এবং জনাব মাওলানা মাসুম আহমেদ।

সর্বশেষ বক্তব্য রাখেন উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি ও মাদারটেক হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব এস. এম. রহমতউল্লাহ। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন জনাব সোহেল সাত্তার স্বপন, যয়ীম মাদারটেক হালকা। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ করা হয়।

দোয়ার আবেদন

ডাঃ কানেতা তালাত চৌধুরী (যুঁথী) এবার খুলনা সরকারী মেডিকেল কলেজ হতে কৃতিত্বের সাথে এম.বি.বি.এস পাশ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সেই উচ্চতর ডিগ্রী নেবার জন্য পড়াশুনা করছে এবং এবার ৩৭তম বি.সি.এস পরীক্ষায় অংগ্রহণ করেছে।

মহান আল্লাহ্ যেন তাকে উত্তমভাবে সফলতার সাথে কৃতকার্য করেন তার জন্য সকল আহমদী ভাই-বোনের নিকট বিনীতভাবে দোয়ার আবেদন করছি এবং আমাদের পরিবারের সকল সদস্যের জন্যও দোয়ার আবেদন করছি।

বাবুল আহমেদ চৌধুরী
ও হামিদা বেগম

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ঢাকার উদ্যোগে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

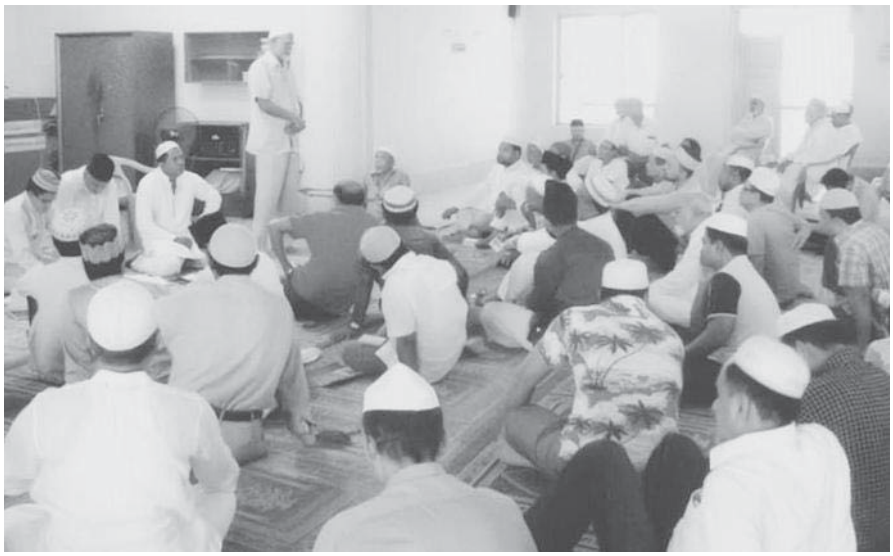

মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকার উদ্যোগে গত ৫ আগস্ট' ২০১৬ দারুত তবলীগ মসজিদে বাদ জুমুআ এক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত সভায় দোয়া পরিচালনা ও সভাপতিত্ব করেন জনাব মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। আমীর সাহেব সভায় নসিহতমূলক বক্তৃতার পাশাপাশি আমরা যেন একজন সত্যিকারের আনসার অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাজে প্রকৃত সাহায্যকারী হতে পারি এ বিষয়ের উপরে আলোচনা করেন। জনাব শফিকুল হাকিম আহমদ, যয়ীমে আলা ঢাকা, বয়আতের শর্ত, একজন আহমদীর কর্তব্য ও নৈতিক প্রশিক্ষণসহ হুযুর (আ.)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি এমটিএ-তে শুনার জন্য তাগিদ প্রদান করেন। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শেষ করা হয়। সভায় মোট উপস্থিত ছিল ৯৪ জন।

শফিকুল হাকিম আহমদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরার উদ্যোগে ২২তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিসে আনসারুল্লাহ্, ঘাটুরা, সরাইল ও নাটাই এর যৌথ উদ্যোগে গত ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ইং রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ২ দিন ব্যাপী ২২তম ইজতেমা পালন করা হয়। ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয় ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আল আমীন সাহেব, জেলা নাযেম ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব এস. এম. আবদুল হক ও নযম পাঠ করেন জনাব এস. এম. ইব্রাহিম সাহেব। উদ্বোধনী ভাষণ, আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে সভাপতি ইজতেমার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ মুছা মিয়া প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘাটুরা ও মোহাম্মদ দুলাল মিয়া যয়ীম, মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরা, জনাব শামসুদ্দিন মাসুম, মুরুব্বী সিলসিলাহ, জনাব শেখ মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল কর্মকর্তা এবং অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জনাব এস. এম. হাবিবুল্লাহ, চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রোজ শুক্রবার বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায, ফজর নামায ও কুরআন তিলাওয়াত করা হয় এরপর ইজতেমার ২য় দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। আনাসারুল্লাহ্ সদস্যদের ২টি ভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। যেমন, কুরআন তিলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, মৌখিক পরীক্ষা, স্মৃতি শক্তি পরীক্ষা, পয়গামে রেসানী ও কুইজ, খেলাধূলা ইত্যাদি। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রোজ শুক্রবার জুমুআর নামাযের সাথে আসরের নামায জমা আদায়ের পর দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়। বিকাল ৪ ঘটিকায় ২২তম বার্ষিক ইজতেমার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অধিবেশন শুরু হয়। উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আল আমিন সাহেব জেলা নাযেম। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব এস. এম. আবদুল হক ও নযম পাঠ করেন এস. এম. ইব্রাহিম সাহেব। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি। সভাপতি সাহেব সমাপনী ভাষণ, আহাদ পাঠ, পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ২২তম ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত ইজতেমায় মোট ৫০ জন আনাসারুল্লাহ্ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

এস. এম. সেলিম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে ২য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৮/০৮/২০১৬ রোজ বৃহস্পতিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে ২য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এ অনুষ্ঠানে কেন্দ্র থেকে লাজনা সদর সাহেবার ২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি দুজন হলেন নায়েব সদর-১ এবং তবলীগ সেক্রেটারী। সকাল ১০.৩০ মিনিটে নায়েব সদর-১ এর সভাপতিত্বে ইজতেমার ১ম অধিবেশন শুরু হয়। প্রথমে কুরআন তিলাওয়াত ও সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবা উপস্থিত সবাইকে নিয়ে আহাদনামা পাঠ করেন। হাদীস পাঠ ও কাসীদা পেশ করার পর লাজনাদের হাদীস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদানের পর কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন সকল লাজনা ও নাসেরাত বোনেরা অনেক প্রাণবন্ত ছিল এই পর্বটি। এরপর নামায ও খাওয়ার বিরতির পর ৩.১৫ মিনিটে ২য় অধিবেশন শুরু হয়। এ অধিবেশনে নাসেরাতের মিউজিক্যাল চেয়ার এবং লাজনাদের বালিশ খেলায় সকলেই অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে তালিম সেক্রেটারী সকলের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য এবং সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বক্তব্য প্রদান করেন। সবশেষে প্রেসিডেন্ট সাহেবা সমাপনী বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এতে ১৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

আমাতুল মজিদ

বৃহত্তম সিলেট জেলার ১৭তম বার্ষিক জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত

বৃহত্তম সিলেট জেলার ১৭তম বার্ষিক জেলা ইজতেমা গত ৭ ও ৮ অক্টোবর রোজ শুক্র ও শনিবার-২০১৬ তারিখে পাগুলিয়া মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্। ৭ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অধিবেশনের পর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ঐদিন দিবাগত রাত বা-জামাত তাহাজ্জুদের নামাযের ব্যবস্থা ছিল। ৮ তারিখ শনিবার বাকী প্রতিযোগিতার সকাল ৯টা হতে ১১টা পর্যন্ত তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার বেলা ১১.৩০ হতে ১২.৩০ হতে ১২.৪৫ মিনিট পর্যন্ত সমাপনী ও পুরস্কার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমা উপলক্ষে কেন্দ্র হতে জনাব ফজলুর রহমান, মোয়াবিন সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ, জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, কায়েদ মাল মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ ও জনাব মোজাফফর আহমদ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। রিজিওনাল মজলিস হতে জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন ও এস. এম. হাবীবুল্লাহ্ সাহেব যোগদান করেন। কর্মীসহ সর্বমোট ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন। যার মধ্যে একজন মেহমান ছিলেন। উদ্বোধনী ও সমাপনী অধিবেশনে জনাব ফজলুর রহমান সাহেব সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটিসহ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি রিজিয়ন ও জেলা নাযেম মহোদয়গণ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন কারণবশত এবার উপস্থিতি কিছুটা কম হয়েছে। চাঁদপুর চা বাগান মজলিস হতে কোন আনসার উপস্থিত হননি। মোট ৮টি বিষয়ে প্রতিযোতিা হয়। বৃহত্তর সিলেট জেলার ৭টি মজলিসের মধ্যে ৬টি মজলিস হতে ১৮ জন আনসার যোগদান করেন।

জানে আলম
জেলা নাযেমে আলা সিলেট

আল্-ইস্তিফতা, ইযালা-এ-আওহাম ও বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের উপর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

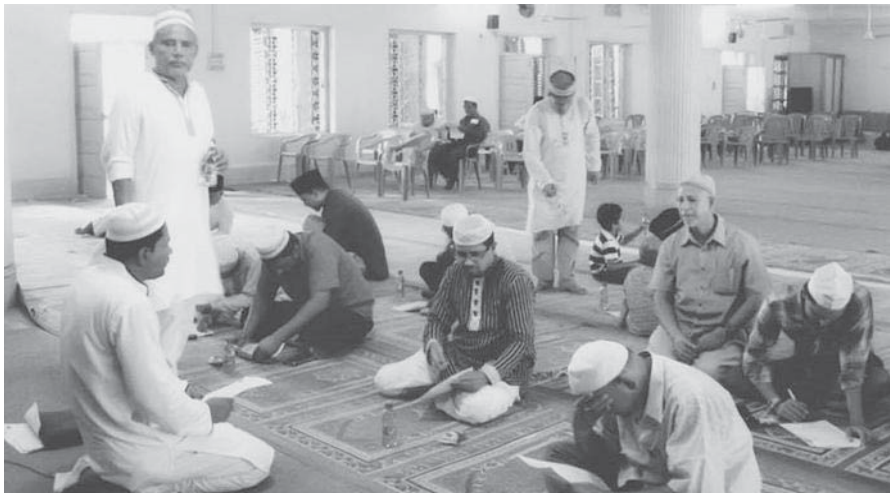

আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের কর্ম-ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর **আগস্ট** মাসে যে কার্যক্রম গ্রহন করা হয় তা নিম্নরুপ:

মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর কিতাব পাঠ : মজলিস আনসারুল্লাহ, ঢাকার উদ্দ্যোগে আগস্ট মাসের পাক্ষিক আহমদী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বারাহীনে আহমদীয়া, আল্-ইস্তিফতা ও ইযালা-এ-আওহাম পুস্তক পাঠ এ বিষয়ের উপর দৃষ্টি রেখে মজলিস আনসারুল্লাহ, ঢাকা বিগত ২৬ আগস্ট শুক্রবার বাদ জুমুআ MCQ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উক্ত পরীক্ষা হালকা মসজিদগুলিতেও নেয়ার জন্য চলতি মাসে ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শুভ বিবাহ

গত ২৯/০৭/২০১৬ তারিখ সুন্দরবন জামাতে একটি বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। পাত্র জনাব আলামীন হোসেন ঢালী, পিতা-জনাব কবিরাজ হেলাল উদ্দিন ঢালী। পাত্রী মুক্তা নাহার, পিতা-আব্দুর রহমান মোড়ল-এর বিবাহ ৮০,৯৯৯/- (আশি হাজার নয়শত নিরানব্বই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। মাওলানা রইছ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ এ বিয়ের এলান করান।

জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট নবদম্পতির কল্যাণময় সাংসারিক জীবনের জন্য বিনীত দোয়ার আবেদন রইলো।

বায়জিদ হোসেন
সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা,
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পরুলিয়ার মোয়াল্লেম কোয়ার্টার উদ্বোধন

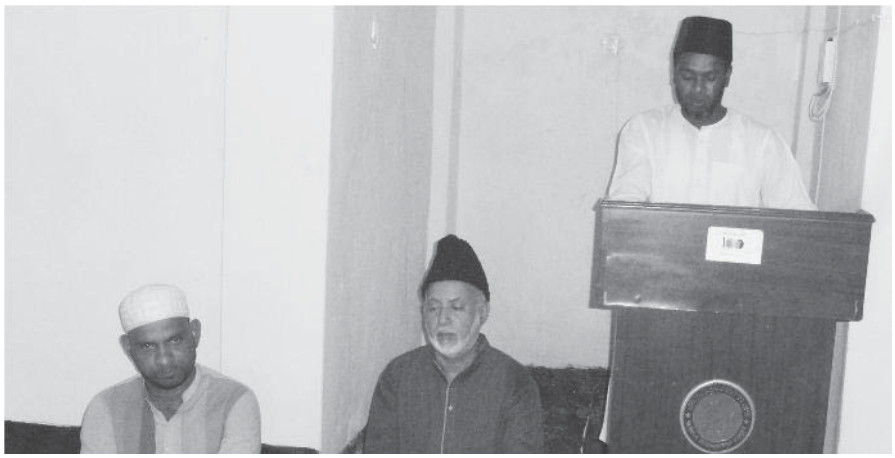

গত ০১/১০/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার মোহতরম ন্যানাল আমীর সাহেব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পুরুলিয়ার মোয়াল্লেম কোয়ার্টার উদ্বোধন করেন। জুমুআর নামাযের পূর্বেই ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল পুরুলিয়াতে পৌঁছায়। ন্যাশনাল আমীর সাহেব জুমুআর খুতবা এবং নামায পড়ান। বাদ জুমুআ ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মোয়াল্লেম জনাব আব্দুর রহমান সাহেব। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব উপস্থিত সকলের সাথে পরিচিত হবার পর এমটিএ-তে প্রচারিত সরাসরি হুযূর (আই.)-এর খুতবা দেখার বিষয়ে আলোপাত করেন। সাধারন সভায় মহারাজপুর, নাজিরপুর, পুরুলিয়া, মেরিগাছার আহমদী সদস্যরা যোগদান করেন। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব-এর সফরসঙ্গীদের মাঝে ছিলেন মোহতরম মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ সাহেব (সেক্রেটারী জায়েদাদ), মোহতরম মাহবুব হোসেন সাহেব (ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত), মোহতরম ইনসান আলী ফকির সাহেব (সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযি) এবং মোহতরম মামুন-উর-রশীদ সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলা প্রমুখ।

হাফিজুর রহমান
প্রেসিডেন্ট, আ. মু. জা. পুরুলিয়া

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে ২৩তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে গত ২৫-০৮-২০১৬ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ২৩তম বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমতে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন সকাল ৯.৩০ মিনিটে শুরু হয়। সভানেত্রী ছিলেন মোহতরমা মাসুদা পারভেজ, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিলরুবা বেগম মায়া, আঞ্চলিক মোফাত্তিস ঢাকা অঞ্চল-২। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও বাংলা তরজমা পাঠ করেন খাওলা দ্বীন উপমা। ইজতেমায়ী দোয়া পাঠ করেন মাসুদা পারভেজ, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ। অতঃপর ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন ফযল মাহমুদ, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। ইজতেমায়ী স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন দিলরুবা বেগম মায়া, চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি। বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন জাকিয়া আহমদ রুমকী, জেনারেল সেক্রেটারী, লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ। উর্দু ও বাংলা নযম পেশ করেন তাহমিনা ফয়েজ মিতু এবং বুশরা আক্তার। ইজতেমার বক্তৃতা পর্বে 'গীবত একটি জঘন্য পাপ' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সাদিয়া সালাম স্বর্ণা। 'ইহজগতে জান্নাতের প্রতিচ্ছবি নেযামে ওসীয়্যত ও খেলাফত' এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন তানজিদা আহমেদ শান্তা। 'বর্তমান প্রেক্ষাপট পর্দা' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাসুদা পারভেজ। যোহর ও আছর জমা নামাযের পর দুপুরের খাবারের জন্য অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশন শেষ হয়।

সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩ ঘটিকায়। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত ও বাংলা তরজমা পাঠ করেন প্রতিভা পৃথ্বি অহনা। উর্দু নযম পেশ করেন খাওলা দ্বীন উপমা। বক্তৃতা পর্বে 'আদর্শ পরিবার গঠনে নারীর ভূমিকা' এ বিষয়ে বক্তৃতা রাখেন ডা. শিমু আহমেদ। 'নামায প্রতিষ্ঠায় আমাদের করনীয়' এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন নুসরাত নাজির সুমী। অতঃপর কোরাস দলগতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। দিলরুবা বেগম মায়া (কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি) নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন মাসুদা পারভেজ, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ। অতঃপর কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন মাসুমা শামীম।

উক্ত ইজতেমা উপলক্ষে মাসব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শুকরিয়া জ্ঞাপনের পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরিশেষে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ২৩তম বার্ষিক ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত ইজতেমায় ১৮৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মাসুদা পারভেজ
প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ

মজলিস আনসারুল্লাহ্ মিরপুর-এর উদ্দ্যোগে স্থানীয় তালীম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্‌র অশেষ ফজলে মজলিস আনসারুল্লাহ্ মিরপুর-এর উদ্দ্যোগে গত ২২-২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে (বৃহস্পতি থেকে মঙ্গলবার) স্থানীয় তালীম তরবিয়তী ক্লাস মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। বাদ মাগরিব হতে রাত ৮.৩০ মি. পর্যন্ত চলমান এই ক্লাসে মোট ৩৬ জন অংশগ্রহণ করেছেন। ক্লাসের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন স্থানীয় যয়ীমে আলা আবু জাকির আহমদ। কায়েদ তরবীয়ত, মোহাম্মদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী সাহেব তবলীগ ও তরবিয়তী ক্ষেত্রে যুগ খলিফা (আই.) এর আকাঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত তরবিয়তী মান উন্নয়ন এবং তবলিগী ক্ষেত্রে আরও অধিক দায়িত্বশীলতা, দোয়া ও নিষ্ঠার সাথে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। ক্লাসে অর্থসহ নামায শিক্ষা, আহমদী ও অ-আহমদীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য, তবলিগী মাসলা মাসায়েল বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশদভাবে সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও 'আমাদের শিক্ষা' পুস্তক, 'আল ওসীয়্যত' পুস্তক ও 'খেলাফতের গুরুত্ব' শীর্ষক শিরোনামের উপর আলোচনা করা হয়। সমাপনী অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী সকলকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

-মহিউদ্দিন আহমদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার উদ্যোগে গত ২৫-০৮-২০১৬ তারিখ সকাল ৯.৩০ মিনিটে স্থানীয় জামাতের আমীর জনাব এস. এম. আনসার উদ্দিন সাহেব এর সভাপতিত্বে দারুল ফজলস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার নব-নির্বাচিত মজলিসে আমেলার একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি আরম্ভ হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে, কুরআন তিলাওয়াত করেন মুহাম্মদ ওমর আলী, সেক্রেটারী তবলীগ। অতঃপর দোয়া পরিচালনা করেন কর্মশালার সভাপতি স্থানীয় আমীর জনাব এস. এম. আনসার উদ্দিন।

অতঃপর জামাতের ব্যবস্থাপনায় কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্বের ওপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)ও খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর খুতবার আলোকে আলোচনা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতে নায়েব আমীর জনাব আহসান জামিল। কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে তাহরীকে জাদীদ বিধিমালার আলোকে আলোচনা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাক্তন আমীর ও সেক্রেটারী ওসীয়্যত ও সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। এরপর উপস্থিত সেক্রেটারীগণের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করা হয়। দুপুর ১২.৪৫ মিনিট পর্যন্ত এ অধিবেশন চলে। অতঃপর নামাযে যোহর ও দুপুরের খাবারের জন্য বিরতি প্রদান করা হয় এবং দুপুর ২.৪৫ মিনিটে পুনরায় অধিবেশন আরম্ভ হয়।

এ পর্যায়ে নায়েব আমীর জনাব আহসান জামিল সেক্রেটারীগণের পত্র প্রেরণ পদ্ধতি, সভার এজেন্ডা নির্ধারণ, কার্যবিবরণী লেখা, মাসিক সভাতে সেক্রেটারীগণের রিপোর্ট পেশ, জামাতের সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। অতঃপর সবশেষে চাঁদা আদায়, জামাতের নিয়ম মেনে চলা, বিধিমালা পাঠ এবং বুঝতে সমস্যা হলে আলোচনা করা, প্রয়োজনে কেন্দ্রের সহায়তা নেয়া, মজলিসে আমেলার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সেক্রেটারীগণের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে নসিহত ও আলোচনা করে, দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার স্থানীয় আমীর জনাব এস. এম. আনসার উদ্দিন সাহেব। উক্ত কর্মশালাতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার ১৫ জন সেক্রেটারী উপস্থিত ছিলেন।

এন এ শাহীন আহমেদ

বি-বাড়ীয়া আঞ্চলিক তবলীগী জোনের আওতাধীন ১৫টি জামা'তের সমন্বয়ে তবলীগ ও নও-মুবাঈন সংক্রান্ত মিটিং অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে ২৪শে সেপ্টেম্বর রোজ শনিবার বি-বাড়ীয়া আঞ্চলিক তবলীগী জোনের আওতাধীন ১৫টি জামাতের প্রেসিডেন্টগণ, দায়িত্বরত মুরুব্বী ও মুয়াল্লেম সাহেবান এবং তবলীগ ও নও-মুবাঈন বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে তবলীগ ও নও-মুবাঈন সংক্রান্ত মিটিং বি-বাড়ীয়া জামাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বি-বাড়ীয়া জামাতের শ্রদ্ধেয় আমীর মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন সাহেব এই মিটিংয়ের সভাপতিত্ব করেন। ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ ইমতিয়াজ আলী ও এডিশনাল ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত ও ওয়াকফে জাদীদ নও-মুবাঈন আবু জাকির আহমদ মিটিং এ উপস্থিত থেকে কেন্দ্রীয় দিক নির্দেশনাসমূহ পেশ করেন এবং সকলের সাথে মত বিনিময় করেন।

বি-বাড়ীয়া আঞ্চলিক তবলীগী জোনের ইনচার্য মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম এই মিটিং এর সমন্বয় সাধন করেন। স্থানীয় জামাতসমূহের সদস্য ও সদস্যদের তরবিয়তী মান উন্নয়ন এবং তবলীগ ও নও-মুবাইন সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

১৫টি জামাতের মধ্যে ১৩ টি জামাতের স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট ও অবশিষ্ট ২ টি জামাতের মনোনীত প্রতিনিধিগণ মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন। তারা সকলেই আন্তরিকতার সাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

-আবু জাকির আহমদ

ভাতগাও জামাতে নও-মুবাঈন সদস্য ও সদস্যাদের জন্য আয়োজিত ৩ দিনের তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে দিনাজপুর আঞ্চলিক তবলীগী জোনের আওতাধীন ৭টি স্থানীয় জামাতের উদ্দ্যোগে গত ০১-০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে (বৃহস্পতি থেকে শনিবার) নও-মুবাঈন সদস্য ও সদস্যাদের জন্য আয়োজিত তরবিয়তী ক্লাস ভাতগাও জামাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ক্লাসে লাজনা ও নাসেরাত (মহিলা) নও-মুবাঈন ১৩ জন এবং আনসার ও খোদ্দাম নও-মুবাঈন ১৩ জন এবং এছাড়াও স্থানীয় প্রায় ১৮/২০জন এই ক্লাসে অংশ নিয়েছেন। ক্লাসে ২ দিন তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাবস্থা ছিল। সন্ধায় তরবিয়তী বক্তৃতা ছিল এবং প্রতিদিন সকাল ০৬.৩০ মি. থেকে দুপুর ১২.০০টা পর্যন্ত ক্লাস হয় এবং ০২.২০মি. থেকে সন্ধা ০৬.০০টা পর্যন্ত ক্লাস চলে। উক্ত ক্লাসে কুরআন ক্লাস (যারা কুরআন জানে না তাদের ইয়াস্‌সারনাল কুরআন এবং যারা জানে তাদের শুদ্ধ নাযেরা) শিখানো হয়। দ্বীনি মালুমাত, আযান, অর্থ সহ নামায শিক্ষা, নযম, মাসনুন দোয়া এবং তবলিগী মাসলা মাসায়েল ও সাংগঠনিক বিষয়াদি ইত্যাদি শিখানো হয়। উক্ত ক্লাসে এতায়াতে নেযাম, খেলাফতের গুরুত্ব, মালী কুরবানী, ইসলাম শান্তির ধর্ম এতে জঙ্গীবাদের কোন সম্পর্ক ও স্থান নেই, মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ, দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং আল্লাহ্ তা'লা দোয়া কবুল করেন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত ক্লাসের সমাপ্তি অধিবেশনে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মো: আব্দুর রশিদ সাহেব, অত্র অঞ্চলের অর্থ সচিব ও সৈয়দপুরের প্রেসিডেন্ট জনাব মো: নাজিবুর রহমান সাহেব, আনসারুল্লাহ্‌র রংপুরের রিজিওনাল নাযেম ও প্রেসিডেন্ট জনাব মো: খন্দকার মাহবুবুল ইসলাম সাহেব ছাড়াও আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এই ক্লাসের সমাপ্তি অধিবেশনে নও-মুবাঈনদের দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠ করানো হয় এবং নও-মুবাঈনদের মধ্যে থেকে কয়েকজন **'আমি কেন আহমদী হলাম'**-এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তারা সকলেই নিজ এলাকায় গিয়ে তবলীগ করবেন বলে মৌখিক অঙ্গিকারও করেন।

-আবু জাকির আহমদ

মাহিগঞ্জ জামাতে আঞ্চলিক নও-মুবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্‌র অশেষ ফজলে গত ১৩ই অক্টোবর, ২০১৬ বৃহস্পতিবার ১দিন ব্যাপি আঞ্চলিক নও-মুবাঈন সম্মেলন মাহিগঞ্জ জামাতের নব নির্মিত "মসজিদে আফিয়্যাত"-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। রংপুর, শ্যামপুর ও মাহিগঞ্জ জামাতের নও-মুবাঈন (নতুন আহমদী) সদস্য ও সদস্যাদের তরবিয়তি প্রশিক্ষনের জন্য এই ক্লাসের আয়োজন করা হয়। ন্যাশনাল এডিশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত ও ওয়াকফে জাদীদ নও-মুবাঈন মোহতরম আবু জাকির আহমদ সম্মেলনে যোগদান করেন। ন্যাশনাল কাযা বোর্ডের সদস্য মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম সাহেব সফরসঙ্গী হিসাবে সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে ৩টি জামাতের ৪০ জন নও-মুবাঈন সদস্য ও সদস্যাদের তরবিয়তি প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। এছাড়াও স্থানীয় জামাত সমূহের প্রেসিডেন্ট ও মোয়াল্লেম সাহেবান সহ ৩৫ জন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন করেন। দিনব্যাপি এই তরবিয়তি প্রশিক্ষন ক্লাসে অংশগ্রহনকারী নও-মুাবাঈনগণ তাদের পরিচিতি তুলে ধরেন। ব্যাক্তিগত পরিচয় পর্বে নও-মুবাঈনগণ তারা কিভাবে আহমদীয়া জামাতের সাথে পরিচিত হলেন এবং বয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে আহমদীয়া জামাতের আকর্ষণীয় দিক সমূহের বর্ণনা করেন। উপস্থিত নও-মুবাঈন সকলেই আহমদীয়া জামাতে দাখিল হওয়ার মাধ্যমে তারা কিভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং নিজ পরিবারে আহমদীয়াতের পালনীয় কর্তব্য সমূহ নিষ্ঠার সাথে পালন ও নিজ গন্ডিতে আহমদীয়াতের সংবাদ পৌঁছানোর অঙ্গিকার করেন। শ্যামপুর নিবাসী জামাতের প্রবীন বুযূর্গ মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব আহমদীয়া জামাতের সত্যতা ও যুগ খলিফার আনুগত্যের উপকারীতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক তবলীগ আহবায়ক মাওলানা শরীফ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ্‌র সমন্বয়ে এই তরবিয়তি ক্লাসের আয়োজন করা হয়। তিনি আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও তাদের দোয়া কবুলিয়তের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

এছাড়াও আর্থিক কুরবানীর ফযিলত এবং নেযামের আনুগত্যের ফযিলত সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়। নও-মুবাঈনগণকে আহমদীয়া মসজিদে নিয়মিত জুমুআর নামায আদায় এবং এমটিএ-র মাধ্যমে যুগ খলিফার খুতবা সরাসরি শ্রবনের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামায আদায়, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং ইসলামী শিক্ষানুযায়ী পারিবারিক জীবন যাপন ও পত্রযোগে যুগ খলিফার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের আহবান জানানো হয়।

-মাওলানা শেখ শরীফ আহমদ
মুরুব্বী সিলসিলাহ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুরের উদ্যোগে নও-মুবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্‌র আশেষ ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুরের উদ্যোগে নও-মুবাঈন সম্মেলন গত ১১ অক্টোবর, ২০১৬ মঙ্গলবার মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌। মিরপুরে অবস্থানরত বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বয়আত গ্রহণকারী খোদ্দাম, আনসার ও লাজনা নও-মুবাঈন সদস্য ও সদস্যাগণের জন্য এই তরবিয়তি ক্লাসের আয়োজন করা হয়। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। কোরআন তিলাওয়াত করেন নও-মুবাঈন সদস্য মোহাম্মদ সেলিম মোল্লা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আবু জাকির আহমদ, ন্যাশনাল সেক্রেটারী, নও-মুবাঈন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। স্বাগত বক্তব্যে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত মিরপুর এর নও-মুবাঈন সদস্য ও সদস্যগণের উপর একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরেন এবং তাদের জামাতের রুটিন কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের পরিকল্পনা পেশ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত মিরপুর-এর সম্মানিত আমীর জনাব বি. আকরাম আহমদ খান চৌধুরী। সম্মেলনে মূল তরবিয়তি বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব দীর্ঘ সময় নিয়ে উপস্থিত সকলকে নসিহত করেন এবং সামাজিক ব্যাধি ও অবক্ষয় থেকে মুক্ত থাকার জন্য ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নিজ গৃহে অনুশীলনের আহবান জানান। তিনি নিয়মিতভাবে দোয়া করা এবং যুগ খলিফার (আই.) সাথে ব্যাক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নও-মুবাঈন সদস্য ও সদস্যাগণ তাদের পরিচয় পেশ করেন এবং বয়আত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দোয়া কবুলিয়তের নিদর্শন এবং আহমদীয়া জামাতে দাখিল হওয়ার পর আধ্যাত্মিক ভাবে কিভাবে উপকৃত হয়েছেন তার বর্ণনা করেন। মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর প্রদান করেন। কেন্দ্র থেকে আগত মাওলানা শাহ্‌ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মোবাল্লেগ সাহেবও তরবিয়তি বক্তব্য পেশ করেন। মোহতরম মোবাশ্‌শের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ তার তরবিয়তি বক্তব্যে নও-মুবাঈনদের জন্য আয়োজিত তরবিয়তি ক্লাসের প্রশংসা করেন এবং নও-মুবাঈন সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন এবং সাংগঠনিক রুটিন কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্তকরনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। হাফেয আবুল খায়ের সাহেব বায়তুল মাল, চাঁদার ব্যবস্থাপনা, তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ চাঁদার বরকত তুলে ধরেন। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলমান এই তরবিয়তি ক্লাসে ৮৫ জন নও-মুবাঈন সদস্য ও সদস্যা এবং ১৫ জন মেহমান সহ মোট ২৮০ জন অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে ৬ জন বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতে দাখিল হন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে নও-মুবাঈনদের জন্য আয়োজিত তরবিয়তি ক্লসের সমাপ্ত হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য চা-নাস্তা ও খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। স্থানীয় মজলিসের খাদেমরা অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে নিরাপত্তা কার্যক্রম ও খাবার বিতরনের কাজে অংশগ্রহণ করেন।

-মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, মিরপুর

মিরপুর মসজিদে তবলিগী রিফ্রেশার্স কোর্স অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্‌র অশেষ ফযলে গত ২৩-২৭শে জুলাই ২০১৬ইং (শনিবার-বুধবার) মিরপুর মসজিদে এক ৫ ব্যাপী তবলীগী রিফ্রেশার্স কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌। স্থানীয় মোয়াল্লেম হাফেয আবুল খায়ের সাহেব এই তবলিগী ট্রেনিং ক্লাস পরিচালনা করেন। বাদ মাগরিব হতে রাত ৯.৩০ মি. পর্যন্ত চলমান এই ক্লাসে মোট ২৫-২৮ জন অংশগ্রহণ করেছেন। ক্লাসে মুসলমানের সংজ্ঞা, আহমদীয়া জামাতের ধর্ম বিশ্বাস, খাতামান নাবীঈন, হযরত ঈসা (আ.) এর জীবন-মৃত্যু, হযরত ইমাম মাহাদী (আ.) এর সত্যতা, বয়আতের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশদভাবে সকলকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। এছাড়াও তবলিগী ক্ষেত্রে একজন তবলিগকারিকে যে সকল বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত সে সম্পর্কেও সকলকে সচেতন করেন। স্থানীয় কয়েকজন সদস্য ও তবলিগী ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন ও এই কার্যক্রম সচল রাখার অঙ্গীকার করেন।

-আবু জাকির আহমদ

Bangla Shomprochar Schedule, November 2016
এমটিএ-তে প্রচারিত বাংলা সম্প্রচারের নভেম্বর মাসের সময়সূচী

Date	Day	URDV	Description/Remarks
01/11/2016	Tuesday	724	25th Episode of Deeni o Fiqhi Masail & Jalsa Speech 2016
02/11/2016	Wednesday	Repeat 636	5th Episode of Ruhani Khazain, a discussion programme on th book of the Promised Messiah (as) & 5th Episode of Muhammad (Saw), Jalsa Speech 2015.
03/11/2016	Thursday	Repeat	Friday Sermon of Previous Week
04/11/2016	Friday	-------	Central Bangla Desk's programme
05/11/2016	Saturday	Repeat 715	12th Episode of Bornali, a Magazine Programme by Lajna members of Bangladesh.
06/11/2016	Sunday	-------	Central Bangla Desk's programme
07/11/2016	Monday	Repeat 723	5th Episode of Halchal, a magazine programme by Khuddam members of Bangladesh.
08/11/2016	Tuesday	725	26th Episode of Deeni o Fiqhi Masail & Jalsa Speech 2016
09/11/2016	Wednesday	Repeat 639	6th Episode of Ruhani Khazain, a discussion programme on th book of the Promised Messiah (as) & 6th Episode of Muhammad (Saw), Jalsa Speech 2015.
10/11/2016	Thursday	Repeat	Friday Sermon of Previous Week
11/11/2016	Friday	-------	Central Bangla Desk's programme
12/11/2016	Saturday	726	13th Episode of Bornali, a Magazine Programme by Lajna members of Bangladesh.
13/11/2016	Sunday	-------	Central Bangla Desk's programme
14/11/2016	Monday	727	6th Episode of Halchal, a magazine programme by Khuddam members of Bangladesh.

Date	Day	URDV	Description/Remarks
15/11/2016	Tuesday	REPEAT	SHOTTER SHONDHANE
16/11/2016	Wednesday	REPEAT	SHOTTER SHONDHANE
17/11/2016	Thursday	REPEAT	Friday Sermon of Previous Week
18/11/2016	Friday	REPEAT	SHOTTER SHONDHANE
19/11/2016	Saturday	REPEAT	SHOTTER SHONDHANE
20/11/2016	Sunday	REPEAT	SHOTTER SHONDHANE
21/11/2016	Monday	REPEAT	SHOTTER SHONDHANE
22/11/2016	Tuesday	REPEAT	SHOTTER SHONDHANE
23/11/2016	Wednesday	REPEAT	SHOTTER SHONDHANE
24/11/2016	Thursday	Live	SS LIVE
25/11/2016	Friday	Live	SS LIVE
26/11/2016	Saturday	Live	SS LIVE
27/11/2016	Sunday	Live	SS LIVE
28/11/2016	Monday	Repeat 703	3rd Episode of Halchal, a magazine programme by Khuddam members of Bangladesh.
29/11/2016	Tuesday	728	27th Episode of Deeni o Fiqhi Masail & Jalsa Speech 2016
30/11/2016	Wednesday	Repeat 641	7th Episode of Ruhani Khazain, a discussion programme on th book of the Promised Messiah (as) & 7th Episode of Muhammad (Saw), Jalsa Speech 2015.

Wassalam
MOHAMMAD KHAIRUL HAQ
In-charge, MTA Bangla

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

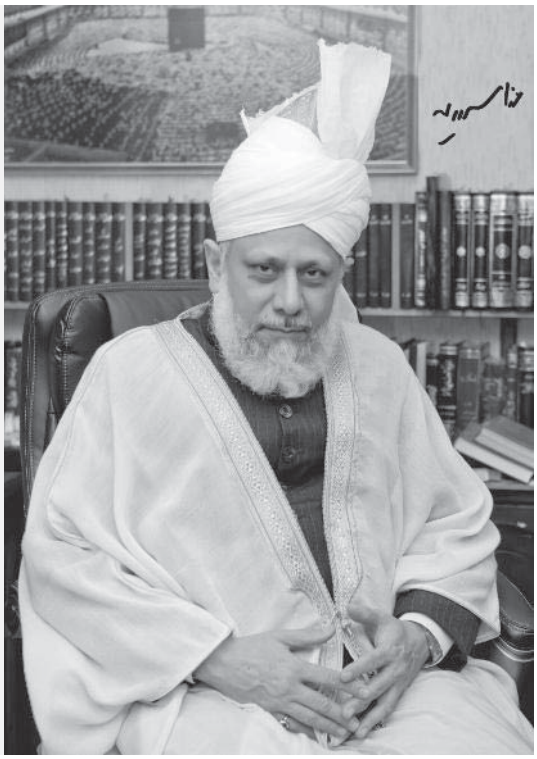

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۲﴾

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 79 | 7th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th October, 2016 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Edited and Published by **Mahbub Hossain**
at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com